স্বর্গগতা বেলা হামিদা।

(১০ম পৃষ্ঠা)

Mohila press.

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ]   শ্রাবণ ১৩১৪ ; আগষ্ট ১৯০৭।   [১ম সংখ্যা।

স্ত্রীনিতিসার।

পরিবারমধ্যে গৃহিণীর নানা বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব। তাঁহাকে পরিবাররূপ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী বলা যায়। পরিবারে তিনি মা, তিনি কর্ত্রী। সন্তান সন্ততির শাসন সংরক্ষণের ভার বিধাতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। কখন তাঁহাকে মাজিষ্টারের কাজ, কখন বা জজের কাজ করিতে হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নানা বিষয়ে ঝগড়া হয়। সেই সকল বিবাদের মীমাংসা তিনিই করিতে বাধ্য হন। ভাই ভগিনী পরস্পর ঝগড়া করিয়া বিচারনিষ্পত্তির জন্য মায়ের নিকটে যাইয়া নালিশ করে। সুমাতা শান্ত নিরপেক্ষ ভাবে সস্নেহহৃদয়ে বাদী প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এবং অপরাধীকে দণ্ডদান করেন। মা অশান্ত ক্রুদ্ধ প্রকৃতি হইলে চিত্ত-চাঞ্চল্য-বশতঃ বিচারে অন্যায় করিয়া অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেন, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও কটূক্তি করিয়া থাকেন, তাহাতে অতিশয় মন্দফল হয়, ছেলে মেয়ের স্বভাব বিকৃত হইয়া যায়। অতি সাবধানে তিনি সন্তান লালনপালন শাসন সংরক্ষণ করেন, বিধাতার এই নির্দ্দেশ।

দাস দাসীকে শাসনে রাখা এবং তাহাদিগের দ্বারা সুনিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিয়া লওয়া গৃহকর্ত্রীর গুরুতর কর্ত্তব্য। তাঁহার অমনোযোগ ও অবহেলা হইলে দাস দাসী প্রশ্রয় পাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে, ক্রমে দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্য কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত ও শাসিত রাখিতে হইবে। কোন অপরাধের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতে হইলে ন্যায় ও দয়া যেন কোন রূপে অতিক্রম করা না হয়।

পরিবাররাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত গৃহিণীর এইরূপ অনেক বিষয়ে গুরুতর দায়িত্বও কর্ত্তব্য আছে। সাধ্বী সুনীতিপরায়ণা গৃহিণী বিধাতার ইঙ্গিত মতে সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজে ধন্য হন, পরিবারমধ্যে শান্তি কুশল স্থাপন করেন।

মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে মহিলা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলেন। গতবর্ষে ইনি যে নানা বিঘ্ন পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া যথাসাধ্য বঙ্গমহিলাদের সেবা করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য সিদ্ধিদাতা বিধাতাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করি ও তাঁহার চরণে প্রণত হই।

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত বঙ্গীয় নব্য শ্রেণীর নারীসমাজে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য নানা দুর্নীতির স্রোত প্রবেশ করিয়া উক্ত শ্রেণীর মহিলাদিগের নৈতিক জীবনকে আহত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ভারতার্য্য ললনাদের স্বভাবসুলভ ভক্তি বিনয় লজ্জাশীলতা গৃহকর্ম্ম-নৈপুণ্য বিলাস ভোজনাদিতে বীতরাগ বর্ত্তমান অনেক নব্য মহিলার জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। তাহাতে মহিলা অতিশয় ব্যথিত। তজ্জন্য তিনি সেবিষয় উল্লেখ করিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। মহিলা জাতীয় সুনীতির একান্ত পক্ষপাতিনী; বিলাতের কুনীতি ও কুনিয়মকে ঘৃণা করেন। বিলাতের কতকগুলি কুনীতির অনুসরণ করিয়া কেবল বাহ্যিক ভাবে জীবন যাপন করিলে বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিণাম যে কত দূর শোচনীয় হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইয়ুরোপে সতী সাধ্বী ধার্ম্মিকা রমণী অনেক ছিলেন ও আছেন, তাঁহারা ভক্তির পাত্রী। আমাদের এদেশের ভগিনী ও কন্যাগণ তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার ও সুচরিত্রের এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ ও সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলিলে অশেষ কল্যাণ এবং বঙ্গীয় নারীসমাজের মুখোজ্জল হইতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি-শূন্য হইয়া কেবল সেদেশের সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ভোজ্য পরিচ্ছদাদির বিলাসিতা, বাহ্যিক আড়ম্বর ও আমোদ প্রমোদের অনুসরণ করিয়া চলিলে অচিরে বঙ্গকন্যাদের অধঃপতনেরই সম্ভাবনা। ধর্ম্ম ও নীতি ভিন্ন কোন কালে কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি হয় নাই ও হইবে না। অনীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কুফল অবশ্যম্ভাবী। নিরীশ্বর শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতরে সাঙ্ঘাতিক বিষ রহিয়াছে, অনেক মহিলা সেই বিষে জর্জ্জরিত। ইহা কে অস্বীকার করিবে? মাংসাদি আহারবিষয়ে চিরকাল এদেশের প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগের একান্ত বীতরাগ। এবিষয়ে তাঁহারা অতিশয় সংযমী। এমন কি প্রাচীন শ্রেণীর শাক্ত পুরুষগণও মাংসভোজনে মিতাচারী। অধিক মাংসভোজনে যেমন ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তি প্রবল হয়, এরূপ অন্য কিছুতেই হয় না, ইহা প্রমাণিত। সুচিকিৎসকগণ সমধিক মাংসভোজনের অপকারিতাবিষয়ে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্যদান করেন। এক্ষণ নব্য শ্রেণীর বহু মহিলা প্রত্যহ বিলাতী প্রণালীতে পশু পক্ষ্যাদির মাংস ভোজন করেন, পর্য্যাপ্ত মাংস ভোজন না করিলে তাঁহাদের অনেকের ভোজনই হয় না, এবং দেহ রক্ষা হয় না, তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার। কিছু কাল হইল পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগিণী নব্য

শ্রেণীর একটী বিদুষী মহিলা একান্ত আগ্রহ ও ব্যস্ততার সহিত বিলাতী প্রণালীতে মাংস ভোজন করিতেছিলেন, তখন এক খণ্ড বৃহৎ অস্থি উদরস্থ করিতে যাইয়া, তিনি মহাবিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনালীতে উহা আবদ্ধ হইয়াছিল, কিছুতেই অধঃকৃত বা বহির্নিসারিত হইতে ছিল না। অনেক সুনিপুণ ডাক্তার তৎপ্রতীকারে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন রক্ষার আশা ছিল না। পরে এক জন সুযোগ্য ডাক্তার বহু ক্লেশে তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করেন। উক্ত বিপন্না কন্যার কোন পরিচয় দান না করিয়া মহিলা দুঃখ সহকারে এই সংবাদটিমাত্র সম্বাদস্তম্ভে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহিলা বিলাতী সভ্যতানুরাগিণী জ্ঞানাভিমানিনী মহিলাদিগের বিষম কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। মাংসভোজনের সঙ্গে বিবীদিগের ব্যবহার্য্য হজমী আরক অনেক বঙ্গ মহিলা যে পান করেন না ইহা কি সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে? ভারতীয় আর্য্যকন্যাদের পক্ষে এরূপ বিবিয়ানা আচরণ বিষম ভীতিজনক। ঈদৃশ বিলাতী অসদাচরণের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গিয়া মহিলা তাঁহাদের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। মহিলার দায়িত্ব বোধ আছে। স্বেচ্ছাচারের পোষকতা করিতে এবং এক শ্রেণীর লোকের মনস্তুষ্টির জন্য কেবল কতকগুলি অসার গল্প উপন্যাস দ্বারা কলেবর পূর্ণ করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এদেশের প্রাচীন আর্য্য নারীগণ ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। তাঁহারা পূজা আহ্নিক, যোগ তপস্যা এবং নানা প্রকার ব্রতনিষ্ঠার প্রভাবে অতিশয় উচ্চ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের সকল কার্য্যের যোগ ছিল। পবিত্র আর্য্য বংশের কন্যা বর্ত্তমান যুগের প্রাচীন শ্রেণীর মহিলারাও উক্ত আর্য্যনারীদিগের উচ্চ জীবনের অনেক দূর অনুসরণ করিয়া চলিতে যত্ন করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পূজা, ব্রতোপবাস দেবভক্তি গুরুজন-ভক্তি তাঁহাদের চরিত্রের ভূষণ। আচার ব্যবহারে অনেক নব্য মহিলাকে সেই বংশের কন্যা বলিয়া প্রতীতি হয় না। তাঁহারা সেই উচ্চ আদর্শানুসারে জীবনকে পরিচালিত করেন না। প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাগণ সকল বিষয়ে যে সত্যাশ্রিতা ও কুসংস্কারবিবর্জ্জিত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহাদের সদাচার সুনীতি নব্য মহিলাগণ কেন গ্রহণ করিবেন না? তাঁহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, ধর্ম্মচিন্তা, পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন; নব্য শ্রেণীর অনেক মহিলাকে এক বেলাতেও যে পূজার্চ্চনা করিতে দেখা যায় না। অনেক দিন সায়ংকালে তাঁহারা Teaparty ও Gardenpartyতে উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে যোগদান করেন। একদিনও সায়াহ্নে তাঁহাদিগকে হরিপ্রসঙ্গ ও হরিগুণকীর্ত্তন এবং যোগধ্যানাদি করিতে দেখা যায় না। তাঁহাদের ঘর বাড়ী হরি-শূন্য, তথায় কেবল সাংসারিক প্রসঙ্গ ও বিলাসামোদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এসকল উল্লেখ করিয়া মহিলা অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহাতে অনেক নব্য মহিলা তাঁহাদের হিতৈষিণী মহিলাকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল নব্য মহিলা এইরূপ উক্তির লক্ষ্য নহেন। এই শ্রেণীতে অনেকে আছেন যে, নিজেদের সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করেন।

এক্ষণ যেমন অনেক বঙ্গীয় নব্য যুবতী স্বাধীন ভাবে একাকিনী যথাতথা গমনাগমন করেন, অপর পুরুষের সঙ্গে অসঙ্কোচ ভাবে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন, পরিণামদর্শী প্রবীণ লোকমাত্রেই তাহা পছন্দ করেন না। এইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতায় অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ্ ঘটিয়াছে ও ঘটিবার সম্ভাবনা। এদিকে কিন্তু মহিলা প্রাচীন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের দৃঢ়তর অবরোধে স্থিতির পক্ষপাতিনী নহেন, তাহা অস্বাভাবিক ও নারীজীবনের অতিশয় অনিষ্টজনক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার তদ্বিপরীত বিজাতীয় স্ত্রীস্বাধীনতাকে সর্ব্বথা অনুমোদন করেন না। এই দুই বিপরীত নিয়মের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে তাঁহাকে দুই চারি কথা বলিতে হইয়াছে। তাহাতে তিনি হয়তো উক্ত উভয় মহিলাদিগের বিরাগভাজন হইতেছেন।

ভারতীয় আর্য্যজাতি চিরকাল হইতে রাজভক্ত প্রজা। আর্য্যজাতি রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। পিতাকে ভক্তি করা যেমন সন্তানের পক্ষে স্বাভাবিক, রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় পিতৃস্বরূপ রাজাকে ভক্তি করা প্রজার পক্ষে তদ্রূপ স্বাভাবিক। আমরা প্রজা, রাজা আমাদের ধন মান জীবনের সংরক্ষক পিতৃস্থানীয়। পিতার দোষ দুর্ব্বলতা থাকিলেও যেমন তিনি সন্তানের ভক্তির পাত্র, তিনি সন্তানের নিন্দাভাজন ও বিদ্বেষভাজন হইতে পারেন না, রাজাও তদ্রূপ। কোন দোষ ত্রুটির জন্য তাঁহাকে দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা কটূক্তি করা প্রজাপুঞ্জের কোন অধিকার নাই, হিংসা বিদ্বেষ ও নিন্দা কটূক্তি করা তাহাদের পক্ষে পাপ। প্রজাগণ রাজাকে ভক্তি করিবে, নিজেদের দুঃখ অভাব তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তন্মোচনের জন্য আবেদন করিবে, তাহাদের পক্ষে বিধাতার এই নির্দ্দেশ। হিন্দু জাতি পিতার ন্যায় রাজাকে ঈশ্বর-নিয়োজিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। রাজা বা রাজপ্রতিনিধিদের সম্বন্ধে কোন কারণে দ্বেষ হিংসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদ রটনা করা স্বদেশী ভাব নয়, বিদেশী ভাব। উপস্থিত স্বদেশী আন্দোলনে রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বিরুদ্ধে নানা কার্য্য হইয়া গিয়াছে, নিন্দা কটূক্তির এক শেষ হইয়াছে। বহু বঙ্গ মহিলা রাজবিরোধী পুরুষদিগের উত্তেজনায় রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের সভা সমিতিতে যোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য মহিলা বিশেষ ব্যথিত।

ইংরাজ রাজার নিকটে আমরা অশেষ ঋণে ঋণী। ইংরাজাধিকার হওয়া অবধি এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞান সুখ সভ্যতা ও শান্তি কুশল সম্পদ্‌সমৃদ্ধি কল্পনাতীত বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না। বিশেষতঃ

ইংরাজাধিকারে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার প্রসার, জ্ঞানোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি যেরূপ হইয়াছে, এরূপ এদেশে কখনও হয় নাই। ইংরাজাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে মোসলমানাধিকার ছিল, পরস্পর তুলনা করিলে আলোক অন্ধকারের ন্যায় ভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। তজ্জন্য এদেশীয় রমণীগণ কি ইংরাজ রাজা ও ইংরাজজাতির নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন না? অকৃতজ্ঞতা মহা পাপ, অকৃতজ্ঞতা আমাদের স্বদেশী ভাব নহে, বিদেশী ভাব। বর্ত্তমান আন্দোলন-স্রোতে পড়িয়া অনেক বঙ্গবালার ধৃষ্টতা ও কৃতঘ্নতার ভাব হওয়াতে মহিলা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহারা মহিলাকে স্বদেশীর বিরোধিনী মনে করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভুল। বরং মহিলা স্বদেশী ভাব, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির পূর্ণ পক্ষপাতিনী। নিন্দাবাদ দ্বেষ হিংসাপরিহার পূর্ব্বক বিলাতের জ্ঞানোন্নত প্রবল পরাক্রম জাতির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নানা উপায়ে সকলে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি বিধান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। মহিলা বিবাদ বিসংবাদ নিন্দা কটূক্তি অপ্রেম ও অকৃতজ্ঞাদি বিদেশীয় নীচ কার্য্য ও নীচ ভাবকে কদাচ সমর্থন করেন নাই, করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজা বা রাজজাতির দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে বা আছে, তজ্জন্য নিন্দা কটূক্তি করিলে উপকার নাই, বরং অপকার যথেষ্ট হয়। শাস্ত্রে আছে, "অসাধুতা দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় করিও।"

ভারতবর্ষ যোগভূমি, বর্জ্জন বিচ্ছেদ এদেশের প্রকৃতিমূলক নহে। এদেশের শাস্ত্র এই;—

"অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি পর ক্ষুদ্রচিত্ত লোকদিগের গণনা, উদার চরিত্র লোকদিগের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর লোক আত্মীয়।

লোকের গুণগ্রহণ না করিয়া কেবল ছিদ্রান্বেষণ করা যোগ ও প্রীতি স্থাপন না করিয়া তদ্বিপরীত বর্জ্জন করা অধর্ম্ম। শাস্ত্র এই যে;—

"প্রীতি প্রতিবাসীর কোন অনিষ্ট করে না, অতএব প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন।

"ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ, অতএব যে প্রীতিতে অধিবাস করে, সে ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, এবং ঈশ্বর তাহাতে অধিবাস করেন।"

"যে প্রীতি করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ।"

—"আমরা যেন মুখে প্রীতি না করি, কার্য্যেতে ও সত্যেতে।"

বর্ত্তমান আন্দোলনব্যাপারে এই যোগ ও প্রীতির বিপরীত ভাব বর্জ্জন ও পরিত্যাগে কিরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে আমরা তাহার একটি উদাহরণ প্রদ করিতেছি। কিয়দ্দিন হইল আমরা বহরমপুরে গিয়াছিলাম, তথায় যাইয়া শুনিতে পাই কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশীর বড় বক্তা সেস্থানে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অনুগামী বহু ভলাণ্টিয়ার যুবা ছিলেন। বক্তৃতাস্থলে কাশীমবাজারের রাজবাড়ী হইতে আনীত একটী

বৃহৎ শামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছিল, এবং শ্রোতৃবর্গের বসিবার জন্য কতকগুলি চেয়ার রক্ষিত ছিল। বক্তার ভলাণ্টিয়ারগণ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "শামিয়ানা বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত, এই শামিয়ানার নিম্নে বক্তৃতা হইবে না, আমরাও বসিব না, এই সকল চেয়ারও বিলাতী, চেয়ারে বসা হইবে না।" এবিষয়ে মহা গোলযোগ উপস্থিত করা হয়, শামিয়ানা স্বদেশী কাপড়ে প্রস্তুত, এরূপ প্রমাণিত হইয়া যায়, কিন্তু চেয়ার স্বদেশী কাষ্ঠে নির্ম্মিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তজ্জন্য বক্তার অনুগামিগণ চেয়ারে না বসিয়া নীচে উপবিষ্ট হন। ইহা বিলাতী বর্জ্জনের অন্তর্গত ব্যাপার! আমরা জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত ৭ ঘণ্টার পথ যে ট্রেণে চড়িয়া সুখে সচ্ছন্দে গমনাগমন হইয়াছিল, সেই রেলগাড়ী বিলাতী, না স্বদেশী? ট্রেণ ভাড়া যে দেওয়া হইয়াছিল সেই ভাড়ার টাকা স্বদেশী লোকে পাইয়াছে, না বিলাতের লোকের হস্তগত হইয়াছে? এইরূপ স্বদেশী ও বিলাতীর সামঞ্জস্য কোথা? যদি বিলাতী বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে সমুদায় বিলাতী দ্রব্যের সংস্রব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পদব্রজে বা গোশকটারোহণে ৭।৮ দিনে বহরমপুরে যাওয়া উচিত ছিল। ইংরাজী ভাষা অবশ্য বিলাতী, উক্ত ভাষায় বক্তৃতা না করিয়া স্বদেশী বাঙ্গলা ভাষায় বা হিন্দিতে বক্তৃতা করা কর্ত্তব্য ছিল। ভলণ্টিয়ার সাজা কি বিলাতী অনুকরণ নয়? স্বদেশী পাইক সাজিয়া গেলে সঙ্গত ছিল। এরূপ সুবিধানুসারে বিলাতী বর্জ্জন নিতান্ত হাস্যজনক ব্যাপার।

ন্যায়সঙ্গত কথা, সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক আত্মীয় বন্ধুরও বিরাগভাজন হইতে হয়। এদেশ ইংরাজ রাজ্য, এদেশের সমস্ত বিষয়ে ইংরাজরাজের একাধিপত্য ও প্রভুত্ব, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির সঙ্গে অসদ্ভাব করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন ও অবিশ্বাসভাজন হইয়া জোর জবরদস্তিতে নিজেদের স্বার্থ সাধন করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ও অবনতিরই সম্ভাবনা; পদে পদে নানা বিষয়ে বিপদ্ ঘটিবারই কথা। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে যে সকল উচ্চ অধিকার পাওয়া হইয়াছে, ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে চটাইলে অচিরে সেই সকল উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া অসম্ভব নহে। তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। গুণ গ্রহণ ও উপকার স্বীকার না করিয়া কেবল ফুট বুদ্ধিযোগে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া চলিলে নিজেদের দোষ ত্রুটির প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হইলে, কোন কালে সদ্ভাব সম্মিলন হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, দেশের দুর্গতি ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত কার্য্যের মূলে সম্মিলন ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলে সর্ব্বোতোভাবে কুশল ও কল্যাণ হইতে পারে। কতিপয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের চেষ্টায় ও যত্নে স্বদেশী বস্ত্রাদির উন্নতি ও অধিক কাটতি হইতেছে, গরিব শ্রমজীবী ও শিল্পজীবীদিগের উপার্জ্জনের পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমুক্ত হইয়াছে, তাহারা আর অন্ন বস্ত্রাভাবে ক্লিষ্ট নহে, ইহা অতিশয় সুখের বিষয়। কিন্তু মূলে প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধন মহিলা প্রার্থনা করেন। তাহাতে স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে; ধর্ম্মোন্নতি ও নৈতিক উন্নতি সমধিক প্রার্থনীয়। তাহা না হইলে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি সুদূর পরাহত। হিংসা বিদ্বেষ ও কটূক্তি ধর্ম্মাভাব ও নৈতিক অবনতির পরিচয় দান করে। বিধাতা নারীজাতিকে কোমল উপাদানে গঠন করিয়াছেন। স্বভাবতঃ তাঁহাদের হৃদয় প্রেমার্দ্র ও সুকোমল। তাঁহারা তীব্র কঠোর প্রকৃতি পুরুষদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়া প্রবল প্রতাপ রাজার বিরুদ্ধে, গণ্যমান্য উপকারী জনের বিরুদ্ধে রসনা সঞ্চালন করিলে নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়। হিতাহিত জ্ঞানবিমূঢ় উদ্ধত পুরুষদিগের দ্বারা অনেক সময় স্বদেশের হিতের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার অহিত সাধিত হইয়া থাকে। নারীজাতি সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলে মাতৃদৃষ্টান্তে শিশু বালক বালিকারাও অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিবে, কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এজন্য মহিলা বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে সাবধান হইয়া চলিতে বলেন।

হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ এই;—

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্,
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।"

অর্থাৎ যে বালিকা পতি-মর্য্যাদা ও পতিসেবা জানে না, এবং তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাসন অবিদিত, পিতা এরূপ বালিকাকে বিবাহ দিবেন না।

শাস্ত্রের এই অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গদেশে হিন্দু পিতা সচরাচর এক প্রকার দুগ্ধপোষ্য অজ্ঞান বালিকাকে পাত্রস্থা করিয়া থাকেন, এবং স্বামী সহ একত্র বাস করিতে দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের পার্শ্বস্থ উৎকল ও বিহার প্রদেশে এইরূপ বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হয় না। বাল্যকালে বিবাহ হইলেও সেই বিবাহ বাগ্‌দান স্বরূপ হইয়া থাকে। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে স্বামীর নিকটে প্রেরিত হয় না। উৎকলদেশে বিবাহিতা কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইলে তথায় যথাবিধি তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাহাকে পূর্ণ বিবাহ বলে। কন্যা সে পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করে। বিহার প্রদেশেও হিন্দুসমাজে এই নিয়ম। বাল্যকালে বিবাহ হইলেও তখনই কন্যাকে স্বামিসন্নিধানে পাঠাইবার নিয়ম নাই। সে যে পর্য্যন্ত বয়ঃস্থা না হয় পিত্রালয়ে বাস করে। বিবাহিতা কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে বিশেষ দিনে পিতামাতা তাহাকে সুসজ্জিতা করিয়া স্বামীর গৃহে প্রেরণ করেন। তখন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়, সকলে আসিয়া প্রীতিভোজন করেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া কন্যাকে বিদায় দান করিয়া থাকেন। এইরূপে স্বামিসন্নিধানে কন্যার প্রথম গমনকে "গহেনা" বলে।

বঙ্গদেশে জ্ঞান সভ্যতার বড় আড়ম্বর ও বক্তৃতার ঘটা। এস্থানে পিতা মাতা ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও কন্যাকে বিবাহ

দিয়া তাহার স্বামীর নিকটে পাঠাইয়া থাকেন, সেই বালিকা স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করে। এই কুপ্রথার অপকারিতা কত দূর সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। জ্ঞানসভ্যতাভিমানী বাঙ্গালীদিগের এবিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। বরং তাঁহারা উহাকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন। পূর্ব্বতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন এই প্রথার বিষম অপকারিতা বুঝিয়া যখন এইরূপ বিধি প্রচলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহিতা বালিকাকে তাহার স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করিতে দেওয়া হইবে না। তখন এই কল্যাণকর বিধির বিরুদ্ধে রাজধানীর লক্ষ লক্ষ লোক তীব্র প্রতিবাদ করেন,রাজপ্রতিনিধির মত পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে তাঁহারা মহাঘটা করিয়া কালীঘাটে কালীপূজা ও গড়ের মাঠে দলে দলে লোক মিলিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কালীপূজা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনের পরের দিনই আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু আইন হইলে কি হইবে? বাঙ্গালীদিগের প্রতিকূলতায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বালিকাদিগকে অবাধে স্বামী সঙ্গে বাস করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

এদেশে আর একটি কুৎসিত নিয়ম বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, বরকর্ত্তার অর্থলোভ ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে এক একটী বালিকাকে বিবাহ দিতে যাইয়া কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন; তিনি চিরজীবনের জন্য ঋণ জালে জড়িত হন। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যাকে বাল্যকালে পাত্রস্থা না করিলে পিতা নিন্দাভাজন হন, তাঁহার উপর সামাজিক শাসন হইয়া থাকে, তাঁহার জাতিকুল রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। সুতরাং পিতামাতা বাল্যকালেই কন্যাকে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। কন্যার ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই তাহাকে বিবাহিত করিবার জন্য পিতামাতা ব্যস্ত হইয়া পড়েন, পাত্রান্বেষণ করিতে থাকেন, সহস্র সহস্র মুদ্রা বরপণদানাঙ্গীকারে পাত্র স্থির করেন। পশ্চিম বঙ্গে পাত্রের মূল্য যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম,এণ্ট্রেন্স পাশ করা পাত্রের মূল্য হাজার টাকা; ফার্ষ্ট আর্ট পাশ করিলে দুই হাজার, বি, এ পাশ করিলে তিন হাজার এম্ এতে চারি হাজার টাকা বরদক্ষিণা দান নির্দ্ধারিত। এক্ষণ ক্রমে তাহা অপেক্ষা বরপণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্কুলের তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে এমন বালককেও কন্যাদান করিতে হইলে নগদ ২।৩ হাজার টাকা দিতে হয়। তদ্ভিন্ন উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার ও নানা তৈজস সামগ্রী না দিলেই নয়। অপিচ বিবাহের পর প্রতি বৎসর পর্ব্বাহাদি উপলক্ষে বিশেষ ভাবে তত্ত্ব না পাঠাইলে কন্যার পিতামাতা বরপক্ষের একান্ত বিরাগভাজন হন। এমন স্থলে অনেক বরকর্ত্তা পুত্র বধূকে তাহার পিত্রালয়ে যাইতে দেন না, চিঠী পত্রাদি লেখার সম্বন্ধও বন্ধ করিয়া দেন। যে সকল মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র গৃহস্থের তিন চারিটী কন্যা, বাস্তবিক তাঁহারা কন্যাদের বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হন। নূতন কুটুম্বিতায় সুখী হইবেন কি? কুটুম্বের

নিষ্ঠুরাচরণে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখেন। একদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার দুর্দ্দশার শেষ নাই, অপর দিকে যাহার দুই চারিটি পুত্র সন্তান আছে,তিনি তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া অচিরে বড়মানুষ হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় পুত্রের বিবাহ। ইহাকে অর্থলাভের ব্যবসায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই ব্যবসায়কে নিষ্ঠুর কসাইয়ের ব্যবসায় বলিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতাভিমানী সুশিক্ষিত লোকেরাও এই ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করেন, বড় দুঃখের বিষয়। কিয়ৎকাল হইল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে আমাদের পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ বালককে বিবাহ দিয়া তাহার পিতা কন্যাকর্ত্তা হইতে নগদ তিন হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এণ্ট্রান্স পাশ করে নাই এমন একটি বালককে কন্যাদান করিয়া কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তাকে দুই হাজার টাকা দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই মহানগরীতে সচরাচর এইরূপ বিবাহ-বাণিজ্য হইতেছে। উক্ত দুই বালকই বিবাহ করিয়া লেখাপড়ার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে,একজন সন্তানের পিতা হইয়াছে। এই রূপ বিবাহে অনেক স্থানে বাল্যকাল অতিক্রম না করিতেই কন্যা সন্তানবতী হয়, ১৬।১৭ বৎসর বয়সের বালক স্ত্রীপুত্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের প্রতিপালন ও ভরণ পোষণের জন্য ভাবনাগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহার আর লেখাপড়া শিক্ষা হইবে কি? অযুক্ত বয়সে অস্বাভাবিক পরিণয়জন্য বালক বালিকার উভয়েরই যাহার পর নাই শারীরিক মানসিক অবনতি হয়। তাহাদিগকে চিরকালের জন্য দুঃখ ও দুর্দ্দশার আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া পিতামাতা কিরূপে সুখী হন, এবং তাহাদের বিবাহে এত আমোদের ঘটা করেন,বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি আমরা ডিহিরিতে গিয়াছিলাম। শ্রুত হইল তথাকার ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু ৪০ বা ৪৫ টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিবাস কলিকাতা অঞ্চলে, তাঁহার একটীমাত্র কন্যা, নগদ দুই হাজার টাকা বর-দক্ষিণাদানে তিনি সেই কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়াছেন। ৩৲ সুদে তাঁহাকে টাকা ধার করিতে হইয়াছে, কন্যার মাতার অঙ্গে যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তিনি বিবাহের সময় সমুদায় কন্যাকে দান করিয়াছেন, সধবার চিহ্নস্বরূপ লোহার খাড়ুমাত্র হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। কন্যার শ্বশুর আজমিরে আছেন, বিবাহের পর হইতে কন্যা আজমিরে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। কন্যার পিতা অর্থাভাবে পর্ব্বাহাদিতে উপযুক্ত তত্ত্ব পাঠাইতে পারিতেছে না, ঋণজালে জড়িত, তাঁহার মাসিক ৪০৲ আয়, তিনি এই মহার্ঘের দিনে দুঃখ ক্লেশ নিয়মিত সাংসারিক ব্যয়ও নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না, পর্ব্বাহাদিতে উপযুক্ত তত্ত্ব পাঠাইয়া বরকর্ত্তাকে আর কেমন করিয়া সন্তুষ্ট করেন? বরকর্ত্তা রাগ করিয়া পুত্রবধূকে পিতামাতার নিকটে আসিতে দেন না, এমন কি চিঠী পত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কন্যার পিতা-

মাতা বহুকাল কন্যার কোন সংবাদ না পাইয়া পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া উত্তরলাভে বঞ্চিত, তজ্জন্যে অতিশয় শোকাকুল; মাতা অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেছেন। ইহা কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যাপার নয়? ইহা কি কুটুম্বিতা? আমি জানি কয়েক বৎসর হইল এখানে একটি ভদ্রলোক নগদ সাত হাজার টাকা দান করিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছেন। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের ক্লার্ক, এক শত বা দেড় শত টাকা মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন; স্বীয় জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সমুদয় কন্যার বিবাহে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার উপর ঋণের গুরুভার মস্তকে বহন করিতে হইতেছে। পাত্রের বিদ্যার দৌড় ফাষ্টআর্ট মাত্র। স্বদেশ উদ্ধারের জন্য বহু বক্তা বড় বড় বক্তৃতা করেন, বহু সম্পাদক প্রবন্ধ লিখেন, এসকল দুর্নীতি ও অত্যাচারনিবারণের জন্য কেহ কি দুটী কথা বলেন বা লিখেন? এসমস্ত স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতিসত্ত্বে স্বদেশের কল্যাণ কখনও হইবে না। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহে সাধ্যাতীত ব্যয় হইত বলিয়া গোপনে কন্যা-হত্যা হইতেছিল। তাহা নিবারণের জন্য সেদেশের জনহিতৈষী লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া কত স্থানে কত সভাসমিতি ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বিবাহের ব্যয় হ্রাস হইয়াছে। সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, কন্যার বিবাহে অপরিমিত ব্যয় হইতে দিবেন না। জ্ঞান সভ্যতাগর্ব্বিত পশ্চিম বঙ্গনিবাসীদিগের কি এই কুনীতিনিবারণে একটু মনোযোগ হইবে না? পূর্ব্ববঙ্গে এই রূপ কুনিয়ম প্রচলিত নয়। হিন্দুসমাজভুক্ত পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী আমাদের এক জন আত্মীয় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে কটক নগরে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় তাঁহার একটী কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তিনি সপরিবারে দেশে যাইয়া কন্যাকে বিবাহ দিতে পারেন নাই। ঢাকা হইতে বরের পিতা বরকে সঙ্গে করিয়া কটক নগরে গিয়াছিলেন। কন্যাকর্ত্তা আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, "এই বিবাহব্যাপারে কন্যার অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া সাকল্যে আমার ৩৫০ তিন শত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়াছে।" কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই পশ্চিম বঙ্গের লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে কন্যাকর্ত্তাকে তাহার দশ গুণ নগদ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা বরদক্ষিণা দান করিতে হইত।

স্বর্গগতা দেবী হামিদা।

বিগত চৈত্রমাসে আমরা স্বর্গগতা দেবী হামিদার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছি। তৎসঙ্গে তাঁহার কতকগুলি ধর্ম্মভাবপূর্ণ পত্রও যোগ করা গিয়াছে, গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার আরও কয়েক খানা পত্র এবং আষাঢ় মাসে একটি গভীর ভাবাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে। এবার উক্ত দেবীর দৈনন্দিন লিপিতে (Diary) তে লিখিত কতকগুলি প্রার্থনা এবং প্রিয়তম স্বামী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে লিখিত কয়েক খানা পত্র তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠা

ভগিনী কল্যাণীয়া কুমারী শ্রীমতী সুজাতা দেবীর নিকটে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং দুই খানা পত্র শ্রীমান্ ভাই প্রথমলাল সেনের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে সে সকল প্রকাশ করা যাইতেছে।

আমরা পঠিকাদিগের স্মরণার্থ দেবী হামিদার সংক্ষেপে পরিচয় দান করিতেছি, ইনি বাঁকিপুর নগরস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার নববিধানবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইঁহার প্রিয়তম স্বামী বিহার-ন্যাশেনাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রীতিভাজন শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ। ইনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গতমার্চ্চ মাসের ১৩ই তারিখ স্বর্গগতা হইয়াছেন। ইঁহার বৈবাহিক জীবন দুই বৎসরমাত্র হইয়াছিল। ইঁহার প্রার্থনা, পত্র ও প্রবন্ধ সকল ইঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয়দান করে।

প্রার্থনা।

(দৈনন্দিন পত্র (Diary)।

১৮ই অক্টোবর ১৮৯৭।

দয়াময়, তুমি সহায় না হলে ত আর পারছি না। সহায় হও, সাহায্য কর, সুপথে হাত ধরে নিয়ে চল, কুপথে যেন ভুলিয়াও না যাই। তোমাকে যেন সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও না ভুলি, ভুলিলেই কুপথে গিয়া পড়িব। এই দীনের প্রতি দয়া কর, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।

১৯শে অক্টোবর ১৮৯৭।

দয়াময়, তোমার দিকে টান আরও হোক, তোমার সঙ্গে মিলি; যত ক্ষণ তোমার কাছে না আসি, কেবল মনে হয় কাজ শেষ হইল না, কাজ বাকি আছে, তোমার কাছে এসে যখন ফিরে যাই, মন ভাল হয়; তোমাকে যত ক্ষণ মনে রাখতে পারি তত ক্ষণ বেশ ভাল থাকি, মন বেশ শান্ত থাকে; আর তোমাকে যখন ভুলে যাই তখনই কুপথে যাই, রাগ অবাধ্যতা আমাকে জড়িয়ে ধরে। তবে তুমি দয়া কর, সহায় হও, সর্ব্বদা সঙ্গে থাক। এই ভিক্ষা তব চরণে।

২১শে অক্টোবর ১৮৯৭।

দয়াময়, তুমি সহায় হও। সকল লোকেরই দোষ থাকে জানি, কিন্তু দয়াময়, আমার যে সকল বড় বড় দোষ আছে সে সকল কি ভাল হইবে না? তুমি দয়া করিলে কি না হয়? যে মহাপাপী সেও উদ্ধার পায়। তবে আমার এই দোষ সকল হইতে তোমার দয়ায় তুমি আমায় উদ্ধার কর। এই ভিক্ষা।

৪ঠা নভেম্বর ১৮৯৭।

দয়াময়, তোমার প্রিয় যাঁহারা, যাঁহারা ভাল, তাঁহারাই তোমার সৎকন্যা ও সুকন্যা হইয়া তোমার ঐ অনন্ত ক্রোড়ে লুকাইতেছেন, আমিও তোমার সৎকন্যা সুকন্যা হইয়া তোমার ঐ অনন্ত ক্রোড়ে যাইব। তোমার নিকট বিনীত হৃদয়ে এই ভিক্ষা করি যাবার পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যেতে তুমি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছ তাহা যেন এখন হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারি, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে এখন হইতে আরম্ভ করি, যেন

সে পথ ছাড়াইয়া বিপথে না যাই; এই ভিক্ষা।

৫ই নবেম্বর ১৮৯৭।

দয়াময় পরমেশ্বর, তোমাকে যেন এক তিলও না ভুলি, সর্ব্বদা তোমার হাত ধরে তোমায় জিজ্ঞাসা করে, এই সংসার-পথে যেন চলি। তুমি আমার সাথের সাথী হও। যখন কোন বিপথে পড়ে যাব বিনীত হৃদয়ে তখন যেন কেবল তোমাকেই ডাকি। বিবেক বাণী যেন শুনিতে চেষ্টা করি। তুমি আমার সহায় হও। এই ভিক্ষা তব চরণে।

৬ই নবেম্বর ১৮৯৭।

দয়াময়, এত করে তোমার নিকটে রোজ রোজ ভিক্ষা করিতেছি তাহা পূর্ণ হইতেছে না কেন? আমার অহঙ্কার আমিত্বকে চূর্ণ করে দাও। যেন সকলের নিকটে বিনীত নম্র হয়ে থাকিতে পারি, আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন মনে করি; তাহা হইলে আমার নিজের উপরে দৃষ্টি পড়িবে, এবং আমি আরও উন্নতি লাভ কবিব। তোমার নিকট বিনীত হৃদয়ে বার বার এই ভিক্ষা করি।

স্বামীর নিকটে লিখিত পত্র।

Howrah.

31st Oct. 06.

অনেক কথা মনকে ভরে দিচ্ছে, তা কার কাছে বলি, কে তা শুনবার জন্য ব্যস্ত? একলা যখন শুয়ে ভাবি, ভাবনার যেন শেষ থাকে না। ভগবান্ কতই ভাবনার বিষয় আমাদের সাম্‌নে রেখেছেন, তার কি অন্ত নেই? যখন নিজেকে প্রশ্ন করি এ সব ঘর, সংসার, স্বামী পৃথিবীর যত কিছু সম্পদ্ তার জন্য কি অভিলাষী হয়েছিলাম? বলি ভগবান্ কেন তুমি এত দিলে? যদি এ আস্বাদন দিলে তবে ইহার পরিতৃপ্তি দাও। ঘর সংসার পেলাম, কত দিন সংসার করিতে পাই? অসংসারী হইয়া সংসারের যত কিছু দায়িত্ব পূর্ণ করিতে দাও। শরীরে এক বিন্দু শক্তি দাও, স্বাস্থ্য দাও, সংযম দাও, অনাসক্ত কর।

আপনার হামিদা।

হাবড়া

২৪শে অক্টোবর, ০৬।

ইচ্ছে হয় ভাল দৃশ্যের মধ্যে বাগান গাছ পালা ফুল এসব দেখি, নির্জ্জনে কোথাও বসে থাকি। আর সেই ফুলের মত পবিত্র জিনিষ যাকে কেবলই মনে হয় নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য এ পৃথিবীতে স্পর্শ করিতে পাইলাম না; যাহাকে পাইয়াও পাইলাম না; কোথায় গেলে তাহার সুন্দর স্মৃতিতে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিব? এ অভাব আমার কে বুঝিবে? অনেক রোগ ভোগ করিলাম, জীবনে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা বহন করিয়াছি। কিন্তু কখন মাতা হইয়া মায়ের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝি নাই। যে অদৃশ্য শিশুর প্রতি ভগবান্ বক্ষে এত স্নেহ সঞ্চার করিলেন, দেখিবার আগে যাহাকে এত ভাল বাসিলাম, যাহার স্বর্গের হাসিটুকু দেখিবার জন্য কত আশা প্রাণে লইয়া এত

কষ্ট ভোগ করিলাম, আজ তাহারই চিন্তা, তাহারই কথা, তাহারই অভাব অন্তরকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। কষ্ট এই, এত ত্রুটি কেন করিলাম। এই সব ছোট বড় ত্রুটির জন্য বুঝি সে এ পৃথিবীর আলোক দেখিতে পাইল না। আর কত বলিব? আগের পত্রে অনেক দরকারী কথা লিখিয়াছিলাম,তাহার উত্তর এখনও পাইলাম না। আমার Children's Union এর কি হইল? George Mullar যেমন প্রার্থনা করিয়া সব পাইতেন, আমরা যেন তেমনি সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়া সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারি। কাহারও সাহায্য চাহিব না।

উপাসনার ঘরের কি বন্দোবস্ত হইল? আমি যাবার আগে কি হইবে না?

আজ আর না।

আপনার হামিদা।

শান্তি কুটীর

৮ই ফেব্রুয়ারী, ০৬।

আমার মন বড় কঠিন, আমার ভাষা বড় তিক্ত। আমার উচিত অনুচিত জ্ঞান প্রাণকে এমনি দলন করে যে, সকল স্নেহ, সকল কোমলতা অন্তর হতে যেন অন্তর্হিত হয়। ইহাতে আমি যথার্থই ব্যথিত হই। কিন্তু ইহা যে নিতান্ত অমূলক ভাবে মনকে নিপীড়িত করে বলিতে পারি না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকল অকরণীয় যেন আমার করণীয় হয়, আর যেন অবস্থাকে ভৎর্সনা না করি।

"হইল না, পারিলাম না" এই অভাবে প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। জানি না জগতে কত দিন আর থাকিতে পাইব। ইচ্ছা হয় যত শীঘ্র পারি মনের সাধ মিটাইয়া লই। আপনি উজ্জ্বল হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার কাজ কর্ম্ম আপনার উদ্যম উৎসাহ পাইলেই আমি সুখী হইব। অন্য কোন সম্ভোগের প্রয়াসী নই। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হন, আর ভগবানের অজানিত রহস্যের পরিচয় সকলের নিকট প্রকাশ করুন; যেন বিশ্রাম না থাকে। যদি এ সকল কথা আপনার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে জানিব সকল সাধ মিটিবে। যদি আমার কথা আপনাকে ধর্ম্মের জন্য উত্তেজিত করিতে পারে জানিব সার্থক হইল।

আপনার হামিদা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে লিখিত পত্র।

তোমার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া আছে। পথ পানে চেয়ে আছি কবে তোমার সুসংবাদ পাব। ভগবান্ তোমার সহায়, তিনিই তোমায় কুশলে রাখিয়াছেন। বিশ্বাসে ভর করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে।

যখন শিশু ছিলাম, যখন জন্মে ছিলাম, ভাবিয়া দেখি তখন কত সুখী ছিলাম। সব কটী এক জায়গায়, মা বাপের স্নেহে আমরা ভাই বোনে কতই হাসিতাম, সে সরলতা, নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিবার অধিকার কোথায় হারাইলাম। সে স্নিগ্ধ মধুর প্রফুল্ল মুখ কেন মলিন বিষণ্ণ? শত ভাবনায় প্রাণ ভারাক্রান্ত,

পাপে তাপে মোহে মায়ায় আমার অন্তরের সেই বিমল ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়াছে। তাই কষ্টে, দুঃখে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করিতেছি। ভগবান্ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। আমরা শান্ত ধীর হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। তিনি বল দিন, তিনিই সহিষ্ণুতা দিন, তিনি সহায় হউন।

কালকের দিনের পবিত্র স্মৃতি কত হারাইলাম, কত পাইলাম, "ভগবান্, তোমার চরণ প্রান্তে একবার বিশ্বস্তচিত্তে তা স্বীকার করিতে দাও। তুমি ধন্য! ইহলোক পরলোকস্থ সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভ কামনার সহিত তোমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ মিশিয়া যাউক্।" তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন এ বছরের নূতন আশা, নূতন উদ্দেশ্য, আমাদের সকলকে সুখী করিতে পারে। তোমাকে নমস্কার করি।

Exhibition Road.
Bankipore. 3. 3. 06.

Exihdition Roab.
16. 7. 05.

দাদা,

তোমার চিঠী আজ পেলাম, এ বাড়ীতে এসে পেলাম। আমি এখানে অনেক সময়ই একলা থাকি। আজ কাল day কলেজ, কাজেই সারাদিন বাড়ী থাকেন না। একলা একলাই দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। কত সময় তোমার কথায় মনটা ভরে থাকে। তোমাকে যেন কাছে পাই, কত আনন্দে উৎসাহে প্রাণ খুলে বলি, এত প্রিয় তুমি কেন হলে? ভাল বলেই মনটা তোমার কাছে যেতে চায়, তোমারে কথা ভাবতে চায়। যখন তুমি আরও ভাল হবে, ভগবানের আরও নিকট হবে, আমাদের প্রাণ আরও কত বেশী তোমার পানে আগ্রহে পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাকে পেয়ে আমরা কত ধন্য কত কৃতার্থ,কে তা জানে? ইচ্ছে হয় এই যেমন আকর্ষণের বস্তু তুমি আমাদের কাছে, আর সকলের কাছেও তেমনি হও। তোমার সদ্‌গুণ দেখে লোকের ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ুক, তুমি কোন লোককে অতিক্রম করিয়া যাইও না। সদ্ভাব দেওয়া নেওয়া এর ভেতর কি শান্তি, আরাম তা কে আর অনুভব করে নি। তোমার জন্য আমার এই কেবল একটি সাধ হয়, ইচ্ছা হয় তুমি ইহা পূর্ণ কর। আমার অন্তরের ভক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমার স্নেহের হামিদা।

বাঁকিপুর।
১৪ই নভেম্বর,১৯০৪।

দাদা,

কত দিন তোমার চিঠী পত্র পাই নি। বুঝতেই পাচ্ছি তুমি কত ব্যস্ত থাক। দাদা মহাশয়কে কি রোজ দেখতে যেতে পার? তোমায় দেখে কি বল্লেন? তিনি ওখানে গিয়ে কেমন আছেন? কিছু কি ভাল লক্ষণ দেখ? সর্ব্বদা তাঁর জন্য মন উৎসুক ও বিষণ্ণ হয়ে থাকে; কিছু ভাল লাগে না। ভগবান্ আমাদের পথ দেখিয়ে দিন।

নিজেকে বড় অসহায় ও শ্রান্ত বোধ করছি। মাঝে আবার শরীরটা ভাল ছিল না। সামান্য একটু ভাবলেই মনটা শরীরটা অবসন্ন হয়ে যায়। কি করে সহ্য করি বল। আমার অন্তরের ভালবাসা ও ভক্তি গ্রহণ কর।

তোমার স্নেহের হামিদা।

বাঁকিপুর।
২রা জুলাই ১৯০৫,

দাদা,

আমাদের কথা ভেবে তুমি সম্পূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম করিতে পাও না, ইহা শুনিয়া যথার্থই দুঃখ হইল। কিন্তু আমরা যখনই ভাবি প্রকৃতির নির্দ্দোষ অতুল সৌন্দর্য্য-রাশির ভিতর তুমি আত্মহারা হইয়া বিশ্রাম করিতেছ,আমরা যেন নিজেদের শ্রান্তি ভুলিয়া যাই। যদি একজনের জন্য অন্যে এই রকম করে সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী না হই, তবে আর ইহার ভিতর প্রকৃত বন্ধন কোথায়? প্রকৃত স্বার্থত্যাগ কোথায়? তোমার ক্লান্ত দেহ মনে প্রকৃতির নীরব সহানুভূতি এবং জগতের সৌন্দর্য্য হইতে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় তাহা তোমার চরিত্রকে গঠন এবং হৃদয়কে শুদ্ধ করিয়া দিক্। সেই পুষ্পময় নির্জ্জন পর্ব্বতের সমস্ত রমণীয়তা তোমার স্বভাবের ভিতর সংগ্রহ করিয়া আনিও। হৃদয়ে তোমার জন্য এই প্রার্থনা উঠিতেছে। তুমি সুখী হও, তুমি সকলকে সুখী কর।

কাল দক্ষিণা বিলাতে গেল, তোমার কথা মনে হইতেছিল। কবে এমনি করে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। আমার অন্তরের ভক্তি ও ভালবাসা লও।

তোমাদের আদরের হামিদা।

শ্রীমান্ প্রথলাল সেনের নিকটে লিখিত পত্র।

বাঁকিপুর
২৮শে নবেম্বর ১৯০৪।

শ্রীচরণেষু,

কাল সুজাতা আমায় জিজ্ঞেসা করিয়াছিলেন, আনন্দ কি করে হয়? মানুষের প্রকৃতি তিনটে জিনিষে গঠিত;—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। মানুষের সব বিষয় জানবার জন্য এমন অদম্য ইচ্ছা, যত জানা যায় পরেও ক্রমাগত জানিবার ইচ্ছা হয়, আর যত জানা যায় মনে কি আনন্দ কি উৎসাহ হয়। তেমনি প্রেম—লোকের একটু কিছু উপকার কল্লে কত সুখ হয়। সেই রকম একদিন সেবা করে মানুষের মনে তৃপ্তি হয় না; ক্রমাগত মনের ভেতর সেবা কর্ত্তে, উপকার কর্ত্তে, ভাল বাসতে, আদর যত্ন কর্ত্তে কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তার কি নিবারণ হয়? লোকের ভাল কর্ত্তে যে ইচ্ছা, আর করে যে সুখ এই হল প্রেমে আনন্দ। তার পর পুণ্য। লোকে অন্যায় করে কখনও চুপ করে থাকতে পারে না; দোষ কল্লে কতই অনুতাপ কতই গ্লানি হয়, কি করে তা হতে উদ্ধার হবে? একটু যদি পুণ্য করিতে পারলাম শান্তি হয়। কিন্তু সে শান্তি কি চির দিনের জন্য? মানুষ এক-

দিন ভাল হতে পারলে তার মনে আবার ইচ্ছা হয় আরও ভাল হই, আরও ভাল হই, তার যতই ধর্ম্মলাভ হোক, সে যতই পাপমুক্ত হতে পারুক,মনের এ অভাব যাইবার নয়। যতটুকু ভাল হতে পারলাম মনে সুখ হল, আনন্দ হল। কিন্তু পূর্ণতার জন্য মানুষের এ অদম্য ইচ্ছা ও আকঙ্ক্ষা কোন্ দিন যাইবে?

আপনি যে "ভাবের" কথা বলেচেন আমি সে বিষয় ভাবছিলাম। ভাব যখন আসে তার কি ব্যবহার কর্ত্তে নেই? আমি ত অনেক সময় লিখি তাতে কি কিছু অপকার হয়? আমি দেখেছি একটা ভাব অনেক ক্ষণ মনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা হয় এ বিষয়টা মনে অনেক ক্ষণ থাকুক। তা কি হয়? এ সকল বিষয় আমাকে বলবেন।

আপনি Victoria College এ কি গিয়েছিলেন? আমরা ২। ৩টা কেন ৪। ৫ মাস ক্রমাগত ওখানকার lectures attend করেছিলাম। Senior Class এও পড়তাম, আমার ত খুব ভাল লাগত। আমি এখানকার মেয়েদের কাছে কতবার বলেছি, এমন সুন্দর করে পড়াতে আর কারোকে দেখি নি। Bunyans Pilgrims Progress আমাদের জন্যই দাদামশাই বেচে বলে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় আর সব মেয়েদেরও ভালই লাগত। আজ এই পর্য্যন্ত।

আপনাদের স্নেহের
হামিদা।

বাঁকিপুর
১লা ডিসেম্বর ১৯০৪।

শ্রীচরণেষু

অনেক কথা কাল থেকে মনে উঠছিল, তা কি আর এখন তেমন মনে আছে? আপনার ভাল বই, ভাল কথা পড়তে পড়তে আমাদের কথা মনে হয়। আমরাও কোন একটা ভাল জিনিষ দেখলে, ভাল বিষয় জানলে আপনাকে মনে পড়ে। যে রাজ্যে আপনার পরিচয় পেলাম সেখানে গোলমাল নেই, সাংসারিকতা নেই। সে রকম ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ না হলে এ পরিচয় যথার্থ সত্য পরিচয় হবে না, তাই সকল সময় কেমন যেন একটা ভয় হয়; তাই যেন সকল কাজ কর্ত্তে ভরসা হয় না। আপনারাই যেন আমাকে সব রকম অন্যায় বলতে অন্যায় কর্ত্তে সকল সময় বাধা দিচ্চেন। আমার চরিত্রে যদি কোন সদ্‌গুণ থাকে তার মূলে আপনারা। এ কথা একেবারে সত্য কথা। আপনাদের এত আশীর্ব্বাদ এত শুভ ইচ্ছা পেয়ে যদি এত টুকু উপযুক্ত হতে পারি সে কিছুত বেশী নয়?

রোজ সকালে আচার্য্যের Prayers থেকে খানিকটা পড়ি, The Joy of Faith পড়িয়াছিলাম। তার পর Shakespear থেকে খানিকটা পড়ি, তার পর বিকেলে মামীমার জীবনী পরিষ্কার করে লিখি। এ সবের ভেতরই কেমন একটা আকর্ষণ, কেমন একটা মিষ্টতা থাকে যে, সবই আমার ভাল লাগে।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম
আপনি জানবেন। আজ এই পর্য্যন্ত
আপনাদের স্নেহের
হামিদা।

DIFFERENT CONTRAST

ফুঙ্গিদিগের ভিক্ষায় যাত্রা।

আমরা ক্রমে হামিদা দেবীর আরো অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পত্র প্রকাশ করিব, এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ব্রহ্মদেশ।

৬ষ্ঠ।

টাঙ্গু ও ফিয়ুনগর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের বৃত্তান্ত পূর্ব্ব কয়েক সঙ্খ্যায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহার কোন সঙ্খ্যায় এ কথারও উল্লেখ আছে যে, তাঁহারা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। প্রত্যূষে ভিক্ষা-পাত্রসহ প্রত্যেক ফুঙ্গি বৌদ্ধ গৃহস্থদিগের দ্বারে বিনীত ভাবে উপস্থিত হন, যিনি অন্ন ব্যঞ্জনাদি যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করেন তাহা গ্রহণ করিয়া আবাসে ফিরিয়া আসিয়া ভক্ষণ করেন। একাকী বা অনেকে দলবদ্ধভাবে ভিক্ষার জন্য ভিক্ষা-ভাণ্ড কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া রাজপথ দিয়া যাত্রা করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় নয়নগোচর হয়। টাঙ্গু নগরে বড় বড় পেগোডা ও ফুঙ্গিচাঁও বিদ্যমান, তথায় বহু ফুঙ্গি বাস করেন। সেখানে আমরা ভিক্ষাযাত্রিক অনেক ফুঙ্গিকে দেখিয়াছি। ভিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছেন এমন এক দল ফুঙ্গির চিত্র প্রদর্শিত হইল।

টাঙ্গু পুরাতন নগর। উত্তর বর্ম্মা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে টাঙ্গু জিলাই ইংরাজ রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ ছিল। একটী স্রোতস্বতীর তীরে এই নগর, নদীটীর নাম সিটাং। নদীর উপর একটি দারুময় সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, নদীর উত্তর কূলে নাতি দূরে পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। নগর হইতে পর্ব্বত ২৫ মাইল দূরে, পর্ব্বতের নাম ইয়ুমা, সে পর্য্যন্ত রাজপথ প্রসারিত আছে, গিরি-শ্রেণীতে অসভ্য শান ও কেরণ জাতি বাস করে। ইহার পূর্ব্বদিকে সানরাজ্য ও তাহার পূর্ব্বাংশে শ্যামরাজ্য, টাঙ্গু হইতে প্রায় ১৫ দিনের পথ। পীনমানা নগরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে নাতি সমুচ্চ গিরি শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। সেই পর্ব্বত-মালার অপর পার্শ্বে উক্ত সাননামক ক্ষুদ্র রাজ্য, সেস্থানে প্রচুর গোল আলু উৎপন্ন হয়।

টাঙ্গু জিলার অধিকাংশ ভূমি অকৃষ্ট অরণ্যাকীর্ণ পতিত। ডোম্‌রাঁও মহারাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান লালা জয়প্রকাশ লালের পুত্র হরিহর প্রসাদ গভর্ণমেণ্ট হইতে টাঙ্গু জিলার পনের হাজার একর অরণ্যা-ময় পতিত ভূমি ৯৯ বৎসরের জন্য নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়া বিহার ও নানা প্রদেশ হইতে লোক পাঠাইয়া চাষ আবাদ করাইতেছেন। এই সূত্রে বিস্তীর্ণ অরণ্যানী কৃষিক্ষেত্রে এবং গ্রাম ও পল্লীতে পরিণত হইতেছে। যাহারা পরিশ্রম করিয়া আবাদ করে তাহাদিগকে প্রথম দশ বৎসর ভূমি নিষ্কররূপে দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কিছু করগ্রহণ, ক্রমে করবৃদ্ধি করার নিয়ম হইয়াছে। একা-র্য্যের জন্য একজন উপযুক্ত ম্যানেজার টাঙ্গু নগরে বাস করিতেছেন। বর্ম্মদেশের

স্থানে স্থানে এরূপ নিবিড় অরণ্য আছে যে, তাহাতে হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্র ভল্লুক দলে দলে বিচরণ করে। সেদেশের জঙ্গলে দ্বি খড়্গী গণ্ডার ও শ্বেতহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ম্মদেশীয় লোকেরা শ্বেত হস্তীকে দেবাধিষ্ঠিত বলিয়া অতিশয় সম্মান করে।

টাঙ্গু নগরে একটি পুরাতন দুর্গ বিদ্যমান। এ নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বহু চায়না লোক আসিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের বড় বড় দোকান ও হোটেল আছে। অনেক চায়নাম্যান ছুতর মিস্ত্রীর কাজ করিয়া থাকে। একাজে তাহারা অতিশয় পটু। এখানকার মিয়ুনিসিপাল বাজারে সাধারণতঃ সকল প্রকার দ্রব্যজাত পাওয়া যায়। একদিন আমরা শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথের সঙ্গে সেই বাজার দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি বর্ম্মরমণীদিগের পরিচ্ছদ লুঙ্গি ও এঙ্গি এবং তাহাদের ব্যবহার্য পাদুকা ফানা, তাহাদিগের বিচিত্র শিল্পদ্রব্য কাপড়ের ফুল কিছু ক্রয় করিয়া উপহারস্বরূপ আমাদিগকে দিয়াছিলেন, এবং সেদেশের অন্যান্য উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ও ফুঙ্গিদিগের পরিচ্ছদ ও ভিক্ষাপাত্রাদি টেঙ্গুণ নগর হইতে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। টাঙ্গুর বেগুন প্রসিদ্ধ, পীনমানাতে অবস্থানকালে টাঙ্গু হইতে বেগুন উপহারস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে।

টাঙ্গুনগরে ক্যাথলিক চর্চ্চের বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্র বিদ্যমান। ছাত্রনিবাস বিদ্যালয় এবং গিরজা ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া এস্থানে অনেকগুলি মিশনারী বাস করিতেছেন। কিন্তু কোন বর্ম্মদেশীয় বৌদ্ধকে যে তাঁহারা খ্রীষ্টান করিতে পারিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বরং অনেক ইয়ুরোপীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ ফুঙ্গি হইয়াছেন। আমরা গত বারে উল্লেখ করিয়াছি যে একজন সাহেব বৌদ্ধ, ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া টাঙ্গু নগরে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুইটি পেগোডা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অসভ্য কেরণদিগের দ্বারা উল্লিখিত চার্চ্চ স্কুলে ও বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদির কার্য্য চলিতেছে। দলে দলে কেরণ জাতীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে ৫।৬ জন বাঙ্গালী বাবু সপরিবারে টাঙ্গু নগরে বাস করিতেছেন। চট্টগ্রামনিবাসী নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মোসলমান এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাবের লোক এখানে অনেক আছে। নিম্ন শ্রেণীর মাদ্রাজী লোক টাঙ্গু নগরে ও বর্ম্মদেশের অন্যান্য নগরে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ধনকুবের চেটীরা মাদ্রাজী, ইহারা ঋণদাতা উত্তমর্ণ। বর্ম্ম দেশের সর্ব্বত্র গরিব দুঃখীদিগের উপর ইহাদের প্রভাব। বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের সঙ্গে আকৃতিগত ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রকৃতিগত অত্যন্ত বিপরীত ভাব। ফুঙ্গিগণ গোঁপ শ্মশ্রুবিহীন মুণ্ডিত মস্তক, চেটীরাও তদ্রূপ। কিন্তু ফুঙ্গিগণ ঈষৎ পীতবর্ণ ক্ষীণাঙ্গ, তাহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্থূলাঙ্গ। গোঁপ শ্মশ্রুবিহীন মুণ্ডিত মস্তক কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় কোন পুরুষকে দেখিলেই

সেই ব্যক্তি চেটী এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ফুঙ্গিরা অর্থোপার্জ্জন, অর্থসঞ্চয় করেন না, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন; চেটীরা প্রবল অর্থরাক্ষস, তাহারা উকিল মোক্তার প্রভৃতি ধনী বিষয়ী লোক হইতে অল্প সুদে টাকা ধার করে, অধিক লাভের প্রত্যাশায় কৃষিজীবী ও অন্যান্য গরিব লোকদিগকে টাকা ধার দেয়, ধান কাটা হইলে পর সুদে আসলে দশগুণ আদায় করে। বর্ম্মদেশীয় সাধারণ লোকেরা অতিশয় গরিব, পুরুষেরা অলস অকর্ম্মণ্য, ঘরে খাবার থাকিলে আর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহে না? বৎসরান্তে ধানের ফসলের উপর তাহাদের সকল আশা ভরসা। সেদেশের প্রধান শস্য ধান্য, ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। কৃষকদিগের অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্য জন্মে। জন্মিলে কি হইবে? তাহার অধিকাংশই ঋণ পরিশোধের জন্য চেটীদিগকে দিতে হয়, সমস্ত শস্য দান করিয়াও অনেকের ঋণ পরিশোধ হয় না, চেটীরা তাহাদের ঘর বাড়ী গরু বাছুর জমী ইত্যাদি আত্মসাৎ করে। এইরূপে চেটীগণ গরিব দুঃখীর শোণিত পান করিয়া বড়লোক হয়। আদালতে টাকালগ্নীসম্বন্ধীয় চেটীদিগের মোকদ্দমাই অধিক, তাহাতে উকিলদিগের বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়। বর্ম্মদেশীয় সাধারণ লোকদিগের গৃহে অন্নের সংস্থান বড় কম। স্ত্রীলোকে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে বলিয়া স্বামীদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পুরুষদিগের জুওয়া খেলার অত্যন্ত নেশা, অনেকে জুওয়া খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, উপায়ান্তর না দেখিলেই অর্থগৃধ্নু চেটীদের নিকটে যাইয়া টাকা ধার করে। অধিকাংশ চেটী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোকনদ জিলার অধিবাসী।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে নবসংহিতামতে শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবকুমারীর নামকরণ হয়, কুমারীর নাম প্রতিমা রাখা হইয়াছে। এই নামকরণ ক্রিয়া উপলক্ষে তত্র প্রবাসী কয়েক জন বাঙ্গালী বাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন, এক জন ব্রাহ্ম সপরিবারে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ ফিয়ু নগর হইতে আসিয়াছিলেন। আমরা ভোজনান্তে শ্রীমানের সঙ্গে ফিয়ুতে যাত্রা করি। ফিয়ু টাঙ্গুজিলার সব ডিবিসান। আমারা অপরাহ্ণে তথায় উপনীত হই।

ফিয়ু নগরটি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে সুন্দর। বাড়ী ঘর সকল কাঠের, তখন সেই নগরে বিনয়েন্দ্র নাথ ব্যতীত অন্য এক জনও বাঙ্গালী বাবু ছিলেন না। কেবল এক জন বাঙ্গালী পোষ্ট মাষ্টার তত্রত্য পোষ্ট আফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্য স্বীয় ভ্রাতা সহ আসিয়াছিলেন। একজন বর্ম্মীর দারুময় বৃহৎ গৃহ বিনয়েন্দ্র ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৃহটি নবনির্ম্মিত সুন্দর। তাহাতে বড় বড় প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। বিনয়েন্দ্র একাকী একটি ভৃত্য সহ সেই গৃহে স্থিতি করিয়াছিলেন। বিনয়েন্দ্র বি, এল্ উপাধি প্রাপ্ত চরিত্রবান্ উৎসাহী অবিবাহিত নব যুবক, বর্ম্মদেশীয়

ভাষা অনর্গল লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অল্প দিনের মধ্যে নিজের কাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভোজ্য পরিচ্ছদাদি সকলই সাদা সিদে আড়ম্বরশূন্য। তিনি ঘরে লুঙ্গি পরিয়া থাকেন, তাঁহার কোর্টের পোষাক স্বতন্ত্র, তিনি চা পান করেন না, সকালে এক প্যালা দুগ্ধ পান করিয়া মক্কেলদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া ও লেখা পড়ার কাজ করিয়া ভোজনান্তে কোর্টে চলিয়া যান। তিনি নিরামিষ ভোজন করেন *, বিকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিলে কিছু মোহন ভোগ যোগে তাঁহার জল খাওয়ার ব্যবস্থা। তিনি অল্প দিন পূর্ব্বে পীনমানা নগরে পারিবারিক ব্রহ্মোৎসবে নব সংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, নিত্য ব্রহ্মোপসনা করিয়া থাকেন। আমরা অপরাহ্ণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তন্দ্রাবেশে শয্যায় অবলুণ্ঠিত হইতে ছিলাম, শ্রীমান্ আমাদের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা নেত্রোন্মিলন করিলে আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, এক্ষণ উপাসনা হইতে পারে কি? এ কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। উপাসনা হইল, শ্রীমান্ সঙ্গীত করিলেন।

অপরাহ্ণে শ্রীমানের সঙ্গে নগরভ্রমণে বাহির হওয়া গিয়াছিল। নগর-প্রান্তেই প্রসারিত প্রান্তর, উত্তর প্রান্তে অদূরে গিরিশ্রেণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্তমুগ্ধকর। বর্ম্মদেশে শীত ঋতুর প্রকোপ নাই। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতে প্রায় ছয় মাসকাল বারিবর্ষণ হয়। ফাল্গুন মাসেই ফিয়ু নগরে বেশ শীতবোধ হইল। নিকটে পর্ব্বত বলিয়া এই স্থানে অধিকতর শীত। নগরভ্রমণ করিতে করিতে বর্ম্মীদিগের পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করা হইয়াছিল। নপ্পির দুর্গন্ধে "বাবা, পালাও" বলিয়া সেই স্থান হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। পরদিন ২৭শে ফাল্গুন সোমবার ভোজনান্তে বেলা ১০ টার গাড়ীতে তথা হইতে রেঙ্গুণে যাত্রা করা যায়। শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইয়া বিদায় হইয়া গেলেন। পেগুনগরে গমনের প্রস্তাব ছিল, তথাকার এডভোকেট অবিনাশ বাবুকে পত্র লিখিয়া এবং টেলিগ্রাফ করিয়া কোন উত্তর না পাওয়াতে তথায় যাওয়া হয় নাই। তাঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করার কথা ছিল।

মহিলার রচনা।

দিনান্তে।

অনন্তে মিশিতে সুখে,
কত আশা ল'য়ে বুকে,
আসিয়াছি আমি পুন
তোমার চরণে।
সারাটি দিনের পরে,
এসেছি আবার ফিরে
বিরাম লভিতে পিতা
তব সন্নিধানে।

---

* শ্রীমান্ বলিলেন, আমি কোন Principleএর জন্য আমিষ ত্যাগ করি নাই। টাঙ্গু নগরে দাদার বাসায় গেলে মৎস্যাদি খাইয়া থাকি।

পেতে সুখ, নিতে শান্তি
পাসরিতে দুঃখ ক্লান্তি
হেরিতে আবার পিতা
তব ও বয়ানে।
অলক্ষিত আকর্ষণে
ডাকিতেছ প্রতিক্ষণে
আয় আয় বলে সব
পুত্র কন্যাগণে।
তোমার প্রেমের নীতি
জীব-সেবা-বিশ্বপ্রীতি
শিখাবারে তুমি নাথ
সমস্তটি দিন;
আশীর্ব্বাদ দিয়ে শিরে
জ্ঞানালোক দিয়ে করে
সংসারসঙ্গম পারে
রাখ নিশি দিন।
(তাই) ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ
গেয়ে হরি নাম গান
দিনটা কাটিয়ে;
সাঁজের বেলায় ছাতে
হরি নামগানে মেতে
দিবসের শ্রম ক্লান্তি
করি হে বিরাম।
কি সুখ চিন্তায় মোর
আনন্দেতে হয় ভোর
মধুর সুন্দর সেই
সন্ধ্যা বেলা টুকু।
দয়াময় নামগানে
কত সুধা ঢালে প্রাণে
প্রাণারাম হরিনামে
বিদূরিয়া দুখ
হরিনাম সুধারসে
পূর্ণ করে বুক।

কলিকাতা শ্রীমতী ব্র—

জাপানের বৃত্তান্ত।

১৬০০ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫০ বৎসর কাল জাপানীরা বিদেশীদের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া দেশের রাজকীয় সংস্কার এবং জাতীয় বলসঞ্চারে মনোনিবেশ করেন। এই ব্যাপারে সম্রাট্ ইয়েয়াসু বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নাগাসাকি নগরস্থ ওলন্দাজদের প্রভাব তাহাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিল। নব উন্নতি গ্রহণের জন্য তাহারা নীরবে আয়োজন করিতেছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহাদের "নব সভ্যতার" সময় আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নৌযুদ্ধাধ্যক্ষ পেরী সাহেব কামান এবং অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য বোঝাই যুদ্ধ জাহাজসমূহ লইয়া বন্ধুভাবে জাপানে আগমন করেন। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাশ্চাত্য বাণিজ্য বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্মের উন্নতির পরিচায়ক। যথা, তাড়িৎবার্ত্তা, রেল, তাড়িৎযন্ত্র, লাঙ্গল, শেলাইর যন্ত্র, ল্যাম্প, তালা, পুস্তক ইত্যাদি! অধ্যক্ষ পেরী সাহেব জাপানকে পৃথিবীর বাণিজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া স্বীয় জড়তা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। এ অবস্থাতে জাপানকে নূতন উন্নতির পথ গ্রহণ না করিলে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা মহাধন হারাইতে হইত।

ব্যস্ততা সহকারে জাপান সম্রাট্ বিদ্যালয়-সমূহে শিল্পবিজ্ঞান প্রসূত দ্রব্য প্রস্তুতি, ঢালাই কার্য্য এবং অন্যবিধ কারীগুরি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ তখন যুবক ছিলেন, তখন তিনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং স্বদেশে প্রজা সাধারণের মতানুযায়ী রাজ্যশাসন, ন্যায় বিচার, সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন বিদেশীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান শিল্প শিক্ষা, এবং সত্যপথে রাজ্যের পুনর্ঘটন করিবেন বলিয়া এক চার্টারে স্বাক্ষর করেন, বিদেশ হইতে শিল্প, বিজ্ঞানের গুণী জ্ঞানী অধ্যাপক আনাইয়া জাপান দ্রুতগতিতে উল্লিখিত সোপান হইতে সোপানান্তরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, স্থল ও জল যুদ্ধ, রাজস্ব এবং রাজনীতিতে জাপানের অধিকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই উপলক্ষে তিন সহস্র বৈদেশিক বিদ্বান লোকের আগমন হয়। গ্রেটব্রিটেন হইতে রাজস্ব এবং রাজনীতি, ফ্রান্স হইতে যুদ্ধ প্রণালী, আমেরিকা হইতে শিল্পশিক্ষা এবং বাণিজ্যশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। তিন হাজারের উপরে ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল এবং এখনও প্রতিবৎসর বহু ছাত্র বিদেশে জ্ঞানশিক্ষার্থে প্রেরিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানের বিশেষত্ব এই যে, জাপান কোন দিন পরাধীনতা কাহাকে বলে তাহা জানে না, এবং একই রাজবংশ বরাবর রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। দুই শ্রেণীর লোক এদেশে দেখা যায়;—সামুরাই (ইহারা জাপানের উচ্চবংশীয়) এবং জনসাধারণ। জাতিভেদ নাই। তেমন নিম্ন অবস্থাপন্ন লোক পর্য্যন্ত গুণ দ্বারা অত্যুচ্চ পদ লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষার দ্বার সমভাবে সকলের প্রতি উন্মুক্ত। পদদলিত হেয় শ্রেণীর লোক কাহাকে বলে তাহা সে দেশে জানা নাই। সমস্ত জাপানবাসী ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সমভাবে একত্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাপানের লোক ভারতের লোক সংখ্যার ষষ্ঠাংশ, অথচ জাপান পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি। তাহাদের প্রধান গুণ (১ম) স্বদেশানুরাগ, যে অনুরাগবশতঃ তাহারা স্বদেশের জন্য প্রাণদানে সদাই একান্ত উৎসুক, পিতৃ মাতৃ ভক্তিতে তৎপর এবং আত্মসংযমী।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

কলিকাতায় গোখাদকদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহাদের উদরপূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন পাঁচশত গরু কসাইদের হস্তে মারা যায়। এদিকে শক্তি ও পুষ্টিবৃদ্ধির প্রধান উপায় দুগ্ধের অভাব হওয়াতে দুর্ব্বল রোগী, শিশু এবং বৃদ্ধ লোকেরা মারা যাইতেছে। টাকায় পাঁচসের দরে দুগ্ধ বিক্রয় হইত, এক্ষণ ৪৷৷০ সের দাঁড়াইয়াছে। কয় জন লোকে এইরূপ অগ্নিমূল্যে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া পান করিতে পারে? বাছুরের কোমল মাংস অনেকের প্রিয় হওয়াতে প্রত্যহ শত শত দুগ্ধপোষ্য বাছুর মারা যাইতেছে। গোখাদক ইংরাজ, ফিরিঙ্গি ও

মোসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে উপায়হীন বৃদ্ধ রোগী ও শিশুগণ মারা যায়। দুর্ব্বল জীবের প্রতি তাহাদের দয়া নাই। তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেশে বলদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে কৃষিকর্ম্মেরও বিশেষ বিঘ্ন হইয়াছে। বলীবর্দ্দের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় প্রতিদিন পাঁচশত গরু মারা যায়, মাংসাশীদিগের জঠরানল নির্ব্বাণের জন্য ছাগল ভেড়া মুরগী যে কত হাজার২ মারা যায় তাহা গণনা করিয়া উঠা যায় না। এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম এই নির্দ্দোষ নিরীহ জীবগুলির মাংসভক্ষণে মোসলমান ফিরিঙ্গিদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন। এদেশের হিন্দু বিবাহাদি উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্বভোজনে নিরামিষ লুচি তরকারী মিষ্টান্নাদির ব্যবস্থা হয়, আর শাক্ত ব্রাহ্মদিগের বিবাহাদি উৎসবের ভোজনে মাংস না হইলে চলে না। সেই আনন্দোৎসবে পশু পক্ষীর রক্তারক্তি হইয়া "জীবে দয়া নামে ভক্তি কর জীবনের সার, ওরে মন আমার" এই ব্রহ্মসঙ্গীতের সার্থকতা সাধন হয়।

বিহারপ্রদেশের সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ নোঙ্গরা বোধ করি পৃথিবীতে কোন লোক তদ্রূপ নয়। ইহারা স্নান করে না, কাপড় কাচে না, ইহাদের গায়ে দুর্গন্ধ, ঘরবাড়ী যাহার পর নাই জঞ্জালময় অপরিষ্কার। সে দেশে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের পরিবারে ইহারাই দাই চাকরাণী। ইহাদের ছোওয়া কিছু খাইতে আমাদের ঘৃণা হয়।

বিগত আষাঢ় মাসে মহিলার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে নূতন বৎসর আরম্ভ। এপর্য্যন্ত অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকট হইতে গত বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা অবিলম্বে নিজের নিজের দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া যেন আমাদিগকে উপকৃত করেন।

বিগত ৭ই জুলাই কলেজস্কোয়ারে বয়কটের (বিলাতী বর্জ্জনের) সাংবৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বড় বড় বক্তৃতা ও মহাঘটা করিয়া রাজপথে প্রোসেশনাদি হইয়া গিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মে বর্জ্জন নাই, কেবল গ্রহণ; কোন জাতি পর নয়, সকলে আত্মীয়।

গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও নিন্দা কটূক্তির সুযোগে কলিকাতায় যুগান্তর, নবযুগ, নবশক্তি, বন্দেমাতরং সন্ধ্যা প্রভৃতি কতকগুলি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি রাজবিদ্রোহিতাসূচক লেখার জন্য যুগান্তর পত্রিকার নবযুবক সম্পাদক এক বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন কোন বিরুদ্ধ লেখার জন্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছিল, তিনি গ্রাহ্য না করিয়া পুনর্ব্বার তদ্রূপ লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য আর ক্ষমা করা হয় নাই। বিদ্রোহিতা সূচক কোন চিঠী পত্র আছে বলিয়া বন্দেমাতরং পত্রিকার ছাপাখানা পুলিশ অনুসন্ধান করিয়াছে। সেরূপ চিঠী পত্র পাওয়া যায় নাই। শ্রুত হইল গত ৯ই

জুলাই কতিপয় মহিলা ডাক্তার নীলরত্ন সরকার মহাশয়ের আবাসে সভা করিয়া যুগান্তরসম্পাদকের মাতাকে "বীরপুত্রের মাতা" "বীর প্রসবিনী" বলিয়া প্রশংসা করিয়া অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন। কুচবিহার বিবাহের ঘোরতর আন্দোলনের সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ও নিন্দাবাদের এক শেষ হইয়াছিল। সেই সময়েও ব্রাহ্মসমাজের পুরুষদিগের দ্বারা অনেক মহিলা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি সমুদায় উপেক্ষা ও ক্ষমা করিয়া চুপ করিয়াছিলেন। এক্ষণ হইতে গবর্ণমেণ্ট কি আর উপেক্ষা করিয়া চলিবেন। আইনানুসারে কাহাকে অপরাধী পাইলেই নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড বিধান করিবেন। ইংরাজি অনুকরণে বক্তৃতা ও সংবাদপত্র এই দুইটিমাত্র বাঙ্গালী পুরুষদিগের বন্দুক ও তরবারি, এই দুইই বিলাতী অস্ত্র, এদেশে পূর্ব্বে ইহা কখনও ছিল না। এই দুই অস্ত্র প্রবল প্রতাপ রাজশক্তিকে কতদূর প্রতিহত করিতে পারিবে আমরা জানি না। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সহজেই ইহার চালনা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালীদিগের ভাগ্যে পরিণামে যে কি আছে ভগবান্ জানেন। পঞ্জাবের লালা লাজপথ রায়ের নির্ব্বাসনের পর রাজবিদ্রোহিতাসূচক আন্দোলনের জন্য অজিতসিংহ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

উপায়হীন দরিদ্র বিধবাগণ অর্থকরী শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া যাহাতে নিজেদের ভরণপোষণ নিজেরা নির্ব্বাহ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী একটী বিধবাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। শুনিয়া আহ্লাদিত হওয়া গেল যে, উহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। অনেক নারীহিতৈষিণী উচ্চ পদস্থ মহিলা এই কার্য্যে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি দান করিতেছেন।

জাপানে ৬ হইতে দশ বৎসরের বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। শতকরা ৯৭ জন বালক এবং ৯১ জন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। ভারতে শতকরা ১০ জন বালক এবং ১৪৪ জনমধ্যে একজন বালিকা অধ্যয়ন করে। অর্থাৎ সহস্র জনে ১০ জন। এক পুরুষে জাপানীরা লেখাপড়া জানে এরূপ জাতিরূপে পরিণত। জাপানীরা প্রাথমিক শিক্ষার আদর জানে, এবং তজ্জন্য ব্যাকুল। অপর দিকে ভারতীয় জনসাধারণ সন্তানগণকে সাংসারিক কাজ হইতে অবসর দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। জাপানে প্রতি করদাতা শিক্ষার জন্য ১৷৷০ কর দিয়া থাকেন। ভারত অপেক্ষা এই করভার অনেক গুরুতর বটে।

বিজ্ঞাপন।

"সঙ্গীতসুধালহরী" নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক নববিধানপ্রচারকার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রায় ৩৭টি সঙ্গীত নূতন ভাবে রচিত। তন্মধ্যে জীবের প্রতি ঈশ্বরের উক্তি কয়েকটি সঙ্গীত ইহাতে ন্যস্ত হইয়াছে। মূল্য /০ এক আনা।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বঙ্গদেশে নারীশিক্ষার বিহিত প্রণালী *।

স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই শিক্ষার্থী, কিন্তু দুইয়ের শিক্ষার ভিতরে ভিন্নতা আছে। নারীগণ একত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষয়িত্রী। মৃচ্ছকটিক নাটকে কবি বলছেন, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁরা আপনা হইতেই পণ্ডিত, পুরুষেরা অনেক পুস্তক নাড়াচাড়া করে তবে পণ্ডিত হন। মানুষকে প্রথমতঃ কত দিন মাতৃক্রোড়ে থাকিতে হয়। সেখানেই তাঁহার আদিম শিক্ষা মাতা যেরূপ লালন পালন করেন, সন্তান সেইরূপে গঠিত হয়। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বিহিত উন্নত প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য স্থির হওয়া প্রয়োজন। কেবল অমনি কতকগুলি জ্ঞান লাভ করিলে কি ফল? জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, জ্ঞানেই মুক্তি, যে জ্ঞানে মুক্তি হয় সে জ্ঞান বড় দুষ্প্রাপ্য, পূর্ণজ্ঞান হওয়া চাই, সে জ্ঞান অতি অল্প লোকেই লাভ করেন। এই পৃথিবীতে জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই কর্ম্মের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক। কতকগুলি আয়োজন করে কতকগুলি বিষয় শিখে তবে মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমাদের তাঁহাকে পাইতে হবে, ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা ছেড়ে দাও, তাঁরা সেই পূর্ণজ্ঞান পেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন। এই সৃষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের পেতে হবে। জ্ঞান না হলে কর্ম্ম হয় না, একে অন্যের মুখাপেক্ষী, কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পরকে সাহায্য করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ; জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য কর্ম্মদক্ষতা লাভ করা। জ্ঞানের ত সীমা নাই, জ্ঞান অনন্ত, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি, তাহা দ্বারা সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব নয়, এই জন্য আমাদের স্থির করে নিতে হবে, কোন প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক। যে যেরূপে জীবন কাটাবে, তার উপযোগী জ্ঞান তার লাভ করিতে হবে, জ্ঞান লাভ করা অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করবার ক্ষমতা লাভ। স্ত্রীলোকদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনতা দেখা উচিত। আজ কাল পাশ্চাত্য জগতে এই একটি ভাব উঠিয়াছে যে, পুরুষেরা অন্যায় করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে দুর্ব্বল অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে। আজকাল পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। আমার এই কথা মনে হয় যাঁর

---

* বিগত ৮ই জুলাই শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যে কাজ করিতে হইবে তাঁর জন্য জ্ঞান লাভ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ইহার পর যাঁর সময় আছে তিনি বিজ্ঞান সাহিত্য গণিত যে বিষয়ে ইচ্ছা জ্ঞান অর্জ্জন করুন। আমি তাহা নিষেধ করিতেছি না, কিম্বা ইহাও বলিতেছি না যে, বিজ্ঞান গণিত শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ নাই যে, স্ত্রীলোকেরা গণিত সাহিত্য চর্চ্চা করিবে না, এমন কি বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পুরুষ নন, নারী, লীলাবতী প্রভৃতি নারীগণ এ বিষয়ে পণ্ডিত। এক খানি গণিতের পুস্তক লীলাবতীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আবার শক্তির দেবী কালী, যখন দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় কে তখন রক্ষা করিল, শিব, না শিবানী? আমাদের দেশের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এত প্রাধান্য। এগুলি যদিও আখ্যায়িকা, কিন্তু ইহার ভিতরে সত্য আছে, স্ত্রীজাতির মধ্যে শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, প্রয়োজন মত তাহার প্রকাশ হইতেছে স্ত্রীলোকেরা যত সহ্য করিতে পারেন, পুরুষেরা তত পারেন না, তাঁরা একটুতেই অধীর হয়ে পড়েন। প্রথমতঃ মেয়েদের শরীর বিষয়ে আর একটু জ্ঞান থাকা দরকার, শরীরটা বড় সামান্য নয়, শরীর না হলে কিছুই হয় না, শরীরকে যত্ন করতে হবে, শরীর যাতে ভাল থাকে তাই করতে হবে, আর মেয়েদের নিজেদের শরীরকে আর একটু যত্ন করা দরকার। যিনি রাজা তিনি উত্তম, এই জন্য সকলে রাজ ব্যবহার অনুকরণ করে। আমাদের দেশে এখন পোলাও একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য, ইহা আমরা আমাদের মুসলমান রাজার নিকট হতে শিখিয়াছি। পোলাও শব্দই বলিয়া দিতেছে, ইহা এদেশের নয়। এখন ইংরাজদের আচার ব্যবহার আমরা অনুকরণ করিতেছি বাড়ীর মেয়েদের হাতেই পরিবারের ব্যবস্থা থাকে। আমরা সকলেই অনুকরণ প্রিয়, অনুকরণ করাটা যে মন্দ তা বলিতেছি না, অনুকরণ করাই উন্নতির উপায়। অপরের যা ভাল দেখিলাম, তাই অনুকরণ করিয়া আয়ত্ত করিয়া আমি উন্নত হইলাম, কিন্তু একটু বিবেচনা করে অনুকরণ করা দরকার, আমরা ইংরাজের সব বিষয় অনুকরণ করিতে যাই, তাদের কি সবই ভাল? কোন মানুষ সম্পূর্ণ নয়, ভগবান্ কাহাকেও পূর্ণ করিয়া সৃজন করেন নাই। আমরা তাঁহাদিগকে একটী বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাই, আমাদের গরম দেশে সে জিনিষের একেবারেই প্রয়োজন নাই। একজন বড় সাহেব বলিয়াছেন, যে আমরাও সাহেব, আমাদেরও এদেশে সুরা পান করবার দরকার হয় না, গরমের দিনে একেবারেই নয়, এদেশে আট মাসই গরম। এ দেশের লোকের সুরা পান না করাই বিধেয়। তেমনি মাংসও আমাদের অপ্রয়োজনীয়, এদেশে নিরামিষ ভোজনই উচিত, তাহাতে যথেষ্ট বলাধান হইবে। মাংস খাইতে আমি নিষেধ করিতেছি না, কিন্তু যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভাল, না খাইলে কোন ক্ষতি নাই। একজন বড় সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন যে তিনি এদেশে বাস কালে সপ্তাহে এক সেরের বেশী মাংস খাইতেন না। আমার মনে হয় বাল্যকাল হতে সন্তানদিগকে

মাংস আহারের অভ্যাস না করানই ভাল, নিরামিষ আহার করিলে অনেক প্রকার রোগ হইতে বাঁচা যায়। বাল্যকাল হইতে সন্তানকে কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া দরকার, ছেলেরা অনেক সময় তাহাদের যাহা ভাল লাগে তাই খাইতে চায়, কিন্তু যাহা পুষ্টিকর তাহা খাইবার অভ্যাস করা উচিত, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা শুভকর তাহাই সুখকর। অপর পক্ষে যাহা সুখকর তাহাই যেন শুভকর হয়। ভগবানের বিধানই এই যে, যাহা সুখকর তাই শুভকর হয়, কিন্তু আমরা যদি রুচিকে খারাপ করিয়া ফেলি, তখন যাহা সুখকর তাহা শুভকর হয় না। গোড়া থেকে ছেলেদের এইরূপ শিক্ষা উচিত যে, যাহাতে গায়ে জোর হয় তাই ভাল। একটী ছেলের এক হাতে যদি রুটী অন্য হাতে রসগোল্লা থাকে, যদি একটী ভিখারী এসে খাবার চায়, সে যেন রসগোল্লাটা দিতে পারে যে ওটা খেলেত পেট ভরবে না, এইটাই ক্ষুধা দূর করিবে ও বলকারী তার মনে ইহাই হইবে, এ ভিখারী,এ কোথা হইতে ভাল খাবার পাইবে,একে রসগোল্লাটী দি, এইরূপে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের উন্নতি শিক্ষা দেওয়া দরকার। দয়া বৃত্তি উত্তেজিত করা দরকার, খাবারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা দিতে হবে। তাহা না করে আমরা খাবার সময় স্বার্থপর করব। পুস্তকে পড়াইব, দয়া করিবে, তাতে কোন ফল হয় না। মাতৃ অঙ্কে মার পাশই প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র। আর একটী কথা এই অসময়ে যখন তখন খেতে দেওয়া উচিত নয়, একটা ভাল জিনিষ পাইলেই যে খাইতে দিতে হবে তা নয়, বলিতে হইবে এখন নয়, সময় মত খাইবে। সাহেবেরা এসব বিষয়ে বড় নিয়মিত, আমরা কিন্তু ক্ষুধা বড় সহ্য করিতে পারি, ওরা তা পারে না। একদিন আমাদের একটা সভা হচ্ছে, আমার জেদ হচ্ছে যে, এ কাজটা আজ শেষ করে উঠব। খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল, একটী সাহেব বল্লেন যে, আরত পারি না। আমি বলিলাম, সাহেব তুমিত দুটার সময় খেয়েছ, আমিত সেই ৯॥ টার সময় খেয়েছি, সাহেব বলিলেন, তোমরা বাঙ্গালী তোমাদের ওসব সহ্য হয়। কিন্তু ওরা ঠিক সময় মত খায় আমাদেরও ছেলেদের সময়মত খেতে দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেদের জন্য বিলাতী বিস্কুট আনি, সে গুলি তারা নিজেদের দেশের জন্য করে, আমাদের গরম দেশে সে সব খাবার আনলে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক সময় বিস্কুটের মধ্যে পোকা হয় এগুলি না খাওয়াই ভাল। আর টিনের মধ্যে যে সব খাবার আসে সে গুলিও নষ্ট হয়ে যায়। ওদের শীতের দেশে কিছু নষ্ট হয় না, কিন্তু এদেশে গরমে শীঘ্রই খারাপ হয়।

গ্রাসের বিষয় হল; আচ্ছাদনের কথা বলি। এদেশে শীত কম, তাই কাপড়ের ব্যবহার কম, তাই বলে যে লজ্জা নাই তা নয়। শরীর ঢাকা দরকার বটে, কিন্তু তাই বলে বেশী কাপড় ব্যবহার করা ভাল নয়। আজকাল অনেকে বড় বেশী কাপড় পরান, আর সর্ব্বদা ফ্লানেল পরান, ফ্লানেল পরিলে শরীর বড় অপটু হয়। একটুতেই

ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়। ফ্লানেলটা ওদের শীতের দেশের জন্য। সর্ব্বদা জুতা পরিবারও প্রয়োজন নাই, এমন কি ওদের দেশেও সকলে পরে না, আইরলাণ্ড দেশীয় দুগ্ধব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত পদে গমনাগমন করে, তাহারা অত্যন্ত সবল সুস্থ। আমাদেরও দেখা উচিত যে, অনাবৃত পদে বেড়ান কিছু মন্দ নয়। আজকালকার মেয়েরাও আর যেন ততটা স্বাভাবিক নাই। বেশভূষাতে আচার ব্যবহার শিক্ষা করে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে, পূর্ব্বে যেমন সতেজে স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করিতেন, এখন সেরূপ নাই। আবরণ অর্থই সুন্দর, যাহা স্বাস্থ্যজনক তাহাই সুন্দর। গোড়া থেকে এই শিক্ষা দরকার। অর্থে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করা দরকার, যতটুকু বাঁচাইতে পারা যায়, ততটুকুই লাভ। তোমার যদি যথেষ্ট থাকে তবে তাহা দ্বারা তুমি অপরের সাহায্য করিতে পার। তুমি যদি মিতব্যয়িতা দ্বারা একজন লোকের দুদিনের আহারের সংস্থান করিতে পার তাহা কি সামান্য কথা? সন্তানকে ধনের অধিকারী করা অপেক্ষা চরিত্রের অধিকারী করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। পিতামাতা অতি কষ্টে যে ধন সঞ্চয় করিয়া যান, সন্তান তাহা অতি অল্প কালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া নিঃসম্বল হয়। কিন্তু যদি তাহাকে চরিত্রবান করা হইত, সে ধনের অধিকারী না হইলেও সুখে কালযাপন করিতে পারিত। মনের শিক্ষাও মার কাছে হওয়া দরকার। যে স্ত্রীলোকের অবসর আছে তিনি যদি পারেন গণিত বিজ্ঞান শিক্ষা করুন, কিন্তু মাতার পক্ষে সন্তানকে গণিত শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা নৈতিক আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যকীয়। পিতা পরম দার্শনিক হইলেও সন্তানকে চরিত্রবান্ করা কঠিন। কর্ম্মশিক্ষা মাতার নিকটেই হয়। মাতার কথা মাতার দৃষ্টান্ত সন্তানের হৃদয়ে যত প্রবিষ্ট হয়, জীবনে যত কার্য্যকরী হয়, পিতার দৃষ্টান্তে তত নয়। আমি একজন লোকের কথা বলছি, তিনি বিদ্যাশিক্ষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, পরীক্ষাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতেন, তাঁর শেষ পরীক্ষার সময়ে তিনি রাত্রি জাগিয়া, ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিতেন। কারণ সেই পরীক্ষাতে তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী একটী যুবক ছিল, উভয়েরই প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। তাঁহার মাতা একদা বলিলেন, "তুমি এরূপ পরিশ্রম সহকারে কেন পাঠ করিতেছ, শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, পরীক্ষা দিতে পারিবে না, তুমি ঐ যুবকটীর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছ, তাহা কখনও করিও না, সেও আমাদের আত্মীয়, তার হিতও আমরা চাই, এবারে না হয় তাহাকেই সর্ব্ব প্রথম হইতে দাও, তোমার আত্মোন্নতি করিতে হইবেক বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতা দুরাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিও না, আমি কেবল আজকার এই ঘটনার কথা বলিতেছি না, কিন্তু তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর চিরদিনের মত এই প্রতিদ্বন্দিতা পরিত্যাগ করিবে।" মাতার এই কথাগুলি তাঁহার অন্তরে চিরদিনের মত গ্রথিত হয়, এবং তিনি যদি ইহার পরে কখনও দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিদ্বন্দিতা দমনে সমর্থ হইয়া থাকেন,

তাহা এই মাতার শিক্ষার ফলে। সন্তানকে শিখাইতে হইবে, কেবল পেলেই সুখ হয় না, নিবৃত্তিতে সুখ আছে। মার দায়িত্ব অতি গুরুতর, তাঁর আপনাকে ভাল করিতে হবে, নিজের জন্য ও অপরের জন্য, সন্তানদের জন্য। স্ত্রীজাতির কতকগুলি স্বাভাবিক গুণ আছে, নিবৃত্তি, লজ্জাশীলতা, আপনাকে সকলের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখা, সন্তান কর্ম্মক্ষেত্রে মাতার এই সকল গুণ দেখিয়া আপনিই সেগুলি শিক্ষা করিবে। বাল্যকাল হইতে সন্তানের মনে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের ধর্ম্মসম্প্রদায় যতই ভিন্ন হউক না কেন, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। সংসারে এমন অবস্থা হয় যখন কেবল ঈশ্বরের দিকে চাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। মাতা যদি সহজ ভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা দেন, সন্তানের মনে এ জ্ঞান দৃঢ়মূল হইয়া যায়। মার কাছে কখনও কেন এরূপ জিজ্ঞাসা করে না, মা যা বলেন, অমনি গ্রহণ করে, পিতার কাছে প্রশ্ন করে, তাঁর সঙ্গে তর্ক করে। মা যদি বাল্যকাল হইতে মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, যে একজন আছেন যিনি আমাদের ভাল করবেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহা হইলে ভাল কাজ করিতে কখনও ভয় পাবে না। আমার মনে হয় মেয়েদের এই গুলিই প্রধান শিক্ষার বিষয়। যদি তাঁরা এ গুলি ছাড়া অন্য সব শেখেন, তাহা বৃথা, কিন্তু এগুলি শিক্ষা করিয়া আর অধিক কিছু না শেখেন, তাহাতে কোন দুঃখ নাই।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ সিলাই ও নানাবিধ সূচীশিল্পশিক্ষা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজন। অবস্থা অনুসারে অসহায় হইয়া পড়িলে মহিলাগণ সূচীকার্য্য দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের অভাব মোচন করিতে পারেন। এই সকল উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে শ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণীর আনুকূল্যে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের অধীনে একটি মহিলাদিগের সূচীশিল্পশিক্ষাবিভাগ খোলা হইতেছে। আগামী ২৪ শে আগষ্ট শনিবার এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। সপ্তাহে এক দিন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সকল মহিলা এই সুযোগে সূচীশিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে মহিলাগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। শিক্ষার্থিণীগণকে বর্ত্তমানে বেতন বা গাড়ীভাড়া বা শিক্ষার সরঞ্জামের জন্য কিছু দিতে হইবে না।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন।
৬৪। ২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট ১৯০৭।

} শ্রীব্রজোগোপাল নিয়োগী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

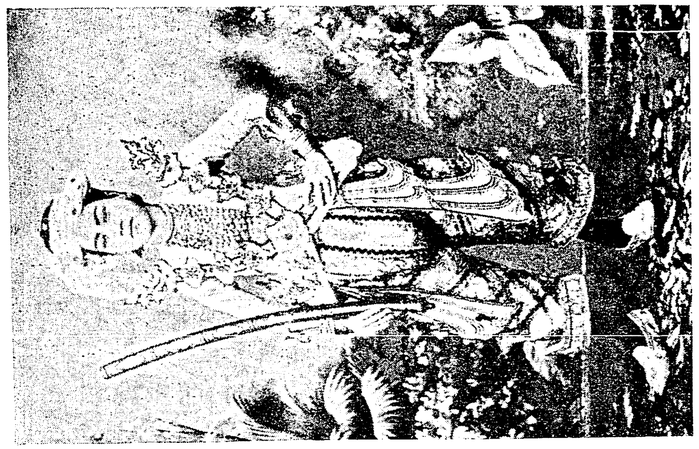

বর্ম্মাদেশীয় নর্ত্তকী । (৪৫ পৃষ্ঠা)

বর্ম্মাদেশীয় দুইটী কুমারী । (৪৪ পৃষ্ঠা)

মাসিক পত্রিকা ।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।"

১৩শ ভাগ] ভাদ্র ১৩১৪ ; সেপ্টেম্বর ১৯০৭ । [২য় সংখ্যা ।

স্ত্রীনীতিসার ।

পতি পুত্র কন্যা পরিবারস্থ অন্য আত্মীয় স্বজন যথাসময়ে ভোজন করিতে পান কি না এতদ্বিষয়ে গৃহ কর্ত্রীরবিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । পরিচারক বা পাচকের শৈথিল্য ও ত্রুটিতে বালক বালিকারা ক্ষুধার সময় খেতে পায় না, সময়ে অন্ন প্রস্তুত না পাইয়া না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া যায়, যাঁহাদের বেলা ১০টার সময় কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া যাইতে হয়, সেই সময় ডাকাডাকি করিয়া তাঁহারা অন্ন প্রাপ্ত হন না, অনেক দিন কোন কোন পরিবারে এরূপও ঘটিয়া থাকে । এরূপ হইলে প্রধানতঃ গৃহিণীর ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে । তিনি দাস দাসী ও পাচক পাচিকাদিগকে উপযুক্ত রূপে শাসন করিলে কখনও এরূপ হইতে পারে না । যথাসময়ে সকলে যাহাতে খেতে পান প্রতিদিন গৃহকর্ত্রী এরূপ ব্যবস্থা করিবেন ।

যাহাতে ব্যঞ্জনাদি উত্তমরূপে প্রস্তুত ও সুস্বাদু হয়, রন্ধনের দোষে, পাচক পাচিকাদের অমনোযোগে বিস্বাদ না হয়, ঘৃত মসলা ডাইল তরকারি ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় রন্ধনের দোষে পণ্ড হইয়া না যায়, গৃহিণী তদ্বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধান করিবেন । স্বামী ও পুত্র কন্যাদির তৃপ্তির জন্য দুই একটি ব্যঞ্জন স্বয়ং রন্ধন করিয়া দিতে পারিলে গৃহিণীর উত্তম সেবার কার্য্য হয় । আমরা বড় ঘরের গৃহিণী হইতে এতদপেক্ষা অধিক সেবা আশা করিতে পারি না ।

অনেক সভ্য পরিবারে অত্যন্ত মাংসের ঘটা হয়, গৃহে হংস কুক্কুট ও ছাগল ভেড়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে । আহারদানে সেই সকল নিরীহ পশু পক্ষীদিকে প্রতিপালন করিয়া পরে সেই প্রতিপালিত জীবগুলি কাটিয়া খাওয়া অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কার্য্য । মারিবার সময় সেই সকল আশ্রিত নির্দ্দোষ জীব যখন আর্ত্তনাদ করে তখনও কি মেয়েদের মন দয়ার্দ্র হয় না । বিধাতা মেয়েদের হৃদয়কে দয়া স্নেহাদি কোমল উপকরণে গঠন করিয়াছেন ।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে দেশোন্নতি ও নারীজাতির উন্নতি।

ন্যূনাধিক সাত শত বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষে মোসলমান রাজত্ব ছিল, মোসলমান রাজত্বের অবসানে, ১৭৫৭ সালে বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দলার মৃত্যুর পর এদেশে ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত হয়, শতাধিক বৎসর হইবে না ভারতে ইংরাজরাজত্ব দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে। এক্ষণ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত পশ্চিমে বেলুচিস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে বর্ম্মদেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ইংরাজ-রাজের শাসনাধীন, এই সমগ্র ভূভাগে ইংরাজ রাজা একচ্ছত্র রাজা। এই ইংরাজ রাজত্বে সুবিশাল ভারত রাজ্যের সকল বিষয়ে সাধারণ ভাবে কত দূর উন্নতি হইয়াছে, বিশেষ ভাবে নারীজাতির উন্নতির পথ কতদূর মুক্ত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

মোসলমান রাজত্বকালীন শাসন-প্রণালীর সঙ্গে ইংরাজ রাজত্বের শাসন-প্রণালী ও বিধি ব্যবহার তুলনা না করিলে, অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজরাজত্বে ভারত কত দূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে না। তজ্জন্য আমরা কত দূর উন্নতি না অবনতি ঘটিয়াছে তুলনা দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি।

মোসলমান রাজত্বে স্বেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী ছিল, মোসলমান সম্রাট্‌গণ কোন নিয়মবিধি আইন কানুনের অধীন ছিলেন না। তাঁহারা প্রজাশাসনে ও দণ্ড পুরস্কারাদি বিধানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আজ্ঞার উপর কাহারও কোন কথা কহিবার সাধ্য ছিল না। তাঁহাদের একজন বিচারকের বিচারই চূড়ান্ত বিচার ছিল, তাঁহার উপর আর অন্য জনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ হুমায়ুন বাদশা ভারতের সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার বিচার ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞার বৃত্তান্ত মহাপণ্ডিত রাজপারিষদ আওলফজল কৃত পারস্য ভাষায় রচিত সুবিখ্যাত আকবর-নামা গ্রন্থ হইতে এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল :—"সম্রাট্ তাহাদিগকে (বিদ্রোহীদিগকে) ধরিয়া আনিবার জন্য সহস্র লোক নিযুক্ত করিলেন. অল্প সময়ের মধ্যে সেই সকল শমনকবলিত হতভাগ্য লোকদিগকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া সম্রাট্ সন্নিধানে আনা হইল। সেই দিন মঙ্গলবার ছিল। সম্রাট্ লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া ক্রোধ ও প্রতাপের সহিত সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অপরাধিগণ দলে দলে আনীত হইতে লাগিল। সম্রাট্ প্রত্যেক দলের সম্বন্ধে তাহাদের ভাগ্যের অনুরূপ বিচারসঙ্গত আদেশ করিতে লাগিলেন, হস্ত বন্ধন করিয়া কতক লোককে পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ যুথের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া বিদলিত করা হইল; কতকগুলির মস্তক যে বিনয়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদের দেহকে মস্তকের ভার বহন হইতে মুক্ত করা হইয়াছিল; একদল লোক যে, নিজেদের

হস্ত পদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অসদ্ভাবে হস্ত ক্ষেপ করিয়াছিল তাহারা হস্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল; কতকগুলি লোক আত্মদৃষ্টি (আত্মাভিমান) বশতঃ সম্রাটের আদেশকে কর্ণগোচর করে নাই তাহাদের চক্ষু ও কর্ণ স্থানভ্রষ্ট হইল; কতিপয় লোক যে অবাধ্যতার লিপিতে অঙ্গুলি চালনা করিয়াছিল তাহাদের হস্ত-মুষ্টি অঙ্গুলিশূন্য হইয়াছিল। এইরূপ আদেশ সম্পাদিত হইলে পর সায়ংকালীন নমাজের সময় উপস্থিত হয়। সরলহৃদয় এমাম (ধর্ম্মাচার্য্য) নমাজের প্রথম রকাতে কোরাণের সূরা ভুল পড়িয়াছিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর প্রতিফলদানের জন্য সম্রাট্ আদেশ করিলেন যে, এই ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক ইঙ্গিত ক্রমে ফীল সূরা পড়িয়াছে, ইহাকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা হউক। ইহা অন্যায় আজ্ঞা হইয়াছিল, অশুভ ফল ঘটিল। মওলানা মোহম্মদ আলি নিবেদন করিয়াছিলেন যে, এই এমাম সরলহৃদয়, কোরাণের অর্থ অবগত নহে, ভুল করিয়াছে। কিন্তু যখন ক্রোধানল শিখা বিস্তার করিয়াছিল, তখন তিনি সম্রাটের ভৎর্সনা বাণী ভিন্ন উত্তরে অন্য কথা শুনিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট্ যখন এমামের সরলতা উপলব্ধি করিলেন, ক্রোধাগ্নির উদ্দীপনা শান্ত হইল, তখন অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়া যাপন করিলেন।"

এই তো বাদশার অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান ও বিচারপ্রণালী। মোসলমান ইতিবৃত্ত লেখকগণ বাদশাদিগকে "তলওনতবা" বলিয়াছেন। তলওনতবার অর্থ বিচিত্র ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার স্থিরতা নাই। তাঁহারা একজন গুরুতর অপরাধীর প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হন, তাঁহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দান করেন, এমন কি পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। আবার নিরপরাধীকে কখন কখন প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই অবস্থাতেও মোসলমানদিগের রাজ-ভক্তি কত! এইরূপ তলওনতবা বাদশাকে তাঁহারা "জেল্লাল্" ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া থাকেন। প্রতি জোম্মা বারে (শুক্রবারে) তাঁহাদের ধর্ম্ম মন্দির মস্‌জেদে বাদশার উদ্দেশ্যে রাজভক্তিসূচক খোত্‌বা পড়া হইয়া থাকে।

ইংরাজ রাজের শাসন ও বিচারপ্রণালী স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, নিয়মাধীন। সম্রাট বা রাজপ্রতিনিধি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করেন না। ফৌজদারী ও আদালতসম্বন্ধীয় বিচার বিভাগে বহু বিচারক—নানা শ্রেণীর অধস্তন ও উর্দ্ধতন আইন-কানুনাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য বিচারক নিযুক্ত। যোগ্যতানুসারে বিচারকদিগের পদোন্নতি হইয়া থাকে। বিচারক আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধিকে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দণ্ডদানাদি করিতে পারেন না। যথা আদালত অমান্য করার অপরাধে অপরাধীর ছয় মাস কারাবাস দণ্ড, সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ড পর্য্যন্ত শাস্তি আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে, বিচারপতি ইহার অতিরিক্ত দণ্ড বিধান করিতে

অক্ষম। উচিত বোধ করিলে তিনি এতদা পক্ষা লঘু দণ্ড বিধান করিতে পারেন। নিম্নতম বিচারক বিচারে অন্যায় করিয়াছেন বোধ করিলে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া যথারীতি উর্দ্ধতন বিচারকের নিকটে সুবিচারের প্রার্থী হইতে পারেন। দ্বিতীয় বিচারকের বিচারের বিরুদ্ধেও আপীল আছে, তাহার পরও আপীল আছে। বিচারার্থী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বা মোনসেফের বিচার-নিষ্পত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া মাজিষ্ট্রেট বা জজের নিকটে সুবিচারের প্রার্থী হইতে পারেন; তাঁহাদের বিচারও অমান্য করিয়া হাইকোর্টে আপীল পরে বিলাতে আপীল পর্য্যন্ত করিতে সুক্ষম। জিলার বিচারক কাহারও প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বা প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলে আবার হাইকোর্টের বিচারে সেই ব্যক্তি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে, এরূপও হয়। ইংরাজ-শাসনে কোন এক জনের বিচার চূড়ান্ত নহে। সাক্ষী প্রমাণাদির গোলযোগে বা বুদ্ধির ত্রুটিতেবিচারকের বিচারে ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বা পক্ষপাতবশতঃ তিনি অন্যায় বিচার করিতে পারেন, তজ্জন্য আবার তাঁহার উপর বিচারের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী আইনজ্ঞ উকিল বারিষ্টারগণ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষে নিযুক্ত হন, তাঁহারা বিচারকার্য্য বিচারকের মহায়তা করিয়া থাকেন। জুরি দ্বারা গুরুতর মোকদ্দমার বিচার হয়; অনেক উপযুক্ত লোক সম্মিলিত ভাবে বিচার কার্য্যের সাহায্য করেন। ইংরাজরাজকে রাজা বা রাজপ্রতিনিধির অবাধ্য হওয়া বা আজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে কেহ হস্তি-পদতলে নিক্ষিপ্ত হয় না, তদ্রূপ অপরাধীর মস্তক ছিন্ন এবং হস্ত পদ ও কর্ণ নাসিকাদি ছিন্ন হয় না, বা নমাজ পড়িতে কোরাণের অধ্যায়বিশেষ পাঠে ভুল করাতে এমামকে (ধর্ম্মাচার্য্যকে) হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইতে হয় না। ইংরাজ রাজা সচরাচর স্বয়ং বিচার করেন না, তাঁহার নিয়োজিত বিচারকগণ বিচার করিয়া থাকেন।

মোসলমান রাজত্বকালে ভারতের সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা ছিল, সমরানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিত। মোসলমান সম্রাটগণ রাজধাণী দিল্লী বা আগরা নগরে বৎসরের মধ্যে অল্প দিনই স্থিতি করিতেন, রাজ্যের নানা স্থানে বিপ্লব ও অত্যাচার ঘটিত, অত্যাচারীদিগকে শাসন ও দমন করিবার জন্য রাজধানী ছাড়িয়া তাঁহারা সসৈন্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাত্রা করিতেন। সম্রাট্ হোমায়ুন, তৎপুত্র আকবর ও তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল হইতে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সকল একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তওয়ারিখ আকবরী ও তওয়ারিখ জাহাঙ্গিরী নামক আকবর ও জাহাঙ্গির বাদশার রাজত্বের ইতিবৃত্ত এ বিষয়ের পূর্ণ সাক্ষ্য দান করে। জাহাঙ্গিরের বাদশা নিজের পুত্র ও আত্মীয়দিগকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া এক একটি হিন্দুরাজ্য আক্রমণ ও জয় করিবার জন্য সসৈন্যে পাঠাইতেন,

নিজেও যুদ্ধযাত্রা করিতেন। মোসলমান সেনাগণ প্রলয়ের ঝড়ের ন্যায় হিন্দুরাজ্য সকলকে আক্রমণ করিয়া উচ্ছেদ সাধন করিত, ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাদিগের কি সাধ্য যে, সম্রাটের প্রবল পরাক্রান্ত বাহিনীকে বাধা দিয়া রাজ্য রক্ষা করেন। অনেকে আত্ম-নমর্পণ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন, বা সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ দান করিয়াছেন। বিজয়ী মোসলমান সেনাগণ রাজ্যের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, তাহাদের তীক্ষ্ণ করবালের আঘাতে সহস্র সহস্র লোকের শোণিতে দেশ প্লাবিত হইয়াছে; হিন্দু দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি সকল তাহাদের দৌরাত্ম্যে বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ-মহিষী রাজকন্যাগণ এবং অন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দুরমণীগণ সতীত্বের বিলোপ হইবে ভয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবনাহুতি দান করিয়াছেন। এইরূপ পরাজিত হিন্দু-রাজ্যের সহস্র সহস্র রমণী অগ্নিকুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। বিজেতা সেনাপতি বা সম্রাটের অন্য কোন আত্মীয় সেই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। সম্রাট্ আওরঙ্গ জেব আলমগির ইত্যাদির রাজত্বকালে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সচরাচর ঘটিয়াছে। আমরা মোগল সম্রাট্ হোমায়ুন, আকবর ও জাহাঙ্গির বাদশার রাজত্যের অরাজকতার কাহিনী যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। ইহারা তিন জন পিতা পুত্র পৌত্র ছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গির দাক্ষিণাত্যের এক হিন্দুরাজ্য জয় করিয়া বিজিত হিন্দুদিগকে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দান করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রধান দেবালয়ের দ্বারদেশে গোবধ করিয়া দেবালয়টিকে গো শোনিতে প্লাবিত করিয়াছিলেন।

এ দেশের বর্ত্তমান হিন্দুগণ আর্য্য জাতির বংশধর, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আর্য্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বিজেতা মোসলমানগণ পরাজিত এই আর্য্য জাতিকে বিদ্বেষবশতঃ "হিন্দু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু শব্দ পাওয়া যায় না। মহাপণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দু শব্দের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি আর্য্য নামে পরিচয় দান করিতেন। প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধান গেয়াসোল্লাগাতে হিন্দু শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে, "হিন্দু শব্দ পারস্য দেশের প্রচলিত ভাষায় চোর, ডাকাত এবং গোলাম বুঝাইয়া থাকে।" অতএব হিন্দু শব্দ সম্মানসূচক নহে, অতিশয় অবজ্ঞা ও অপমানসূচক, অনেক হিন্দু তাহা সম্মানসূচক মনেকরিয়া সেই নামে পরিচয় দান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ইহা মহাভ্রান্তি, তাঁহাদের পক্ষে আর্য্যনামে পরিচিত হওয়া শ্রেয়ঃ। হিন্দুস্থান অর্থে গোলাম বা চোর ডাকাতের দেশ। যাহা হউক সম্রাট্ আকবর হিন্দুবিরোধী ছিলেম না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলিতে যত্নবান্ ছিলেন। উক্ত সম্রাট্ রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর ও যোদপুর রাজ্যের রাজ কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া

সেই দুইরাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কুটুম্বিতাদি কারণে রাজপুতনার অনেক গুলি হিন্দু রাজ্য বিলুপ্ত হয় নাই।

মোসলমান রাজাদের রাজত্ব কালে সুশাসনের অভাবে ভারতের সর্ব্বত্র চোর দস্যুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। চুরি ডাকাতি লুণ্ঠন অত্যাচারের কখনও বিরাম ছিল না। দুষ্ট লোকদিগের হস্ত হইতে ধন সম্পত্তি জীবন রক্ষা করা দুষ্কর ব্যাপার ছিল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের প্রশস্ত পথ প্রায় ছিল না, যানবাহনাদির সুবিধা ছিল না, গোযানে এবং বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলে এক্কাযানে এবং বর্ষাকালে বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র নৌকায় অতি কষ্টে লোকে স্থানান্তরে গমনাগমন করিত, অন্য উপায় ছিল না। সচরাচর লোকে পদব্রজে দূরতর দেশে গমনে বাধ্য হইত। অনেকে পথে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত। নানা ভয় বিভিষিকা ও অসুবিধাবশতঃ নিতান্ত বাধ্য না হইলে কেহ গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইত না। সেই সময়ে প্রায় সকলেই গৃহবাসী ছিলেন। এক্ষণ কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকট আশ্রয় করিয়া ১৬। ১৭ ঘণ্টার মধ্যে সামান্য ব্যয়ে অতি সহজে নির্ব্বিঘ্নে একজন বালক বা বালিকা কাশীধামে চলিয়া যায়, এমন কি ৫। ৭ দিনের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিতে পারে। সেই সময়ে পথের দুর্গমতাদি কারণে মহাকষ্টে এক মাসেও কেহ কাশীতে যাইতে পারিত না। অনেক তীর্থযাত্রিক পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত বা প্রাণ হারাইত। ঢাকা জিলার পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক ত্রিশ মাইল দূরে পাঁচদোনা নামক পল্লী আমাদের জন্মস্থান। পাঁচদোনা হইতে ঢাকায় যাইবার পথ ৩০ মাইলের মধ্যে ৮। ১০ মাইল অন্তর তিনটি ডাকাতের থানা ছিল। এই তিনটি ডাকাতের থানা পার হইয়া ঢাকায় যাওয়া মহাভাগ্যের ফল ছিল। জলপথে যাইতে হইলে বুড়ীগঙ্গা নদীর নিম্নস্থিত চরে বিপদের আশঙ্কা ছিল, সে স্থানে নৌকা আক্রমণ করিবার জন্য দস্যুগণ দলবদ্ধ হইত। গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত কেহ ঢাকা নগরে যাইবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইত না। কোন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া যাত্রা করিলে পুনর্ব্বার গৃহে ফিরিয়া আসিবে কি না ভাবিয়া আত্মীয় কুটুম্বেরা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় দান করিতেন। মোসলমান রাজত্ব কালে নির্ম্মিত আমাদের বাসগৃহ পুরাতন ইষ্টকালয়। উক্ত গৃহের এক প্রান্তে অন্ধকারাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র কুঠরী বিদ্যমান, এক্ষণ ভূমিকম্পে তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত। কুঠরীর সঙ্কীর্ণ দ্বার প্রাচীরের মূলে, সরীসৃপের ন্যায় অধোমুখে গলিয়া সেই দ্বার দিয়া দিবাভাগেও দীপহস্তে প্রবেশ করিতে হইত। তাহার নাম চোর কুঠরী। চোর দস্যুর ভয়ে সেই অন্ধকারাকীর্ণ কুঠরীতে কাঁসা পিত্তলাদির বাসন পত্র রাখা যাইত। উহার অভ্যন্তর প্রাচীরের ভিতরে অলঙ্কার এবং টাকা পয়সাদি লুকাইয়া রাখিবার স্থান ছিল। বাহির হইতে সেই স্থান সহজে কেহ টের পাইত না। ইহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইবে তখন চোর ডাকাতের ভয় কেমন প্রবল ছিল। রাত্রিকালে দস্যুভয়ে সকলে কম্পিত থাকিতেন। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিয়াও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করা দুষ্কর ব্যাপার ছিল। দুষ্ট লোক হইতে আত্মরক্ষার জন্য তরবারি বঁড়শাদি অস্ত্র শস্ত্র সকলের ঘরে রক্ষিত হইত। এইরূপ ভারতবর্ষের সকল স্থানে ঘোরতর দুঃখ ও অন্ধকারের অবস্থা ছিল। আমাদের দেশের দয়ারাম মায়ারামনামক দয়ামায়া-শূন্য অতি নৃশংস দুরাচার দুই ভাই দস্যুদলপতি ছিল। তাহাদের অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন হইতেছিল; তাহারা কিছুতেই শাসিত হইতেছিল না। ডাকাতের সরদারী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক লোক বড়মানুষ হইয়াছিল।

সেই এক দিন ছিল, আর আজ এক দিন। সেই ঘন অন্ধকার আর নাই, সুদিন সুপ্রভাত। প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দিন নাই, দস্যু দুর্ব্বৃত্ত লোক সকল সুশাসিত, হিমাচল হইতে সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যে শান্তি বিরাজিত। কোন দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত মস্তক উত্তোলন করিলেই দণ্ডিত ও শাসিত হয়। অত্যাচারী রাজা জমিদারগণ ব্রিটীশ সিংহের ভয়ে মেষের ন্যায় শান্ত। ভারতসাম্রাজ্যের সকল স্থান জালের ন্যায় রেলওয়ে ঘেরিয়া আছে, গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তার প্রসারিত, দূরতর প্রদেশে অল্প সময়ের মধ্যে চিঠী পত্রাদি প্রেরণের কত সুবিধা! একটি পয়সা ব্যয় করিলে ভারতের সীমান্ত প্রদেশবাসী বন্ধুর নিকটে অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা যায়। স্থানে স্থানে বিচারালয় ও পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত। বিচারকদের সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। কোন অত্যাচার ও বিপ্লব ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের উপায় হয়। ভারত সাম্রাজ্যে বহুকাল যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই নাই। ১৮৫৭ সালে ইংরাজ রাজাধীন হিন্দুস্থানী সমুদায় সিপাহী দুর্ম্মতিবশতঃ মিথ্যা হুজুকে পড়িয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহারা ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সিপাহিগণ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর মিরট, আরা প্রভৃতি নগর অধিকার করিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিল। বিঠোরের নানা সাহেব, ভোজপুরের রাজা কুমার সিংহ এবং দিল্লীর রাজ্যচ্যুত বাদশা বাহাদুরশা সিপাহীদিগের পুষ্টিপোষক হইয়া রাজ্য বিভাগ করিয়া লইতেছিলেন। নানা সাহেবের দৌরাত্ম্যে কাণপুর নগর নির্দ্দোষ ইংরাজ রমণী এবং বালক বালিকার রক্তে প্লাবিত হইয়াছিল। তখন কোথাও রেলওয়ে টেলিগ্রাফ বিস্তার হয় নাই, স্থানে স্থানে অস্ত্রসস্ত্রধারী সহস্র সহস্র বিদ্রোহী সিপাহীদিগের থানা, পথ দুর্গম, অধীনস্থ সমুদায় হিন্দুস্থানী সিপাহী শত্রু, দূর দেশ হইতে সৈন্য আনয়ন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করা ইংরাজ রাজের পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল, তথাপি ব্রিটিস সিংহের দুর্জ্জয় প্রতাপে অচির কাল মধ্যে সমুদায় বিদ্রোহী নির্ম্মূল হইল। কোথায়

গেলেন অত্যাচারী নাসা সাহেব, কোথায় বা ভোজপুরের রাজত্ব লোলুপকুমার সিংহ, তোপের গোলায় তাহাদের প্রাসাদাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। হতভাগ্য দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শা নির্ব্বাসিত হইলেন। অপহৃত সমস্ত নগর ও প্রদেশ অচিরে ইংরাজাধিকৃত হইল। যাহারা বিদ্রোহিদের সহায়তা ও পোষকতা করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা উদ্বন্ধন দণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার হইল।

ভারত সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজগণ ইংরাজ রাজের ভয়ে পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছাচারী হইয়া চলিতে পারেন না, তাঁহাদের রাজ্যশাসনে মহা ত্রুটি ঘটিলে, বিষম অশান্তি ও অত্যাচার হইলে তাঁহারা শাসিত হন, তাঁহাদের কেহ স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাসন উপেক্ষা করিয়া চলিলে রাজ্যচ্যুত পর্য্যন্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার বংশের কোন উপযুক্ত আত্মীয় রাজ্যের অধিকারী হন। মোসলমান রাজারা যেমন আপনার সজাতি কোন আত্মীয় কুটুম্বকে রাজ্যচ্যুত হিন্দুরাজার পদে অভিষিক্ত করিতেন, ইংরাজ রাজা কোন বিশেষ ইংরাজকে রাজ্য দান করেন না। ইংরাজরাজ অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন হিন্দু রাজাদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাদিগকে বয়ঃপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সযত্নে লালন পালন ও শিক্ষাদান এবং অভিভাবকরূপে তাঁহাদের রাজ্যশাসন সংরক্ষণ করেন, মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা এবং কুচবিহারের মহারাজ যখন উপযুক্ত অভিভাবকবিহীন নাবালক ছিলেন তখন ইংরাজ রাজ তাঁহাদের প্রকৃত অভিভাবক হইয়া সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের সমস্ত রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র কলেজ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের মধ্যে অনেকের শাসন কার্য্যে ব্যক্তিগত ভাবে যে মহাত্রুটি হইতেছে না, অনেকে যে অত্যাচার করেন না ইহা আমরা স্বীকার করি না। সাধারণতঃ দেখিতে হইবে তাঁহাদের রাজ্যশাসনে যে ভারতের কত অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধি কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোসলমান শাসনের সঙ্গে তুলনা করিলে রাত্রি দিবার ন্যায় প্রভেদ। কোন্ সবল হৃদয় ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে পারে। "ইংরাজ শালারা আমাদের দেশকে উৎসন্ন করিল।" ইহা অর্ব্বাচীন লোকের কথা। মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলেচ্ছায় এ দেশের মঙ্গলের জন্য ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকমাত্র ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা মোসলমান রাজাদিগের বিদ্বেষী নহি, তাঁহাদের শাসনপ্রণালীর নিন্দা করার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা যায় নাই। তবে পূর্ব্বতন শাসন যুগ আর বর্ত্তমান শাসনযুগে যে কত প্রভেদ বর্ত্তমান শাসনযুগে যে কত উন্নতি বর্ত্তমান বিপ্লবে এবং ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনার সময় কিছু বলা আবশ্যক হইয়াছে, তজ্জন্যই বলিতে হইল, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুরে একদল গুণ্ডা

মোসলমান হিন্দুদিগের প্রতি এবং হিন্দু নারীজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা ইংরাজগভর্ণমেণ্টের কুচক্রে পড়িয়া এরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, এপ্রকার কথা রটনা করা কিরূপ অর্ব্বাচীনের কার্য্য। গবর্ণমেণ্ট এরূপ নীচ ও কাপুরুষের কার্য্য করিতে পারেন, হিন্দুরমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে কুমন্ত্রণা দান করেন, যাহারা বলিতে পারে তাহারা যে কিরূপ ধাতুর লোক বুঝিয়া উঠা যায় না। যদি তাহাই হইত তবে গবর্ণমেণ্ট অপরাধীদিগকে গুরুতর শাস্তি দান করিয়া অচিরে শান্তি স্থাপন করিলেন কেন? দণ্ডবিধানের জন্য Special Court পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট আগামীতে আলোচ্য।

একটী বিহারী বড়লোকের মেয়ে।

এক সময়ে আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ নববিধান গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু চীন ও জাপানে ইহার সমাদর হওয়া অসম্ভব হইবে না। আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে যে উচ্চ ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি লাভ হওয়া সম্ভব হইতেছে না, সে উচ্চ ধর্ম্ম অকর্ষিত। হিন্দু মহিলার ভিতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে দেখিলে যে আমাদিগকে অবনত মস্তক হইতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কয়েক মাস হইতে বিহারের কোন ধনাঢ্য পরিবারের এক সধবা কন্যা আমাদিগের অতি নিকটে বাস করিতেছেন। এই ধনাঢ্য পরিবারের বার্ষিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। এই পরিবারও এতদঞ্চলে রাজপরিবার বলিয়া বিখ্যাত। এক জন উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজ কর্ম্মচারী এই প্রকাণ্ড ষ্টেটের ম্যানেজার। এদেশে সেই পরিবার ও কন্যার নামোল্লেখ আপত্তিজনক হওয়া সম্ভব মনে করিয়া পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। ইহার গুণের পরিচয়ই আমাদিগের আলোচ্য। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সময়ে আমাদিগের মহিলাদলে একটা বিলাসশূন্যতা ও বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। আহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর ত্যাগ করা ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইঁহাদের মুখচ্ছবিতে বৈরাগ্যের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। হায়! এখন সে প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আজ যে বিহারী ধনী পরিবারের কন্যার কাহিনী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তাঁহার উচ্চ বৈরাগ্য কি আমাদের পরিবারের শিক্ষণীয় বিষয় নহে? প্রভূত ধনরাশি অসঙ্খ্য দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া যে একটী সধবা নব যুবতী বৈরাগিণীর ন্যায় বাস করেন ইহা কি একটা স্বর্গীয় দৃশ্য নহে? আমাদের পরিবারের মেয়েরা এক দিন তাঁহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। বড় লোকের মেয়ে স্বর্ণালঙ্কার ছাড়িয়া সামান্য পরিধেয় পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিয়াছিলেন যে, "বেশভূষা করিয়া কি হইবে, এ সমুদায় কি

সঙ্গে যাইবে ?” জীবের প্রতিও তাঁহার অদ্ভুত দয়া। তিনি যখন যেখানে থাকেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বিড়াল ও কুকুর নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বাস করিতে থাকে। এই বিড়াল ও কুকুরদিগের সেবার জন্য আহার ও দাস দাসীর বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এই পোষিত জন্তুগুলি তাঁহার বিলাসের বস্তু নহে। তিনি বলেন, যে সকল বিড়াল কুকুরকে অন্য লোকে রাখে না, তিনি তাহাদিগকে রাখিয়া থাকেন। পথের জীর্ণ শীর্ণ বিড়াল কুকুর আসিয়া তাঁহার পশুশালা পূর্ণ হইতে থাকে। একদিন তিনি আমাদের ছোট ছোট মেয়েদেরে আহ্বান করিয়া মিষ্টান্নাদি খাওইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভিতরে যে গুপ্ত বৈরাগ্য বাস করিতেছে ভবিষ্যৎ তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে। তাই বলিতেছি, আমাদিগের কর্ষিত ও মার্জ্জিত দলে ও আমাদের শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে যে উচ্চ বৈরাগ্য স্থান পাইল না একটী হিন্দু পরিবারের অল্প শিক্ষিতা ও ধনশালিনী কন্যার ভিতরে সেই বৈরাগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। হায়! আমাদের হঠকারিতাপ্রিয়া যুবতী মহিলাগণ আবার বিলাত যাইবার জন্য ব্যস্ত। ভারতের বৈরাগ্যপ্রধান ভূমিতে যাঁহাদের ভিতর বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা চলিতেছে, আর সেই পাশ্চাত্য বিলাসিতাপূর্ণ সাগরপারের মহিলাদিগের সংস্পর্শে আসিলে যে তাঁহাদের কি দশা উপস্থিত হইতে পারে। কোথায় আমাদিগের একটা বৈরাগী বৈরাগিণীর দল প্রস্তুত হইবে, না একটা বিলাসী বিলাসিনীর দল প্রস্তুত হইতেছে।

G. P. M.

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ—রেঙ্গুণ নগর।

বিগত ২৭শে ফাল্গুন ফিয়ু হইতে রেঙ্গুণ নগরে যাত্রা করা যায়। রেঙ্গুণে যাইয়া দেবী পুষ্পমালার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পীনমানাতে অবস্থান কালে আমরা রেঙ্গুণপ্রবাসী ব্রাহ্ম যুবা প্রীতিভাজন ডাক্তার শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার মজুমদারের আগ্রহপূর্ণ ক্রমে দুই খানা পত্র তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার আবাসে স্থিতি করিবার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাঁহার অনুরোধবশতঃ পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা যায়। ফিয়ু নগর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সেই দিবস সায়ংকালে আমাদিগকে প্রতীক্ষা-করিবার জন্য তারযোগে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়। প্রিয় বিনয় ফিয়ু ষ্টেশনে বেলা ১০টার গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইয়া দিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া যান।

বর্ম্মদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী নগর রেঙ্গুণ হইতে প্রাচীন রাজধানী মেণ্ডালয় নগর অতিক্রম করিয়া তাহারও বহু দূরে পূর্ব্ব সীমান্তর্গত স্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তার হইয়াছে। এক্ষণ এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যাত্রিকদিগের গমনাগমনে কোন অসুবিধা ও কষ্ট নাই। পূর্ব্বে বর্ম্মদেশে স্থলপথে গমনাগমন দুঃসাধ্য

ব্যাপার ছিল। পথ দুর্গম, বহু স্থান অরণ্যাকীর্ণ এবং সর্ব্বত্র দস্যু-ভয় ছিল। সে দেশের দস্যুগণ বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া পথিকদিগকে মারিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যাইত, গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিত। এক্ষণ ইংরাজশাসনে ও রেলওয়ে বিস্তার হওয়াতে দস্যুভয় প্রশমিত হইয়াছে। তথাপি তাহাদের দৌরাত্ম্য একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। পীনমানাতে অবস্থান কালে এরূপ জনরব শুনিতে পাওয়া গেল যে, একদল বন্দুকধারী দস্যু পীনমানা নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতেছে, তৎ শ্রবণে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে গবর্ণমেণ্টের আদেশে এক দল পুলিশ সৈন্য নগররক্ষা ও দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। দস্যুদল ভয় পাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহারা নগরের অদূরে আসিয়াছিল, তথা হইতে পলায়ন করে। পূর্ব্বে রেঙ্গুণ হইতে যাত্রিকগণ জলপথে মেণ্ডালয় ইত্যাদি স্থানে গমন করিত, ঐরাবতী নদীর স্রোত অতিক্রম করিয়া নৌকারোহণে যাইতে মাসাবধি কাল ব্যয় হইত। সে পথও নিরাপদ ছিল না, স্থানে স্থানে দস্যু তস্করের ভয় ছিল। এক্ষণ দ্রুতগতি বাষ্পীয়পোত যাত্রিকদিগকে রেঙ্গুণ হইতে সত্বর নিরাপদে মেণ্ডালয়ে পঁহুছাইয়া থাকে।

ফিয়ু নগর হইতে রেঙ্গুণে গমন কালে প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে পর্ব্বতাকার পুঞ্জীভূত সারি সারি ধান্যের বস্তা নয়নগোচর হইয়াছিল। সেই সকল ধান্য রেঙ্গুণে প্রেরিত হইবে, তথায় কলে চাউল প্রস্তুত হইবে। ষ্টেশন মাষ্টার মালগাড়ী যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। রেঙ্গুণে ইংরাজ ও জর্ম্মণ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় কোম্পানীর বড় বড় ৯টা চাউলের কল আছে। এক একটা কলে প্রতিদিন তিন হাজার বস্তা ধানের চাউল প্রস্তুত হয়। এক এক বস্তায় দুই মণ ত্রিশ সের ধান থাকে। চিনেম্যান ও বর্ম্মদেশীয় লোকদিগেরও কয়েকটি ছোট ছোট কল আছে। কিন্তু বাঙ্গালীর একটীও নাই, বাঙ্গালীর কেবল সগর্ব্ব বক্তৃতা ও নিন্দা কটূক্তি আছে। এক একটা Rice Millএ হাজার হাজার দেশীয় শ্রমজীবী লোক কাজ করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার তিনটা Rice Mill এর ডাক্তার, এক এক শত টাকা করিয়া তিনটি কলে তিন শত টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় রেঙ্গুণের চাউল আমাদের দেশকে রক্ষা করিয়াছে, নচেৎ অন্নাভাবে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত। যখন ঢাকার জিলায় ভীষণ বন্যায় শস্য সমূলে নষ্ট হওয়াতে ১০।১২ টাকাতেও এক মণ চাউল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্ট বর্ম্মা হইতে ষাট হাজার মণ চাউল নারায়ণগঞ্জে পাঠাইয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন, ক্রমে বর্ম্মদেশে হইতে আরও হাজার ২ মণ চাউল আনাইলেন, তাহাতে দেশ রক্ষা পাইল। আমরা জানি ঢাকায়

জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনার রিলিফ কার্য্যে জিলার মাজিষ্ট্রট অতিশয় সদয়ব্যবহার করিয়া ছিলেন। স্বয়ং তথায় যাইয়া সমুদায় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিয়াছেন।

বিদেশে বর্ম্মদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউলের রপ্তানি হয়। বিদেশী বণিক্‌গণ জাহাজ বোঝাই করিয়া মূল্যবান সেগুন কাঠও তথা হইতে নানা দেশে প্রেরণ করিত, এক্ষণ সেগুন বন এক প্রকার নিঃশেষিত হইয়াছে। সেদেশে পর্য্যাপ্ত ইক্ষু জন্মে, তথা হইতে নানা স্থানে গুড়ের রপ্তানি হয়, তালের গুড়ও সেদেশে পাওয়া যায়, কিন্তু খর্জ্জুর তরু তথায় বিরল। খেজুর গাছ থাকিলেও তাহা হইতে রস উৎপাদন করিয়া গুড় প্রস্তুত করার প্রণালী সেদেশের লোকেরা জানে না। কেরসিন তৈল ও মেটে তৈলের খনি এবং কয়লার খনি সেদেশে আছে। ভূগর্ভে অন্য নানা প্রকার মূল্যবান্ সামগ্রীর খনি আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্ম্মদেশের সমুদায় ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের খাস অধিকারে। তথায় বঙ্গদেশের ন্যায় জমীদার তালুকদার নাই।

বর্ম্মদেশীয় নরনারীদিগের প্রিয় খাদ্য নপ্পি কিরূপ বস্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার বর্ণনা করিয়াছি। রেঙ্গুণ নগরের নাতি দূরস্থ একটি ষ্টেশনে বর্ম্মদেশীয় একটি সম্ভ্রান্ত পুরুষ আমরা যে কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রসহ সেখানে প্রবেশ করিয়া আমাদের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। দুর্গন্ধের জন্য আমাদের নাসিকা রন্ধ্র চাপিয়া রাখা আবশ্যক হইয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি নপ্পি সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উক্ত ভদ্রলোক একটি পাত্রের আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করিলেন। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইল যে, কয়েকটি আস্ত সিঙ্গী মাছ পোড়া রহিয়াছে। শুষ্ক সিঙ্গী মাছ গুলিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সযত্নে রাখা হইয়াছে, এরূপ বোধ হইল। তখন ভদ্রলোকটি তাহার ভিতর হইতে একটি সিঙ্গী মাছ উঠাইয়া তাহার লাজ হইতে মুড় পর্য্যন্ত সমস্ত সাদরে চিবিয়া খাইলেন; জলস্পর্শ করিলেন না, পরে একটি আস্ত তাম্বূল তাম্বূলাধার হইতে বাহির করিলেন। তাহার সঙ্গে চূণ গুবাক সংযুক্ত করিয়া চিবাইয়া খাইলেন। বোধ হইল তিনি বিকাল বেলার জল খাওয়ার কার্য্য সিঙ্গী মাছ দ্বারা সম্পাদন করিলেন। রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সহযাত্রী ছিলেন।

রেঙ্গুণ নগরের প্রান্তস্থিত পজনডাঙ্গ ষ্টেশনে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমাদিগকে অবতরণ করিতে হইল। ডাক্তর প্রসন্ন কুমার মজুমদার প্লাটফরমে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আবাসে চলিয়া যাই। তিনি ষ্টেশনের অদূরে একজন সে দেশীয় ভদ্রলোকের দারুময় দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। গৃহটি সেদেশীয় লোকের পল্লীর মধ্যেস্থলে বড় রাস্তার পার্শ্বে, অদূরেই বৃহৎ ফুঙ্গি চাঁও, সেই আশ্রমে শত শত ফুঙ্গি বাস করেন। প্রসন্ন

কুমার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে উক্ত গৃহে বাস করিয়াছিলেন, গৃহের প্রাচীরে ও কবাটে রং দেওয়া হইতেছিল, তজ্জন্য তিনি সপরিবারে অন্যত্র স্থিতি করিতে ছিলেন। আমরা তাঁহার সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই যাইয়া অবস্থিতি করি। সায়ংকালে রেঙ্গুন সেক্রেটিয়ট আফিসের অন্যতর ক্লার্ক ব্রাহ্ম যুবা বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন আসিয়া বলিলেন, "আমার গৃহে যাইয়া ভোজন করিতে হইবে।" তাঁহার আবাস প্রায় এক মাইল দূরে, ইহা শুনিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আজ বড় শ্রান্ত ক্লান্ত, অত দূরে যাইতে অক্ষম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি খাদ্য সামগ্রী এক্ষণই এখানে আনয়ন করিতেছি।" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাইল তরকারি রুটি ইত্যাদিসহ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। আমরা এই রূপ উৎকৃষ্ট রুটি বহুদিন খাইতে পাই নাই, খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হওয়া গিয়াছিল। পর দিন প্রত্যুষে প্রসন্নকুমার সপরিবারে উপস্থিত হন। বধূমাতা নব পরিণীতা, তিনি আসিয়াই গৃহের অগোছাল দ্রব্যজাত গোছাইলেন, ১২টার মধ্যে কুটন কুটিয়া রন্ধনাদি করিলেন, এবং আমাদিগকে ভোজন করাইলেন। প্রসন্ন কুমার পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী, বধূমাতারও পিত্রালয় পূর্ব্ববঙ্গে। তাঁহাদের সঙ্গে পৌর্ব্বাহ্নিক উপাসনা হইল। অপরাহ্ণে নিজের দুইটি শিশু সন্তানসহ উক্ত নগেন্দ্র বাবুর পত্নী উপস্থিত হন। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তিনি খাওয়ার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া তৃপ্ত হন নাই, আজ প্রসন্ন কুমারের গৃহে স্বহস্তে কুটন কুটিয়া রন্ধন পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য আসিয়াছেন। বধূমাতাটীর বিনয় নম্রতা ও আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও আলাপ পরিচয় ছিল না, তিনি প্রথম সাক্ষাতেই কন্যার ন্যায় ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দিনেই তাঁহার সেবা কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরের বরিবার মধ্যাহ্নে তিনি নিজগৃহে ভোজন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। টাঙ্গুতে আমরা যাইয়া যে পরিবারে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম, সে পরিবারের বধূমাতাটীকে গৃহ কর্ম্ম ও সেবাকার্য্যে দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত ব্যস্ত দেখা গিয়াছে। শৈশব প্রকৃতি প্রাপ্ত জরাজীর্ণ শ্বশুর দেবকে তিনি মায়ের মত সেবা করেন দেখিয়া আহ্লাদ হইয়াছে। তথা হইতে যাত্রা করিবার সময় রেঙ্গুণ হইতে ভাল জিনিষ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি সাদরে কয়েকটী টাকা আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

রেঙ্গুণ একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই নগরে নানা দেশের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের রাস্তা সকল পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত এবং সরল, এস্থানে আঁকা বাঁকা গলি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক রাস্তার নির্দ্দিষ্ট নম্বর আছে, নম্বর দ্বারা পথের পরিচয় হয়। কলিকাতায় যেমন রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড ইত্যাদি গলি ও রাজ-

পথের নির্দ্দিষ্ট নাম আছে, রেঙ্গুণে সেরূপ নয়। রেঙ্গুণে ১লা নম্বরের রোড, দ্বিতীয় নম্বরের রোড ইত্যাদি নম্বর দ্বারা পথ নির্দ্দিষ্ট। এখানে কাঠের বাড়ীই অধিক, সুদৃশ্য বড় বড় বাড়ী অনেক আছে। বর্ম্মের রাজধানী রেঙ্গুণ নগর, ছোটলাট সাহেব রেঙ্গুণে বাস করেন। ইলেকট্রিক্‌ট্রাম ইষ্টিম ট্রাম দুই প্রকারের ট্রাম গাড়ী চালিত হইতেছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ইষ্টীম ট্রাম শীঘ্রই রহিত হইবে। ইলেক্ট্রিট্রাম বাহুল্য রূপে চালিত হইবে। অধিকাংশ বিদেশী লোক নগরের মধ্যস্থলে বাস করে। লোক সংখ্যার আধিক্যবশতঃ রেঙ্গুণের আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

পাজনডাঙ্গ পল্লীতে সে দেশীয় লোকের বাস অধিক। আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ম্মদেশীয় রমণীগণ অসঙ্কুচিতভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া থাকে, সকল অপরিত লোকের সঙ্গে কথোপকথন করে। কিন্তু প্রসন্ন কুমারের প্রতিবেশী একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণের রীতি সেরূপ নয়। সেই পরিবারে চারিটী ভগিনী বাস করেন, সকলেই যুবতী। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই, বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। মধ্যমার বিবাহ হইয়াছে। তিনি স্বামী সেবাতে অতিশয় নিষ্ঠাবতী। জ্যেষ্ঠা অপর দুইটী ভগিনীকে সৎপাত্র পাইলে বিবাহ দিবেন এরূপ চেষ্টায় আছেন। সকল ভগিনীই গৃহে বসিয়া শিল্প কর্ম্মাদি করেন, ঘরের বাহির বড় হন না। হিন্দুরমণীদিগের ন্যায় তাঁহাদের অনেকটা সলজ্জভাব। অপর পুরুষ ঘরে আসিলে তখন কোন আত্মীয় পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে অধিক কথা কহেন না। সত্বর তাঁহাকে বিদায় দেন।

বয়ঃস্থা হওয়ার পূর্ব্বে বর্ম্মদেশীয় বালিকাদিগের কর্ণভেদ হয়, তদুপলক্ষে, বন্ধুভোজন ও বাদ্যাদি হইয়া থাকে। যতদিন কর্ণভেদ না হয় বালিকা বালকের ন্যায় কেশ কর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং ইচ্ছা মত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়ায়। কর্ণভেদ হয় নাই এরূপ দুইটী কন্যার চিত্র প্রদর্শিত হইল। ইহাদের কর্ণভেদ অতিশয় কষ্ট দায়ক, ক্রমশঃ ছিদ্র এরূপ বড় করা হয় যে, তাহার ভিতরে সহজে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করান যাইতে পারে। কর্ণভেদ হইলে উহাদের অন্যরূপ বেশ ভূষা হয়, তখন আর তাহারা কেশ কর্ত্তন করে না, দীর্ঘ কেশধারণ করিয়া মস্তকের মধ্যভাগে কবরী বন্ধন করে। অনেকে নব প্রস্ফুটিত কুসুম ও নব পল্লব দ্বারা কেহ কেহ কৃত্রিম কুসুমযোগে কবরীর শোভাবর্দ্ধন করে, আবশ্যক মতে কেশবিন্যাস করিবার জন্য অনেকে চিরুণী মস্তকের কেশগুচ্ছে রাখিয়া থাকে। সে দেশের অরণ্যে এক প্রকার কাঠ জন্মিয়া থাকে, তাহা জলসংযোগে শিলে ঘর্ষণ করিলে পিষিত শ্বেত চন্দনের ন্যায় দেখায়। বালক বালিকা যুবতী সকলেই সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য কপোলদেশে তাহা বিলেপন করিয়া থাকে। সেই বস্তুকে তালেখা বলে। তথাকার মেয়েরা তালেখার বিশেষ আদর করিয়া থাকে। বাল্য কালেই পুরুষেরা অঙ্গ

প্রত্যঙ্গে চিরজীবনের জন্য উল্কীর ছাপ গ্রহণ করে। তাহাতে কয়েক দিন বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়।

বর্ম্মদেশীয় লোকদিগের নৃত্যগীত অতিশয় অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক। নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ কিছু কিছু হইয়াছে। নাট্যাভিনয়ে নর্ত্তক ও নর্ত্তকী বিকৃত অঙ্গভঙ্গিতে লম্ফ ঝম্প করিয়া নাচিয়া থাকে, তাহাদের নাচ দেখিলে হাসি পায়। নাচের পোষাক অতিশয় আমোদজনক। একটী নর্ত্তকী বালিকার চিত্র প্রদর্শিত হইল। পাঠিকা, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন। অনেক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রোসেশনে শবের সঙ্গে নর্ত্তক করতাল বাদ্যের তালে তালে আনন্দে লম্ফ ঝম্প করিয়া নাচিতে নাচিতে শ্মশানক্ষেত্র পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। গায়কগণ অতিশয় চেঁচাইয়া গান করে, স্বরের কোনরূপ মাধুর্য্য অনুভূত হয় না। তাহারা নদীবক্ষে নৌকা চালাইয়া তারস্বরে গান করিয়া আমোদ করিয়া থাকে।

পজনডাঙ্গ পল্লীতে চেটীদের একটি বৃহৎ দেবালয় আছে। সেই দেবমন্দিরের ঠাকুর মণিময় আভরণে ভূষিত, ঠাকুর দর্শন হয় নাই, বাহির হইতে দেবালয়মাত্র দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রুত হইল প্রতিবৎসর উক্ত দেবালয়সংক্রান্ত বৃহৎ উৎসব হয়। সেই উৎসবোপলক্ষে লক্ষ দেড় লক্ষ লোকের ভোজ হইয়া থাকে। কতকগুলি কূপ খনন করিয়া ডাইল ডালনা ইত্যাদি ব্যঞ্জন দ্বারা সে সকল পূর্ণ করা হয়। দড়ী বাঁধিয়া বাল্‌তি ফেলিয়া সেই সকল কূপ হইতে ব্যঞ্জনাদি উত্তোলন করা হইয়া থাকে, পরে ভোক্তাদিগকে পরিবেশন করা হয়। সেখানে মাদ্রাজীদের একটি বৃহৎকালী বাড়ী আছে। সেই কালীবাড়ীতে সর্ব্বদা নহবত বাজিয়া থাকে।

প্রসন্নকুমারের বাড়ীর একদিকে বড় রাস্তা, অপরপার্শ্বে পেগুনদী। নদীতীরে ইতস্ততঃ সারি সারি Ricemill। নদীতে মাল বোঝাই নৌকা ও জাহাজের গমনাগমনের অভাব নাই। গৃহে বসিয়াই আমরা নদীর শোভা দর্শন করিতাম। নিশাকালে বাষ্পীয় পোত ও তরণীশ্রেণীর দীপমালায় নদীবক্ষ সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ম্মদেশীয় লোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রোসেশনের ঘটা এবং তদুপলক্ষে যে নৃত্য বাদ্যাদি হয়, লিখিয়াছি। রেঙ্গুণে যাইয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেক বড় বড় প্রোসেশন দৃষ্ট হইয়াছে। প্রসন্নকুমার ভাড়া দিয়া যাহার বাড়ীতে বাস করিতেছেন, তাঁহার উপার্জ্জনশীল উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রুত হইল তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বৃহৎ প্রেসেশনের আমোদে ১৪শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ক্রমশঃ।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

আরব সমুদ্র।

(৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৭, রবিবার।)

আজ চারি দিন হইল মাটীর মুখ আর দেখি নাই, খালি জল আর জল, ঢেউ, ফেণা, আর মেঘ আর আকাশ। মাটী যে কত সুন্দর, সমুদ্র যে কতই প্রকাণ্ড বাড়ীতে বসে ভেবে কিছুতেই ঠিক উপ-

লব্ধি হয় না। এ কথা তো অনেকদিন জানিতাম, বিলেত যেতে এত দিন লাগে, আরও শুনিতাম বিলেত তো এখন খুব শীগ্‌গিরই যাওয়া যায়, কিন্তু এই যে রাত দিন জাহাজ চলেছে আর চলেছে, আর ডেকে বসে বসে খালি দেখছি ঢেউ-এর পর ঢেউ আকাশের সীমা পর্য্যন্ত কেবল শাদা ফেণা মাথায় করে ছুটেছে, অথচ এই জলরাশির শেষ নেই, একটু খানি মাটীর দেখা নেই, এতে খালি মনে হয় সমুদ্দুরটা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, কবে এর সীমায় পৌঁছবো, কবে একটু মাটী দেখ্‌তে পাব। মাটীকে বোধ হয় কোন দিন এত প্রিয় মনে করি নি, এখন যেমন মনে হচ্চে। জন্ম থেকে মাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ, তাই মনে হয় মাটীর সঙ্গে যেন একটা নাড়ীর টান আছে, তাই একটু খানি মাটী দেখ্‌বার জন্যে মনটা এত চায়। সে যাউক, জাহাজে আছি, মন্দ নয়। গেল বেস্পতিবার ১লা আগষ্ট বেলা ৩ টেয় জাহাজে উঠেছি। কলম্ব জেটী থেকে আমার সহযাত্রী সেই বর্ম্মিজ ছেলেটী, একটী সাহেব,—তাঁর সঙ্গেও এক ট্রেণেই কলকাতা থেকে এসেছিলাম, ও আমি একখানি নৌকো করে সব জিনিষ পত্তোর নিয়ে জাহাজে এলাম। জাহাজে Cook এর লোকও উপস্থিত ছিল। জাহাজে এসে Steward কে বলে ক্যাবিন খুজে নিয়ে জিনিষ পত্তোর Cabinএ গুছিয়ে দিলাম। সব জিনিষই ক্যাবিনে সঙ্গে নিলাম। নৌকো ও কুলী ভাড়া এখানে ভয়ানক নিলো, প্রায় ৩৲ টাকা। Cabinটী আমাদের মন্দ নয়, সেই বরমিজ ছেলেটী ও আমি দুজনে এক Cabin এ থাকি। দুটী ছোট Spring এর খাট একটীর ওপর একটী যেমন ট্রেণে ওপরে বেডিং আর নিচের বেঞ্চি। খাট গুলিতে বেশ নূতন বিছানা চাদর বালিস দেওয়া। তা ছাড়া ছোট Cabin টীর ভেতরে একটী Chest of drawers একটী আয়না, wash hand stand, জলের কল, ইলেকট্রিক লাইট, ছোট একখানি বেঞ্চি, আলনা, ছোট একখানি টেবিল, সাবান তোয়ালে, কাঁচের গ্লাস কাঁচের কুঁজো, Life belts সব একেবারে Fit করা, অথচ Cabin টী হয়তো মোটে ৮ ফিট্ বা ৬ ফিট্ হ'বে। এমন সুন্দর করে গোছানো, দেখ্‌লে আহ্লাদ হয়। Cabinটী আমাদের একেবারে জলের ধারে নয় এই একটা দুঃখু। তাহ'লে বেশ সমুদ্দুরের হাওয়া বক্সে খাওয়া যেত। Pest holes না থাকায় ক্যাবেনটী বড় গরম হয়, তবে Cabinএর সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের খুবই কম, সমস্ত দিন ও রাত্তিরের অধিকাংশ সময়ই আমরা ডেকে থাকি, সেখানে খুব হাওয়া। মোট কথা, এখানে এসে ৩০৲ টাকা বেশী দিয়ে যে Cabinটী পেয়েছি এই একটা বড় ভাল হ'য়েছে, তা নইলে বড়ই অসুবিধে হ'ত। আমার জন্যে ক'লকাতায় Colis এরা যে Berth Engage ক'রে দিয়েছিল, তা open sturageএ Colamboতে ৩০৲ টাকা দিয়ে অনেক কষ্টে ঘটে, হঠাৎ ভাগ্যক্রমে

কেবিনটী পেয়েছি। Open steerage মানে খোলা জায়গা নয়, তবে একটা প্রকাণ্ড হল মতন, খুব নীচে, সেই holl এতে সারি সারি গায়ে গায়ে, উপরোপরি প্রায় ১০০ খানিক কি ১৫০ births আছে, দেওয়ালে গোটা কয়েক hook লাগানো আছে, আর কিছু নেই। আর তা ছাড়া open eteerage এ অধিকাংশই নানান দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড rough, heavy, অপরিষ্কার, ছোট লোকের আড্ডা। তাদের ইংরিজি এমন অদ্ভুৎ যে কার সাধ্য বোঝে। যা হ'ক, এইতো গেল ক্যাবিনএর কথা। তার পর খাওয়া দাওয়ার কথাও বলি, সমস্তদিনকার কাজের কথাও বলি। খুব ভোর বেলা উঠে Dressing gown পরে খালি পায়ে ডেকে আসি, তখন ডেক্ ধোয়া হয়। ডেকের উপরে ভোর বেলায় যা ভাল লাগে কি ব'লবো? সুন্দর বাতাস, আর জলের শোভার কথা তো অবর্ণনীয়। সেখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্দুরের সঙ্গে চেঁচিয়ে গান গাই, কি স্তোত্র বলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে স্নান ক'রতে যাই। স্নানের বন্দোবস্ত মন্দ নয়, তবে অনেক সময় বাথরুম খালি পাওয়া যায় না। স্নান ইত্যাদি শেষ ক'রে ক্যাবিনএ গিয়ে পোষাক পরে ডেকে আসি। সেখানে ডেক চেয়ারে ব'সে ব'সে সমুদ্দর দেখি, পড়ি, কি কারু সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। দু চার জন অষ্ট্রেলিয়ান ইংরেজের সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়েছে, তাঁরা খুব যত্ন করে কথা বলেন, এবং সন্ধে বেলা ডেকের ওপরে ছেলে মেয়েরা "কানামাছি" ইত্যাদি নানান রকমের যে সব English games খেলা করে তা বুঝিয়ে দেন। তা ছাড়া সঙ্গের সেই Burmcssটী ও Mr. Hamerseley, সেই ইংরেজ বন্ধুটী তো আছেনই। বেলা ৮টার সময় break fustএর ঘণ্টা হয়। Dining roomটী জাহাজের নিচের দিকে ইলেকট্রিক ফ্যান দেওয়া। টেবিল গুলি, চেয়ার গুলি সব মেজের সঙ্গে আঁটা, তবে Chairs গুলি ঘোরে। খেতে যে কি মাথামুণ্ড দেয় তাতো জানি না, চা রুটী এইতো চেনার ভেতর, তা ছাড়া মাংস, মাছ, পুডিং ভেজিটেবিল ইত্যাদি তো আছে, কিন্তু কি যে রাঁধে তা তো বুঝি না, রান্নার নামও জানি না, যা দেয় তাই খাই। যে ওটমিল পরিজ আগে খেতে গেলে বমি আস্‌তো, যোগাদা যা খাওয়াতে না পেরে হারমেনে গিয়ে ছিলেন, তাতো খুবই খাই, তার চেয়েও যে কত অধম কত কি খাই জানি না। ভাল লাগা না লাগা, খেতে পারা না পারা যে, কতটা মনের ওপর নির্ভর করে দেখে অবাক্ হয়েছি। খেতে হয়তো একটু কষ্ট হয়, কষ্টও না, একটু অসুবিদে হয় মাত্তোর, কিন্তু এই খাবার যদি বাড়ীতে কেউ দিত হয়তো বমি হ'য়ে যেত; অথচো জাহাজের এই রোলিং আর এই খাওয়া, কিন্তু খালি এই মনে ক'রে জাহাজে উঠেছিলাম যে, বমি হবে না, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কষ্ট মনে করবো না, তাই বোধ হয় বমিও হয়নি, খাচ্চও তো

মন্দ নয়। যাহ'ক ৮টার সময় ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আবার ডেকে আসি, সেখানে এসে আবার পড়াশুনো বেলা ১টা পর্য্যন্ত, ১টার সময় ডিনাব, ডিনাবের পর আবার ডেক ৫টা পর্য্যন্ত, ৫টার পর আবার ডেক, ৮টায় সন্ধ্যা, তার পর আবার ডেক, তার পর অনেক রাত্তিরে গিয়ে ক্যাবিনে, শোয়া। মোটামুটী এইতো ডেইলী রুটিং। সন্ধে বেলা আবার ডেকের ধারে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ধ'রে সমুদ্দুর দেখি, আপনাদের সবাই-কার কথা এক এক ক'রে মনে করি, কত কথাই মনে হয়, যে জন্যে আপনাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে, সম্মুখে আপনাদের আশাপূর্ণ হ'বার ছবি রেখে চ'লেছি, সে কথা ভাবি। শেষে একে একে সব আলো যখন অন্ধকারে ডুবে যায়, অন্ধকার এসে যখন চারি দিক একা-কার করে দেয়, তখন সকল অন্ধকার যাঁর গাম্ভীর্য্যের স্পর্শ এনে দেয়, একাকী তাঁরই আশ্রয় গ্রহণে নিরাপদ হই, শান্ত হই, ধীর ও স্থিরদৃষ্টি হই।

(ক্রমশঃ)

জাপানের বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২। তাহারা বক্তৃতায় কালক্ষেপ করে না। তাহারা প্রত্যেক বিষয় জীবন-গত কার্য্যে পরিণত করে।

৩। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি :—ভালরূপে প্রত্যেক বিষয়টি আয়ত্ত করিতে জানে, এবং স্মৃতি-শক্তি অতি প্রবল।

৪। উচ্চাভিলাষী, উন্নতিশীল, সমা-লোচন অসহিষ্ণু, এবং কোন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইবে না এই দৃঢ় সঙ্কল্প। বংশানুগত প্রথা বলিয়া প্রাচীন প্রথাতে অনুরক্ত হইয়া ভাবী উন্নতিতে বিমুখ নহে। বরং উন্নতির জন্য চিরাগত প্রথা বর্জ্জন করিতে সদা মুক্ত ভাবাপন্ন। ভারতবাসীর ন্যায় দেশাচারের দোহাই দিয়া কোন মন্দ প্রথা সমর্থন করে না।

৫। তাহারা অনুকরণ প্রিয়। কিন্তু অন্ধ ভাবে কাহারও কিছু গ্রহণ করে না। যেখানে যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করে। হিন্দুর মত দেশাচারের দোহাই দিয়া উন্নতি বিমুখ হয় না। যাহা গ্রহণ করে তাহার স্বজাতীয়ত্বের ভাবে মিশাইয়া নেয়। অথচ দেশের যাহা উৎকৃষ্ট তাহাতে খুব দৃঢ়নিষ্ঠ, তাহার এক চুলও এদিক্ ওদিক্ করে না।

৬। সদা উৎসাহপূর্ণ।

৭। সৌন্দর্য্যপ্রিয়।

৮। সদা প্রফুল্ল চিত্ত।

৯। অকৃত্রিম সৌজন্যতা :—খুব নীচু হইয়া প্রণাম করে।

১০। মুক্তহৃদয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের আধ্যা-ত্মিক দিকটার প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। সংসারাসক্তিই প্রবল। কনফুসিয়াশের ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে, কেবল নীতির ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবও তাহাদের জীবনে নৈতিক উন্নতির অনেক সহায়। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে

জাপান রমণীদের মধ্যে সতী ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাপরমণীদের সতীধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক শিথিলতা আছে।

জাপেরা বাণিজ্য এবং কলাবিদ্যার এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, ভারত কখনও তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে কুসংস্কার, অন্ধতা, অজ্ঞা-নতাসত্ত্বেও ভারতের ধর্ম্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। জাপান এবং ভারতমধ্যে আদান প্রদান হইলে উভয় জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। জাপানের জ্ঞান সভ্যতাদি যাবতীয় বাহ্যিক উন্নতি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত মিশাইয়া নিব। ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া অর্থাৎ ঈশার সঙ্গে প্রাণের মহাযোগ যত বৃদ্ধি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাপের বাহ্যিক উন্নতি ঈশ্বরের বাহিরের বিকাশরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা অন্তর বাহ্যে উন্নত হইব। ঈশার জীবনে যেমন ঈশ্বর এবং মনুষ্য সহ একত্ব জন্মি-য়াছে আমাদের জীবনেও তেমনি ঈশ্বর এবং মনুষ্যসহ একতা জন্মিবে।

জাপরমণীদের স্বদেশবাৎসল্য এত যে তাহারা সন্তানদিগকে স্তন্য দুগ্ধসহ স্বদেশের জন্য প্রাণত্যাগের লালসা জন্মাইয়া দেন। জাপের উন্নতি মূলে জাপরমণী। গত রুষিয়া সহ যুদ্ধে জাপরমণীদের স্বদেশপ্রেমের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(একজন বহুদর্শী চিকিৎসক হইতে প্রাপ্ত।)

সকল গৃহেই এরূপ দৈবিক বা আক-স্মিক ঘটনা ও রোগাদি উপস্থিত হইয়া থাকে যাহার প্রতীকার বা উপশমের জন্য তৎক্ষণাৎ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে কেবল রোগীর কষ্টবৃদ্ধি হয় এমত নহে, সময়ে সময়ে রোগ দুরারোগ্য হইয়া পড়ে, এবং কখন বা চিকিৎসক উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্পে দংশন করিলে গৃহের ছাদ বা তাদৃশ কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে, জলমগ্ন হইলে, অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, বিষপান করিলে, স্থানবিশেষে কোন কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলে এবং মূর্চ্ছা, আক্ষেপ ও বিসূচিকাদি রোগে এরূপ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য সকল গৃহিণীরই এ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কোন্ কোন্ বিশেষ ঘটনা বা রোগ উপস্থিত হইলে কিরূপ সহজ ও সামান্য চিকিৎসা দ্বারা তাহা আরোগ্য করা যাইতে পারে কিম্বা চিকিৎসককে সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিলে রোগী বা আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা বিকৃত হইবে না, মহিলার পাঠিকা-গণের বিদিতার্থে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে আমরা শরীরের উপরিস্থ আঘাত হেতু যে সমুদায় অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে এবং পরে নানা-বিধ রোগাদিসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আঘাত সচরাচর দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

১। নিষ্পেষিত বা থেঁতলান আঘাত। (Bruise)

২। ক্ষত। (Wound.)

থেঁতলান আঘাতে চর্ম্ম ছিন্ন হয় না। ক্ষতেতে চর্ম্ম এবং কখন কখন বা তন্নিম্নস্থ মাংশপেশী ও শিরা ধমনী ইত্যাদিও ছিন্ন যায়।

শরীরের কোন স্থান সামান্যরূপে বা স্বল্প স্থান ব্যাপিয়া থেঁতলাইয়া গেলে তাহাতে বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু যদি কঠিন ও বিস্তৃতরূপে থেঁতলাইয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে ও তাহাতে বেদনা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হইতে পারে। অপিচ অধিকরূপে প্রদাহ * উৎপন্ন হইয়া থেঁতলান আঘাত ক্ষতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থা নিবারণ করিবার জন্য প্রথম হইতেই থেঁতলান স্থানে শীতল জল ব্যবহার করা উচিত। আঘাত লাগিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ১০। ১৫ মিনিট কাল আহত স্থানের উপরে শীতল জলের ধারা দিবে, পরে উহাতে শীতল জলের পটী দিয়া যত ক্ষণ বেদনা বা দপদপানি থাকে অনবরত ভিজাইয়া রাখিবে। পটী অধিক মোটা করিয়া দিবে না, সচরাচর দুই পুরুর অধিক মোটা কাপড় দেওয়া উচিত নহে। এই রূপ করিলে প্রদাহ উৎপন্ন হইবে না, কিম্বা হইলেও ইহাতে তাহার আশু উপশম হইবে। যদি প্রদাহ নিবারণ হইবার পরেও আঘাত প্রাপ্ত স্থানে টিপিলে বেদনা অনুভব হয় তবে বেদনাযুক্ত স্থানে গরম জলের সেক দিবে।

ক্ষত সচরাচর তিন প্রকারের হইয়া থাকে।

১। কর্ত্তিত অর্থাৎ কাটা।

২। ছিন্ন অর্থাৎ ছেঁড়া।

৩। বিদ্ধ অর্থাৎ বেঁধা বা খোঁচা দেওয়া।

কর্ত্তিত ক্ষত ছুরি, তরবারি, বঁটি ইত্যাদি তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট অস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে।

বিদ্ধ ক্ষত ছোরা, গুপ্তি, কাঁচির অগ্র ভাগ ইত্যাদি কোন সূক্ষ্ম অগ্রভাগবিশিষ্ট ও ধারাল অস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে।

ছিন্ন ক্ষত সাসান্য ধারবিশিষ্ট উভয় প্রকার অস্ত্রের দ্বারা বা বাঁশের ও কাঠের খোচা, হুক ইত্যাদি দ্বারা হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

* স্ফীত, রক্তবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত হইয়া দপ্ দপ্ করাকে প্রদাহ বলে।

মহিলাদিগের রচনা।

দজ্জাল।

যখন মহিলার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মোসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন "কেয়ামত" "দজ্জাল" বা "পোলসেরাত" সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমারত মনে হয়, "মহিলা" যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মোসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হজরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্ব্বে এক বিধর্ম্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে, তাহার নাম 'দজ্জাল'। দজ্জালমাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে, নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যীশুখ্রীষ্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বেরও দাবী করিবে! * দজ্জালের সঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ড (নরক) একটা মনোরম উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা গর্দ্দভ থাকিবে। *এই কয়টা জিনিষ লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং দিগ্বিজয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে, এবং তাহার সহিত অর্দ্ধ খানি রুটী (অর্থাৎ অন্ন) থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদায় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী না'ই করিবে কেন? তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি নাই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে অনেক লোক দজ্জালের দলভুক্ত হইবে! হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃত পক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনি! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল ত পরে আসিবে, কিন্তু এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয়ঃ পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানতঃ দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি

* "ইসা পয়গম্বর আমি খোদার রছুল।
আমার কলেমা সবে করহ কবুল॥"
অন্যত্র
"হর ঠাঁই যাবে সেই চড়ে এক গাধা।
যারে তারে কবে আমি তোমাদের খোদা"
"কেয়ামত নামা।"
* "বড় এক আতশখানা সঙ্গে হবে তার।
দোজখ বলিয়া নাম রাখিবে তাহার॥
আর এক বাগান তার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
রাখিবে তাহার নাম বেহেস্তখানা বলে॥"

কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশ্‌তা (ইঞ্জিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা; এমন কি তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকেরা পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্ম্মের বা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা। ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জ্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম "পোল-সেরাত"। "পোলসেরাত" সেতুটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ * তাও আবার সোজা নহে—তিন স্থলে বাঁকা! সে পোল সেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রম করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা ত অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বার বার পদ-স্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে!

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ। ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; যে ফেল (faeil) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে কি? মানব-জীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে না কি? কেহ আরম্ভে, কেহ এক তৃতীয়াংশ পথে (পোল সেরাতের প্রথম মোড়ে,) কেহ অর্দ্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্য্যন্ত) অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই

* "চুল হইতে সরু যে তলওয়ার হৈতে ধার,
অন্ধকার রাত্রি হৈতে সেথা অন্ধকার॥
পোনের হাজার সাল জান সেই রাহা।
তিন বেঁক হবে তাহে এলাহির চাহা॥"

"পোনের হাজার সাল সেই রাহা," অর্থাৎ সেতুটি এত দীর্ঘ যে পদব্রজে চলিয়া উহা অতিক্রম করিতে ১৫০০০ বৎসর সময় লাগিবে!

ফেল হয়। ক্বচিৎ দুই দশ জন ভাগ্যবান্ লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাহিয়াছেন,—

"মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এছার সংসারে
কারুই পূরে না মনোবাসনা।"

এই ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে কয় জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয় জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয় জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয় জন জীবনের এক একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয় জনে জীবনের পথটা কণ্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে"! * * * * তাইত। একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

তাই বলিয়া পোল সেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্ম্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। যিনিই কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১ যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী করিবে, (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রীষ্টান?) তাহার সঙ্গে ২ অর্দ্ধেক রুটী থাকিবে *; যে রুটী থাকিবে যে দেশে সে যাইবে, সেই দেশের ৩ জলের কর্ত্তা হইবে †; (অর্থাৎ তাহার হাতে দেশের অন্ন জল থাকিবে!) ৪ পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার করায়ত্ত হইবে; ৫ এবং তাহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। মোটা মুটিত এই দেখা যায়,—১ খ্রীষ্টান দজ্জাল ২ অন্ন ৩ জল ও ৪ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং সে ৫ বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ!!

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত। ধন্য সেই ধর্ম্মগুরু (হজরত মহম্মদ), যিনি এত কথা জানিতেন! যিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন! ধন্য তিনি! অমর তিনি!!

অবশ্য আমার সাধ্য কি যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি! আমি কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! তবে বাঙ্গালা "কেয়ামত নামা" পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম। আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোন কোন অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আর যাহার মন আছে সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন। কেহ হয় ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্ব্বে তিনি যেন একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

মোলমান কন্যা
মতীচুর রচয়িত্রী।

* "সঙ্গে তার হবে আর এক আধা রুটী।
যাহাকে চাহিবে সেই রুটী দিবে বাঁটি॥"
† "আর তার তাবে হবে দেশে যত পানি।
চাহিলে না দিবে পানি বিনে পেরেশানি॥"

অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে জ্বালাতন না করিয়া দজ্জাল জলদান করিবে না।

খেদ।

ওকি শুনি অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

মনোরমা প্রিয় সখী ছেড়ে গেল মোরে,
কোথা গেলি প্রিয়তমা
কোথা গেলি মনোরমা

আয় বোন্ প্রাণ ভরে দেখিব লো তোরে।
ধরিয়ে বিকার জ্বরে
মনোরমা নিল হ'রে

ছাড়াইয়ে আত্মীয়াদি প্রতিবেশী সব,
জ্বালাইয়ে পরিজন
জ্বালাইয়ে প্রিয়জন

কোথা গেলি প্রিয় সখি ছাড়িয়ে বিভব।
পরিজন আদি স্বামী
সবারি সোহাগী তুমি

কত আদরের ধন তুমি যে সবার।
হরিষে বিষাদ ঢালি
কেন তুই চলে গেলি

আয়লো প্রাণের বোন আয়লো আবার।
এত প্রেম ভালবাসা
এত সাধ এত আশা

সবে কি ফেলিয়ে তোরে চলে গেছে ভাই?
এত দয়া এত মায়া কিছুই কি নাই?
না, না, না, প্রাণের সই
স্বর্গের বালিকা তুই

কেমনে পাপেতে ডুবি রহিবি ভূতলে,
তব উপযুক্ত স্থানে
বসি রত্ন সিংহাসনে

মাতাবি দেবের বর্গ স্বরগ মণ্ডলে।
পুণ্যময় স্বর্গধামে
মণিরত্ন সিংহাসনে

বসিয়ে বিরাজ তুমি পুণ্যময়ী মেয়ে,
স্বরগের দেবী দেবে
তোমা পানে চেয়ে রবে

জুড়াবে নয়ন তারা তোমা পানে চেয়ে।
আমরাও তব তরে
তাকাব আকাশ পরে
মাঝে মাঝে দেখা দিও বাল্য সখী বলে,
এই তো প্রার্থনা মম ব্রহ্ম পদতলে।

সংবাদ।

শ্রীশ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণীর আনুকূল্যে বিগত ২৪শে আগষ্ট শনিবার হইতে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সিলাই শিক্ষার একটি বিশেষ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছেন। মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ক্লাস খুলিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে কেহ প্রতিশনিবার অপরাহ্ণে ব্যবহার্য্য সিলাই কার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রীদিগের যাওয়া আসার গাড়ীভাড়া এবং সিলাই সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় মহারাণী যোগাইতেছেন। ভদ্রঘরের গরিব মেয়েরা সিলাইয়ের কার্য্যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের অভাব মোচন করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে এইরূপ সিলাই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিয়দ্দিন হইতে রজনীর শেষ ভাগে আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে বহু দূরে একটি অনুজ্জ্বল ধূমকেতু প্রকাশ পাইতেছে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ এরূপ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তাহার পুচ্ছ ২০ লক্ষ মাইল ব্যাপী। উক্ত পুচ্ছ তিন ভাগে বিভক্ত লক্ষিত হইয়াছে। নভোমণ্ডলে বিধাতার বিচিত্র ক্রিয়া ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার অনন্ত মহিমা, আমরা এক কণিকাও উপলব্ধি করিতে পারি না।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বিনয়, ভাবে ও কাজে। *

বিনয় বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের নিজের কোন কাজ কোর্'তে হ'লে মনে হয়, বিনয় জিনিষটা কি? এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উদয় হয়। এ প্রশ্ন যাহার অন্তরে উদয় না হয় সে কখনও বিনয়ী নহে। সকল সময়ে সকলের মনে বিনয়ের ভাব থাকা সম্ভবপর নহে, কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে মানুষের মনে, এ প্রশ্নের উদয় হইবেই হইবে। এই প্রশ্ন মনে উদয় হইলে, মনে হয় ইহার উত্তর আমরা কিছু দিতে পারি কি না? কাহারও কোন কথা না শুনে কিংবা বই না দেখে, আমরা ইহার কোন উত্তর দিতে পারি কিনা? আমরা যদি নিজের জীবনের বিষয় নিজে চিন্তা করি তবে আমাদের কি মনে হয়? ভাব ও কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাব ও কাজ এক নহে। একটা ভাব মনে এল, কিন্তু সে ভাবটা ভিতরে থাক্‌লো কি না? অর্থাৎ যে ভাবটা মনে এসেছিলো সে ভাবটার দ্বারায় কোন উপকার হোল কি না, কোন কাজে লাগে কি না? যদি বুঝি, যে ভাবটা মনে এসেছিল সেটা ভিতরে আছে, তবেই বুঝিতে পারি সেটা কাজে দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি শহর ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায়ও যাই, পাহাড় পর্ব্বতের নীচে দাঁড়াইয়া আমাদের এরূপ প্রশ্ন মনে আস্‌তে পারে যে, এটা কত বড়, ইহার কত সৌন্দর্য্য। কিংবা সমুদ্রের নিকট যাইয়া অনেকক্ষণ সমুদ্রের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে সহসা বিনয়ের ভাব আসিতে পারে। বাহিরের জিনিষের দিকে তাকাইয়া যদি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে পারি তবেই তাহাতে বিনয় বলিতে পারি। সমুদ্র পাহাড় ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করিলে মানুষের মনে সহসা বিনয়ের ভাব আসা সম্ভব। আকাশের নীচে বসিয়া খানিকক্ষণ যদি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিজের লঘুত্ব অনুভব করিতে পারি তবেই তাহাকে বিনয় বলা যাইতে পারে। এভাব সকলের মনে আসে না, কাহারও কাহারও মনে সময়ে সময়ে আসে। একজন বড় লোকের বিষয় পড়িলে কিম্বা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে সহসা বিনয়ের ভাব আসিতে পারে। সমস্ত মানবজাতি, কিম্বা মহাপুরুষদিগের মধ্যে যদি নিজের জীবনটী ছাড়িয়া দিই তবে মনে বিনয়ের ভাব আইসে। আবার যদি প্রকৃতিতে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিই, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মনটা যদি একবার ডুবাইয়া দেই, তাহার মধ্যে যদি অনন্ত ঈশ্বরের ভাবনা আইসে, তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ দেখা হয়, তখন মানুষের মনে বিনয়ের ভাব আসিবেই আসিবে। আবার যদি নিজের জীবনের বিষয় নিজে আলোচনা করি তাহা হইলে নিজের ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা ভাবিলে বিনয়ের ভাব আসে। ইহার সঙ্গে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া

* ১৭ই নবেম্বর ভাই প্রমথলাল সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যায়, এমন বড় বড় মহাপুরুষেরা কিরূপ ছিলেন তাহা যদি আলোচনা করি তবে তাঁহাদের ভিতরকার, ধর্ম্মের ভাব, দয়ার ভাব ইত্যাদি প্রকারের ভাব দেখিয়া নিজের হীনতা প্রকাশ পায়। সকল ব্যক্তিই, নিজেদের অপেক্ষা যাঁহারা বড়, তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া নিজকে ছোট মনে করেন। যাঁহারা খুব বড় লোক তাঁহারও তাঁহাদের অপেক্ষা উন্নত ব্যক্তির সহিত তুলনা করিয়া নিজকে হীন মনে করেন, সেই হীনতা দ্বারা নিজের বিনয় প্রকাশ পায়। যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত তাঁহারা সকলেই বলিতেন "আমরা কিসের বড়, আমাপেক্ষা অমুক লোক বড়, অমুকের জীবন কত উন্নত।" এইরূপে বড় বড় মহাপুরুষেরাও নিজকে কত হীন মনে করেন। যাঁহারা খুব বড় কবি তাঁহারা বলেন, আমরা কিসের কবি, আমরা খুব সামান্য, আমাদের অপেক্ষা কত বড় বড় কবি রহিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমরা তো কিছুই নই। প্যাটি নামক একজন খুব বড় কবি, তিনিও বলেছেন—আমি তো বড় কবি নই, আমাপেক্ষা কত বড় কবি আছেন। তাঁহাদের তুলনায় তো আমি কিছুই নই। যাঁহারা বড় যোদ্ধা তাঁহারাও এইরূপে নিজকে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। যীশুখ্রীষ্টকে মনে করুন, তিনি বলিতেন—আমি যা করি তা তো আমি করি না, আমার ভিতরে ঈশ্বর থাকিয়া আমা দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন। তিনি শক্তি না দিলে তো আমি কিছুই করিতে পারি না। আমার নিজের কোনই শক্তি নাই। যীশুখ্রীষ্টের পর সেণ্টপল একজন কত বড় লোক ছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নয়। সেই সেণ্টপল নিজকে দাস মনে করিতেন। তাহার পর মার্টিন লুথার বলিয়াছিলেন যে, আমি যে মৃত্যুকে ভয় করি না তাহা নহে। আমি মৃত্যুকে ভয় করি, কিন্তু সেণ্টপলের বিষয় ভাবিলে আমার মৃত্যু ভয় কোথায় চলিয়া যায়, মৃত্যুভয় আর থাকে না। তাহার পর মহম্মদের জীবন দেখিলেও মনে হয় যে তিনি অপরাপর মহাপুরুষদিগের তুলনায় নিজকে ছোট মনে করিতেন। এই সমস্ত মহাত্মারা বলিতেন যে, আমি নিজ হইতে কিছুই পাই নাই। আমি যাহা কিছু করি না কেন, সমস্তই অন্য হইতে পাইয়াছি, নিজের শক্তিতে কিছুই করি না। সমস্ত লোকদের নিকট আমাদের কত শিখিবার আছে। কোনও লোককে আমাদের ক্ষুদ্র মনে করা উচিত নয়, কারণ কাহার মনে কি ভাব আছে তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা অনন্ত ঈশ্বর বলিতে এই বুঝিতেন যে আমার সমস্তই ঈশ্বরপ্রদত্ত। আমার যাহা কিছু সমস্তই অনন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য সেণ্টপল বলিতেন যে, তোমার যে সমস্ত গুণ সমস্তই ঈশ্বর হইতে পাইয়াছ, তাঁহার কৃপা না হইলে তোমার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তোমার অহঙ্কার করিবার কি আছে? তুমি নিজকে গর্ব্বিত মনে কর কিসে? তোমার গর্ব্বের কিছুই নাই। বড় বড় মহাপুরুষদের মধ্যে বিনয়ের ভাব খুব অধিক পরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু গায়ক ও যোদ্ধাদের মধ্যে এভাব বড় একটা দেখা

যায় না, তবে কেহই যে বিনয়ী নহে তাহা নহে, খুব অল্পই বিনয়ী আছেন। বাইবেলে লেখা আছে ডেভিড খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার অনেক গুণ ছিল, কিন্তু আবার এদিকে ভয়ানক ভয়ানক দোষও ছিল, অনেক লোকে তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিত যে, লোকে ইঁহাকে সাধু বলে কিসে? অনেক দোষ থাকিলে কি হয় তাঁহার মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ ছিল। ক্যারলাইল বলেছেন যে, আমরা মানুষের দোষ দেখি ইহা বড়ই অন্যায়। আমরা কি সাধু যে, আমরা মানুষের দোষ গুণ বিচার করি? যা'র মধ্যে নিন্দা করিবার দোষ অধিক পরিমাণে আছে, সে তত ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। আমাদের কাহার মধ্যে অন্যায় নাই? আমরা সকলেই কি সব সময়ে ন্যায্য মত কাজ করিতে পারি? আমাদের সকলেরই দুর্ব্বলতা আছে, সুতরাং কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে।

ডেভিড্ রাজার জীবনের ইতিহাস যেরূপ শিক্ষাপ্রদ এরূপ অতি অল্পই আছে। তিনি বলেছেন মানুষ যখন অন্যায় বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করে, সেটা বাস্তবিকই দেবভাবের লক্ষণ। মানুষ যত কাজ করে তাহার অধিকাংশ দেবভাবে পূর্ণ। ডেভিডের দোষ দুর্ব্বলতা থাকিলেও বিনয় ও সত্যে আস্থা ছিল। তাঁহার অন্তরে সত্যের জ্যোতি ছিল। অগষ্টন প্রথমে তত সুবিধার ছিলেন না। তাঁহার মা তাঁহাকে কত শিক্ষা দিতেন, কত প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতেন, পরে তিনি কিরূপ ভাল লোক হইয়াছিলেন। সেণ্টফ্রান্স অবয়্যাসিটস্ খুব বিনয়ী ছিলেন, আর তাঁহার মধ্যে খুব ক্ষমার ভাব ছিল। তিনি বলিতেন, 'তোমাকে যদি কেহ এক গালে চড় মারে তুমি আর এক গাল পাতিয়া দিবে'। তাঁহার এই উপদেশ শুনিয়া একজন লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল,"তুমি যে বললে এক গালে মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিবে, কিন্তু তুমি কি নিজের সম্বন্ধে ইহা করিতে পার? তোমাকে মারিলে কি তুমি ঐরূপ আর এক গাল পাতিয়া দিতে পার?" তাহাতে তিনি বলিলেন,"আমি আমার নিজের সম্বন্ধে ইহা করিতে পারি কি না জানি না, কিন্তু যাহাতে এইরূপ করিতে পারি তাহার খুব চেষ্টা করিব।" তিনি এরূপ বিনয়ের ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যে, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। হাঁ পারি, কিম্বা হাঁ করিব, একথা তিনি বলিলেন না, তিনি বলিলেন,চেষ্টা করিব। ইহাতেই বোঝা যায় তাঁহার কিরূপ বিনয় ছিল। তাঁহার বিনয়ে কপটতা ছিল না। অনেকে বাহিরে এমন ভাব প্রকাশ করে সে যেন কত বিনয়ী, কিন্তু তাহার অন্তরে বাস্তবিক সেরূপ বিনয়ের ভাব নাই। ওরূপ কপট বিনয় থাকা অপেক্ষা বিনয় না থাকাও বরং ভাল, কিন্তু কপট হওয়া উচিত নহে। বিনয়ে কপটতা থাকিলে বড়ই খারাপ। বিনয়ের মধ্যে সত্য থাকা চাই, বিনয়ে কোনরূপ অসত্য থাকিবে না, সেই বিনয় যথার্থ। এইগুলি বিনয়ের লক্ষণ।

এখন বলিব যে, বিনয়ী কাজে ও ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। যে কাজ করিবে তাহাতে বিনয় থাকা চাই, এরূপ কাজ করিবে তাহাতে যেন বিনয়

থাকে। যিনি খুব ভাল গায়ক তিনি শুধু গান গাহিয়া লোককে মুগ্ধ না করিয়া নিজের বিনয়ের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করিবেন। তাঁহার মধ্যে যদি বিনয় না থাকে, যদি তিনি অহঙ্কারী হয়েন তবে লোকে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইবে না। তিনি বিনয়ী হইলে সকলেরই ভালবাসা পাইবেন। যোদ্ধা কিংবা অন্যান্য বড় বড় লোকদেরও ঠিক সেইরূপ। তাঁহারা যে মহৎ মহৎ কাজ করিবেন তাহার মধ্যে বিনয় থাকা চাই। যিনি কাজ করেন তাঁহার মধ্যে যদি বিনয় থাকে, তবে তিনি আরও কাজ করিবেন। কিছুতেই তাঁহার ক্লান্তি হইবে না। তিনি কিছুতে বিরক্ত হইবেন না। একটা কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিলে আরোও কাজ করিবার জন্য উৎসাহ হইবে, আর যাঁহার মধ্যে বিনয় নাই তিনি একটা কাজ করিয়া আর কাজ করিতে চাহেন না, সহজেই বিরক্ত হইয়া পড়েন। সমস্ত কাজেই তাহার বিরক্তি। মনে যখন যে ভাব আসিবে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে। একটা ভাব হয়তো মনে এসেছে সেটা তখনই যদি কার্য্যে পরিণত করা না হয় তবে খানিক পরেই হয়তো সে ভাবটা চলিয়া যায়, আর সেকাজ করা হয় না, সুতরাং যখন যে ভাব মনে আসিবে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। যে ভাবটা আসে তাহা জীবনে প্রকাশ না করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। একজনের মনে একটা কবিতার ভাব এলো, সে যদি তখনি সেটা না লিখিল, তবে পরে আর হয়তো তাহার সে কবিত্বের ভাব থাকিবে না, সুতরাং যাহা আসিয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল। সেই জন্য যে ভাব যখন আসিবে তাহা তখনই কার্য্যে পরিণত করিবে। যদি না কর তবে সমস্তই পণ্ড হইবে। যাঁর যে কাজ তিনি সেই কাজেই বিনয় প্রকাশ করিবেন। ইহাতে কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর নাই। এক এক সময়ে কাহারও কাহারও বেশ বিনয়ের ভাব দেখা যায়, অন্য এক সময়ে তাহার এমন একটা ভাব দেখা যায় যাহাতে মনে হয় যে তাহার মধ্যে বিনয়ের ভাব আদবেই নাই। এমন একটা স্রোতে পড়িয়াছে তাহার সে সমস্ত ভাব হয়তো একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। এরূপ ভাব দেখিলে মনে হইবে যে তাহার যাহা কিছু আসিয়াছিল সে সমস্ত মিথ্যা, কিছুই নহে। কাজ করে এটা ভাবিতে হ'বে যে "আমি বেশী কি কোরেছি, আমাকে ইহা অপেক্ষা আরও করিতে হইবে।" এইরূপ ভাব আসিলেই বিনয় প্রকাশ পায়। নেপোলিয়ন দেশ জয় ক'রে বলেছিলেন আমি এই সব দেশ জয় করে কি হয়েছি কিছুই তো হই নাই, যেমন ছিলাম সেইরূপই আছি। আরো দেশ জয় করিতে হইবে, আরো দেশ জয় করিব। বাস্তবিক দেখা যায় এইরূপ বড় বড় কাজ করে যদি খুব উৎসাহ হয়, আরো অধিক করিবার স্পৃহা যদি হয় তাহা হইলে জীবন আরো গভীর ও প্রশস্ত হয়। নেপোলিয়ন যে এত বড় লোক ছিলেন, তবুও তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি সমস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জেনারেল বরণ খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে,

তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার বিশ্বাস অতি চমৎকার ছিল। তিনি বলিতেন নেপোলিয়ন খুব দূরদর্শী ছিলেন এবং যাহা করিতেন অধিকাংশ যশের আশায়। আমি ওসব বুঝি না, আমি যশের আশায় কিছু করি না। কাজ করিয়া যাও, ফলাফল চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে বড় কাজ করিতে পারিবে না। এক জন খুব বড় রাজা ছিলেন, তিনি সমস্ত ইউরোপে রাজত্ব করিতেন, খুব খাটিতেন (প্রজাদের জন্য) তিনি নিজের দেশটা খুব ভাল ভাবে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজারা খুব সুখে থাকিত। তবুও তিনি মৃত্যু সময়ে বলিয়াছিলেন, আমি আমার প্রজাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। আমার করিবার অনেক বাকী। আশ্চর্য্য এত করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। কতদূর বিনয় তাঁহার মধ্যে ছিল।

এইরূপ বিনয় আমাদেরও থাকা চাই। সমস্ত কাজের মধ্যে যেন বিনয় থাকে। আমাদের বিনয় যেন কপট না হয়। আমরা যথার্থ বিনয়ী হইব। আমরা এজন্য ঈশ্বরের কাছে বলভিক্ষা করিব। তিনি আমাদিগকে বিনয়ী করিবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৮ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর ১৲

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর ২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর ১৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী, দুবলহাটী ২৲
„ অমলাসুন্দরী চন্দ, ময়মনসিংহ ১৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী হেমলতা দাস, বাঁটরা ২৲
„ পরিমল দেবী, মুঙ্গের ২৲
„ রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী, দুবলহাটী ২৲
„ কুসুমকুমারী পাল, ঢাকা ১৲
„ অমলাসুন্দরী চন্দ, ময়মনসিংহ ১৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, শিলচর ২৲
„ বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, বালেশ্বর ২৲
„ হরলাল শাহা, কলিকাতা ২৲

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী পরিমল দেবী, মুঙ্গের ২৲
„ সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী, নওয়াখালী ২৲
„ পুষ্পমালা দেবী, রেঙ্গুণ ২৲
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, বালেশ্বর ২৲

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] আশ্বিন ১৩১৪ ; অক্টোবর ১৯০৭। [৩য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যে পরিবারে দয়া ধর্ম্ম নাই, কেবল বিলাস আমোদ ও স্বার্থ সুখের জন্য সকলের ব্যস্ততা, ধর্ম্মার্থ ও দীনদুঃখীদের দুঃখমোচনের জন্য একটী পয়সাও ব্যয় হয় না, ধিক্ সেই পরিবার। দয়ার কার্য্যে গৃহিণী সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, ইহা প্রার্থনীয়। তাঁহার অর্থাভাব হইলে প্রাত্যহিক রন্ধনের চাউল হইতে দুইবেলা দুই একমুষ্টি চাউল একটি ভাণ্ডে রাখিয়া দিবেন, বাজার খরচের জন্য টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিলে একটী বা দুইটী পয়সা তুলিয়া রাখিবেন, মাসান্তে তাহা ধর্ম্ম-প্রচারার্থ বা দীনদরিদ্রদের সেবার জন্য দাতব্যবিভাগে অর্পণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

গৃহের দ্বারে সময়ে সময়ে দুঃখী কাঙ্গাল, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, অন্ধ, আতুর, উপস্থিত হইয়া সকাতরে নিজেদের দুঃখ দুরবস্থা জানাইয়া থাকে। তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিলে নির্দ্দয়ের কার্য্য হয়। চাউল পয়সা ও পুরাতন বস্ত্রাদি-দানে যথাশক্তি তাহাদের দুঃখদূর ও অভাব মোচনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক কর্ম্মক্ষম সুস্থ সবল লোক ভিকা-রীর বেশে ভিক্ষা করিতে আইসে, তাহা-দিগকে দান করিলে তাহাদের আলস্যে প্রশ্রয় দান করা হয়। এই রূপ ভিকা-রীকে দান করা পুণ্য নয়, পাপ ; ভিক্ষা-ব্যবসায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

বালক বালিকাদিগের দ্বারা অন্ধ আতুর খঞ্জ প্রভৃতি দয়ার পাত্রদিগকে চাউল, পয়সা ও জীর্ণ বস্ত্রাদি দান করিলে তাহাদের দয়ার বৃত্তি উত্তেজিত হয়, দান ধর্ম্ম তাহাদের অভ্যস্ত কার্য্য হইতে পারে। বালক বালিকাদের কল্যাণের জন্য এরূপ করা কর্ত্তব্য। যে গৃহিণী যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন সেই ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য তাঁহার যথাশক্তি দান করা বিধেয়। পতি এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে ধার্ম্মিকা পত্নী তাঁহাকে প্রবৃত্তি দান না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে দেশোন্নতি ও নারীজাতির উন্নতি।

২য়।

মোসলমান রাজত্বকালে ভারতের এক একটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশকে সুবা বলা হইত। যেমন সুবা বাঙ্গলা ও সুবা বিহার ইত্যাদি। এক এক সুবার জন্য এক এক জন শাসনকর্ত্তা সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তিনি "সুবাদার" (প্রদেশরক্ষক) বা "নবাব" (রাজ-প্রতিনিধি) আখ্যা লাভ করিতেন। কোন সম্ভ্রান্ত মোসলমানই সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হইতেন। অনেক স্থলে নবাবী পদ প্রাপ্তি যোগ্যতানুসারে নয়, বংশানুক্রমে হইয়াছে। সম্রাট্ আকবরের সময়ে বাঙ্গলার রাজধানী গৌর নগর ছিল, গৌরের নবাব মোলেম খাঁর সময়ে মহামারীতে উক্ত নগর ধ্বংস হইলে নবাব মোরশেদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক মোরশেদাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গস্থ জাহাঙ্গির নগরে (বর্ত্তমান নাম ঢাকা) মোরশেদাবাদের নবাবের অধীনে একজন নবাব কর্ত্তৃত্ব করিতেন। জাহাঙ্গির নগরের শেষ নবাব নসরতজঙ্গ ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে অত্যল্পসংখ্যক ইংরাজ সেনা যাইয়া জাহাঙ্গির নগরের দুর্গ অধিকার করে। নসরতজঙ্গ তাহাদিগকে কোনরূপ বাধা দেন নাই। সুবার এক একটি ক্ষুদ্র বিভাগে নবাবের অধীনে এক এক জন ফৌজদারী বিচারক ও ব্যবস্থাপক কাজী নিযুক্ত থাকিতেন। নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রাম ইত্যাদি স্থানে কাজী ছিলেন। এই সকল উচ্চপদ মোসলমান জাতির এক চেটিয়া ছিল। নবাব ও কাজীর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনার্থ, দেওয়ান, মোন্‌শী এবং দারোগা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন মাসিক বেতন সচরাচর দুই শত বা এক শত টাকা ছিল। অনেকের বেতন ছাড়া উপরি উপার্জ্জন হইত। এ সকল নিম্ন কর্ম্মচারীর পদে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতির অন্তর্গত লোক নিযুক্ত হইত। কর্ম্মচারী অধিকসংখ্যক ছিল না, এক প্রকার মুষ্টিমেয় ছিল। সম্রাটের মন্ত্রীর পদে ও সৈন্যসংক্রান্ত প্রধান পদে সচরাচর সম্ভ্রান্ত মোসলমানই নিযুক্ত হইতেন। তবে সম্রাট্ আকবর বড় উদারপ্রকৃতি অপক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজা মানসিংহ ও বীরবর প্রভৃতি সুযোগ্য হিন্দুদিগকেও সেই সকল উচ্চপদে বরণ করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরকে ঠিক এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বলা যায় না, তিনি জ্যোতির উপাসক ছিলেন, এক নূতন ধর্ম্ম মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে সম্রাটের অধীনে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যশাসনের জন্য বিলাত হইতে এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা ও রাজপ্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত হইয়া আইসেন। সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্য নানা বিভাগে বিভক্ত। রাজপ্রতিনিধির অল্পাধিক কর্ত্তৃত্বাধীনে এক এক বিভাগে গভর্ণর, লেপ্টনেণ্ট

গভর্ণর, চীফকমিশনর, কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেকটর, ডিপুটী ও সব ডিঃ মাজিষ্ট্রেট, সবার্ডিনে জজ মোন্সেফ ইত্যাদি চিহ্নিত ও অচিহ্নিত নানাশ্রেণীর বিচারক নিযুক্ত। রাজ্যের এক একটি ক্ষুদ্র বিভাগকে জেলা বলে, অনেক জেলা তিন চারিভাগে বিভক্ত, তাহাকে সবডিভিশন (উপবিভাগ) বলিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন বহু মোনসেফী চৌকী আছে। এক এক জিলাতে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, ডিপুটী ও সবডিপুটী কলেক্টর সবার্ডিনে জজ ও মোন্‌সেফ ইত্যাদি বহুসংখ্যক বিচারক নিযুক্ত। তদ্ভিন্ন শান্তিরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে পুলিশ ষ্টেশন বিদ্যমান। এক এক সবডিভিশনে এবং এক এক মুন্‌সেফী চৌকীতে দুই তিন জন বা তদধিক বিচারক নিযুক্ত। যোগ্যতানুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে সচরাচর দেশীয় লোকেরাও জজ মাজিষ্ট্রেট কখন কখন কমিশনর ইত্যাদি বিচারকের উচ্চপদে বরিত হইয়া থাকেন। এক এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা গভর্ণর বা লেপ্টেণ্ট গভর্ণরের অধীনে বহু সঙ্খ্যক কমিশনার, এক এক জন কমিশনারের জন্য এক একটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত ৫। ৭টি জেলা। রাজ্যশাসনের জন্য যত দূর সুশৃঙ্খলা, দেশোন্নতির জন্য যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইতেছে না। নিয়ম প্রণালীতে দোষ নাই, তবে ব্যক্তিগত মহাত্রুটি সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। শত সহস্র দেশীয় কর্ম্মচারী ৫।৭ শত টাকা বা তদধিক মাহিয়ানা প্রাপ্ত হন; বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার জন্য পেন্‌শন পাইয়া থাকেন। কোন্নগরের পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। শুনিয়াছি সাত শত টাকা তাঁহার মাহিয়ানা ছিল, তিনি কর্ম্মত্যাগের পর ত্রিশ বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, গৃহে বসিয়া প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে ৩৫০৲ টাকা রাজকোষ হইতে পাইয়াছিলেন। এমন সুবিধা কোথায়? সকল বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর পরিণত বয়সে এরূপ পেনশন নির্দ্দিষ্ট।

মোসলমান রাজত্বকালে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হয় নাই। তখন রেলগাড়ী জাহাজ ইত্যাদি কিছুই ছিল না, সুতরাং দেশ দেশান্তরে পণ্যজাত প্রেরণের কোন সুবিধা ছিল না। তাহার উপর আবার চোর ডাকাতের ভয় ছিল। তখন এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ এক প্রকার অবরুদ্ধ ছিল। এক এক স্থানের লোক সেই সেই স্থানে ধান্য গোধূমাদি শস্য যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা দ্বারা সামান্য ভাবে জীবন ধারণ করিত। অনাবৃষ্টি বা জলপ্লাবনে শস্য নষ্ট হইলে অনাহারে বহুলোকের মৃত্যু ঘটিত। দূরদেশ হইতে সহসা শস্যাদি আনয়ন করিয়া লোকের জীবনরক্ষা করার সুযোগ হইয়া উঠিত না। দুর্ভিক্ষ সচরাচর ঘটিত। তবে তখন টেলিগ্রাফ ছিল না, ডাকে চিঠী পাঠাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, সংবাদপত্র

ছিল না, অন্যস্থানের লোকে দুর্ভিক্ষাদি বিপদের সংবাদও পাইত না। আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধ লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এক সময়ে আমাদের দেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) "আট কেঠে আকাল" হইয়াছিল। এক টাকায় আট কাঠা ধান বিক্রয় হইতেছিল, আট সেরে এক কাঠা. অর্থাৎ এক টাকায় ৬৪ সের ধান বিক্রয় হইতেছিল, তাহাতে দেশে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, অন্নাভাবে লোক মরিতেছিল। তখন বহু স্ত্রী পুরুষ এক মুষ্টি অন্নের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণ অন্নদান করিয়া বিনামূল্যে অনেক দাস দাসী লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণ তাহাদের বংশধর পুরুষেরা "সিক্‌দার" বা "সিংহ" আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বিদ্যমান। আট কেঠে আকালে এক সময় লোক মারা গিয়াছিল, এক্ষণ এক কাঠাতেও আকাল নয়।

এক্ষণ সর্ব্বত্র রেল গাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদির গতিবিধি হওয়াতে দেশীয় লোকেরাও বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছে, বাহুল্যরূপে দেশ দেশান্তরে নানা বিধ পণ্য দ্রব্য প্রেরণ এবং দেশান্তর হইতে পণ্যজাত স্বদেশে আনয়নপূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনবান্ হইতেছে। ইংরাজ বণিক্‌দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে এ দেশের অনেক লোক সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই সত্য সপ্রমাণ করিতেছে। তবে ইংরাজবণিক্‌দিগের মত তাহাদের প্রচুর মূল ধন নাই, তাদৃশ উদ্যম উৎসাহ নাই। এদেশের বুনিয়াদি পরিবারের ভদ্রলোকেরা অলস ও অকর্ম্মণ্য, তাঁহারা গৃহে বসিয়া আলস্যে কাল যাপন করেন, তাহাতেই অর্থাভাবে কষ্ট পান। ইহা কাহার দোষ? ইংরাজেরা অর্থ শোষণ করিয়া এ দেশকে নিতান্ত দরিদ্র করিয়াছে। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিতেছি না। ইংরাজেরা যত্ন পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে এ দেশে ধনোপার্জ্জন করিয়া ধনবান্ হইতেছেন সত্য, আবার তাঁহারা কি এতদ্দেশীয় লোকের প্রচুর ধনাগমের উপায় হন নাই? বিচারবিভাগে ও শিক্ষাবিভাগে চিকিৎসা বিভাগে এবং অন্যান্য বিভাগে অসঙ্খ্য এদেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত, তাঁহাদের এক এক জনের মাসিক উপার্জ্জন কি সামান্য? ওকালতী বারিষ্টারী করিয়া এক এক জনে ধনকুবের হইয়াছেন, ইহা কি ইংরাজরাজত্বের ফল নয়? এ দেশে সহস্র সহস্র রেলওয়ে ষ্টেশন বিদ্যমান, এক একটি বড় বড় ষ্টেশনে শত শত শ্রমজীবী ও ভদ্রলোকের জীবনোপায়ের সংস্থান হইয়াছে। এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। চাবাগিচায় লক্ষ লক্ষ উপায়হীন গরীব কুলি কাজ করিয়া সপরিবারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুতার কল পাটের কল কাগজের কল ইত্যাদিতে হাজার হাজার শ্রমজীবী দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে ঘুসরীর একটি সুতার কলে ছয় হাজার শ্রমজীবী কাজ করে, এক এক জনে প্রতিমাসে ১৫। ১৬ টাকা বা তদধিক

উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কল কারখানাতে ও চা-বাগিচায় রেলওয়ে ও জাহাজ ইত্যাদিতে ডাক্তারী ও কেরাণীগিরী কাজ করিয়া দেশীয় হাজার হাজার ভদ্রলোক জীবিকানির্ব্বাহ কি করিতেছে না? ইংরাজদিগের দ্বারা এইরূপ উপার্জ্জনের পথ মুক্ত না হইলে আজ কাল ইহাদের কি গতি হইত। ইংরাজ সওদাগরদিগের হাউসে মুচ্ছুদ্দিগিরী করিয়া শত সহস্র লোক ১০৲ উপার্জ্জন করিতেছে। জমীদার ও তালুকদারদিগের জমীদারী ও তালুকদারীর আয় পূর্ব্বাপেক্ষা ১০। ১৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গ দেশের কৃষকগণ বিলাত হইতে প্রতি বৎসর পাটের মূল্যস্বরূপ গড়ে ১২ কোটি টাকা পাইয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশ কি গরিব হইয়া পড়িয়াছে? না ধনী হইয়াছে? পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কয় জন লোক ধনী ছিল? এক্ষণ লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তিশালী এক কলিকাতাতে কি সহস্র সহস্র লোক বিদ্যমান নয়? অনেকের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। তবে পূর্ব্বে যেমন সামান্য আয় ছিল, তদ্রূপ সামান্য ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। ১০৲ টাকাতে এক একটি ভদ্র পরিবারের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইত না। জিনিষ পত্র অতিশয় সুলভ ছিল। এক্ষণ যেমন সাধারণতঃ গৃহস্থের উপার্জ্জন অধিক, খাদ্য দ্রব্যাদি মাহার্ঘ্য। বিলাতী বিলাসিতায় অধিকতর অর্থ শোষণ করিতেছে। ইংরাজ ব্যবসায়ী বণিক্‌দিগের ন্যায় দেশীয় ভদ্রলোকেরা উৎসাহী হইয়া সম্মিলিতভাবে চা-বাগিচা ও চাউলের কল, সুতার কল ইত্যাদি স্থাপন করুন তাহা হইলে তাঁহাদের হাহাকার মিটিয়া যায়। বসিয়া বসিয়া কেবল দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা কটূক্তি করিলে মিটিবে না। এ সকল কার্য্য করিতে কে বাধা দেয়? যে সকল নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের পূর্ব্বে অন্ন বস্ত্রের নিতান্ত কষ্ট ছিল, ইংরাজরাজত্বে নানা বিষয়ে এক্ষণ সুবিধা হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া, ময়দার কল তৈলের কল ইত্যাদি কল স্থাপন করিয়া তাহারা ধনী বড় মানুষ হইতেছে, তাহারা আর কাহারও চাকুরী করিতে চাহে না, অপমান বোধ, করে। বাঙ্গলা দেশে এক্ষণ ভদ্রলোকের চাকর চাকরাণী পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। প্যায়াদা, বরকন্দাজ কনেষ্টবলের সঙ্খ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, ভৃত্য শ্রেণীর লোকদিগকে প্রায়ই সেই সকল পদে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সেই সকল কাজে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তাহা হইলে আমাদের দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা গরিব হইয়া পড়িয়াছে, কেমন করিয়া বলা যায়? পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণীর লোকের পরিধেয় কৌপীন, ভোজ্যপাত্র ও পানপাত্র মাটীর সানক ও বদনা, বাসগৃহ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল, এক্ষণ দেখ, বহু কৃষক ধুতি চাদর ও জুতা ব্যবহার করে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ভাল ভাল শাড়ী ও সোণারূপার অলঙ্কার পরে, এবং তাহারা বড় বড় টিনের ঘরে বাস করিয়া থাকে। ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহা কি দুঃখ দারিদ্র্যের প্রমাণ?

এক্ষণ ভারতের এক প্রান্তে দৈব দুর্ব্বিপাকে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে অবিলম্বে-অল্প ক্ষণের মধ্যে টেলিগ্রাফ ও সংবাদ পত্রাদি যোগে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ পঁহুছে। তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে ও ষ্টীমারাদি যোগে শস্যাদি পাঠাইয়া এবং অর্থ প্রেরণ করিয়া তাহা প্রশমনের উপায় করা হয়। গভর্ণমেণ্ট কি জানিয়া শুনিয়া এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন? রাজকোষের দ্বার অবরুদ্ধ রাখেন? স্বয়ং গভর্ণর জেনরেল ও লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লোকের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিয়া থাকেন। গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে শস্য সমূলে বিনষ্ট হইলে বিশেষ বিশেষ স্থানে এক মণ চাউল ১০। ১২ টাকা মূল্যেও পাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। গরিব লোকদের অন্নাভাবে মারা যাইবার উপক্রম হয়। তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুণ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল আনাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে—মণকরা পাঁচটাকা সাড়ে পাঁচটাকা মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, বহু দেশীয় দয়াবান্ লোক মুক্ত-হস্তে অর্থ সাহায্য করেন, তাহাতে দেশের গরিব লোকের জীবন রক্ষা হয়। তবে ইতিপুর্ব্বে অনেক স্থানে বিশেষ বিশেষ রাজপুরুষের উপেক্ষা ও ভুল ভ্রান্তিবশতঃ অন্নাভাবে লোক মারা গিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত অর্থলোলুপ নিষ্ঠুর দেশীয় কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অন্নাভাবগ্রস্ত মুমূর্ষু লোকদিগকে অন্নদানে বঞ্চিত করিয়া মারিয়াছে, এবং নিজেরা বড় মানুষ হইয়াছে, তাহার কি করা যায়? কেবল রাজা ও রাজপুরুষদিগের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কুৎসা নিন্দা রটনা করিয়া লোকের মনে তাঁহাদের প্রতি মন্দভাব জন্মাইয়া দিলে কি ফল হইবে? ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ২০ কোটি লোকের বাস ছিল, এক্ষণ ২০ কোটিস্থলে ৩০ কোটি হইয়াছে। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে শস্যোৎপত্তির বৃদ্ধি না হইলে সমস্ত লোকের আহার কোথা হইতে আসিবে? কৃষিকার্য্যের উন্নতি কি সেরূপ হইয়াছে? ইংরাজ বণিকেরা এদেশ হইতে চাউল খরিদ করিয়া বিলাতে লইয়া গিয়া শূকরকে খাওয়ায়। তজ্জন্য চাউল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, একথা বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইংরাজ বণিক্‌গণ আড়তদার হইতেও কৃষকগণ হইতে চাউল খরিদ করিতে না পারে, দেশীয় লোকেরা খরিদ করিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। দেশীয় আড়তদারেরা দেশীয় লোকের নিকটে শস্য বিক্রয় না করিয়া সাহেবদিগের নিকটে বিক্রয় করিবে কেন? চাষারা চাষবাসের উন্নতিকল্পে উপেক্ষা করিয়া অলস হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে এত লোকের আহার কোথা হইতে আসিবে?

মোসলমান রাজত্বকালে প্রজার কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। রাজা ও রাজপুরুষদিগের কার্য্যের বিরুদ্ধে কেহ সভা সমিতি করিয়া আন্দোলন ও নিন্দা কটূক্তি করিতে পারিত না। তাহা

করিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। তখন লোকে বক্তৃতা করিত না, বক্তৃতা করিতে জানিত না। মোসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কাহারও কোন কথা কহিবার সাধ্য ছিল না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন ভাবে নিজের মত প্রচার করিতে যাইয়া অনেক সময় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, অনেক প্রচারক রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সেই সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র ছিল না। বক্তৃতা করা ও সংবাদপত্র সম্পাদন ইত্যাদি সভ্য ইংরাজদিগের নিকট হইতে এ দেশের ধার করা, ইংরাজের নিকটে তজ্জন্য এদেশ ঋণী। সেকালে যাঁহারা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, সেই ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দির ও স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ বিজয়ী মোসলমান রাজা কর্ত্তৃক ধ্বংস হইত। এক্ষণ হিন্দু মোসলমান বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তি ও জীর্ণ পুরাতন প্রসিদ্ধ মন্দির সকল রাজকোষের অর্থসাহায্যে সযত্নে নবীভূত করিয়া রক্ষা করা হইতেছে। এই সকল স্মৃতিচিহ্ন ও কীর্ত্তিকলাপ রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ডকুর্জ্জন মুক্তহস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন; এদেশের জনহিতৈষী মহাজনদিগের সম্মান ও গৌরব রক্ষার উদ্দেশ্যে তৎকর্ত্তৃক স্থানে স্থানে নূতন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

আজকাল দুগ্ধপোষ্য বালকও রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছে, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাকে, মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের কাহাকে স্বর্গে তোলে বা কাহাকে নরকে পাঠাইয়া দেয়। অস্বাভাবিক আর কি হইতে পারে? পরনিন্দা ও পরদোষ-ঘোষণার জন্য যেন অধিকাংশ সংবাদপত্রের জন্ম। খ্রীষ্টধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম কিংবা মোসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সকলের প্রকাশ্যে সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ইংরাজরাজের অনুগ্রহে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া অনেকে স্বভাব দোষে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সীমালংঘন করিয়া চলিয়াছেন, অচিরে সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। একান্ত আতিশয্যের জন্য বলিবার ও লিখিবার স্বাধীনতা হয়তো বিলুপ্ত হইবে।

মোসলমান রাজত্বকালে রাজকীয় অর্থসাহায্যে প্রজাসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোথাও যে কোন বিদ্যালয় ছিল, আমরা জানি না। বিশেষ ২ প্রধান নগরে দুই একটী মাদ্রাসা (প্রধান পাঠশালা) বৃহৎ বৃহৎ গণ্ডগ্রামে মক্তব (সামান্য পাঠশালা) ছিল, তাহাতে মৌলবী ও মোন্‌শীগণ আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দান করিতেন। মুষ্টিমেয় হিন্দুছাত্র বিচারালয়াদিতে লেখা পড়ার কাজ চালাইয়া বিষয়কর্ম্ম করিতে পারেন এই প্রকার সামান্যরূপে পারস্যভাষায় চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা সচরাচর কয়েক খানা পারস্য কাব্য গ্রন্থ পড়িয়াই মক্তব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সামান্য রূপে শিক্ষা-লাভ করিতেই বহু বৎসর ব্যয় হইত। অনেক মোসলমান ছাত্র মাদ্রাসাতে আরব্য ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকাদি পড়িতেন।

এক্ষণ ইংরাজরাজের পূর্ণ সাহায্যে বা আংশিক সাহায্যে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে শত সহস্র কলেজ, স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত, লক্ষ লক্ষ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। দর্শন বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস সাহিত্য কলাবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছে, সুপণ্ডিত হইয়া নানারূপে পুরস্কৃত, উচ্চ উপাধি ও রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিলাতে যাইয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার পথও প্রমুক্ত আছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খ্যাতি লাভ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে এ দেশের গভীর কুসংস্কার অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়াছে। এ সকল প্রাপ্ত উপকারের জন্য প্রায় কাহারও মুখে কৃতজ্ঞতার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, অসন্তোষের কথাই সচরাচর শুনা যায়। অবশ্য ইংলণ্ডের ন্যায় প্রাচীন স্বাধীন রাজ্যের প্রজাবর্গের সম্বন্ধে রাজকীয় শিক্ষাব্যয়ের তুলনায় ভারতের ন্যায় নবাধিকৃত পরাজিত রাজ্যের শিক্ষা-ব্যয় সামান্য। স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে পরাধীন রাজ্যের সহসা সমকক্ষ হওয়া সহজ নহে। বিলাতের ধনী বড় মানুষেরা স্বদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বিখ্যাত অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য তথাকার ধনী লোকদিগের অর্থসাহায্যে নির্ব্বাহ হইতেছে। সে দেশের সামান্য শ্রেণীর বালকেরাও অন্ততঃ সামান্যরূপে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে বাধ্য, এ দেশে এ পর্য্যন্ত সেরূপ নিয়ম হয় নাই। এ দেশের সামান্য ব্যবসায়ী ও কৃষক শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন বালকদিগকে পাঠশালাতে পাঠাইয়া শিক্ষা দান করিতে চাহে না। এক্ষণ বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির এইরূপ সঙ্কল্প যে, প্রথম তিন বৎসর ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণ রাজকীয় ব্যয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রদান করিবেন।

এক্ষণ নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষা বিষয়ে কথা :—

পূর্ব্বে এদেশের নারীকুলের অতিশয় হীনাবস্থা ছিল, তাঁহাদের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল। বাদশা ও নবাবদিগের অন্তঃপুরে শত সহস্র মহিলা তাঁহাদের পত্নীরূপে বাস করিতেন। এদেশের হিন্দু রাজারাও বহু দার পরিগ্রহ করিতেন। এক্ষণও যে অনেকে বহু নারীর পাণিগ্রহণ করেন না, ইহা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় নীতি একাধিক দার পরিগ্রহের ব্যবস্থা দান করে না। এদেশে খ্রীষ্ট নীতির প্রভাবে ও খ্রীষ্টবাদী রাজার আধিপত্যে এবং সুশিক্ষা বিস্তারে এই সকল কুনীতির হ্রাস হইয়াছে।

সম্রাট্ আকবরের অন্তঃপুরে মহিলাগণ কি ভাবে স্থিতি করিতেন, আমরা আওল ফজল কৃত প্রসিদ্ধ আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি।

সম্রাটের অন্তঃপুরের অভ্যন্তরভাগে চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ চরিত্র স্ত্রীলোক পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, দ্বারের বাহিরে খোজা সকল প্রহরীর কার্য্য করিত, কিয়দ্দূর অন্তর রাজপুত সেনাগণ দণ্ডায়মান থাকিত। তাহার পর সচ্চরিত্র সাধারণ প্রহরী সকল স্থিতি করিত। বহির্ভাগের চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাগণ দলে দলে শ্রেণীবদ্ধরূপে থাকিত।

কি জানি বা কোন অন্তঃপুরিকা কোন পুরুষকে অন্তঃপুর হইতে দেখিতে পান, বহির্দ্দেশ হইতে বা কোন পুরুষ অন্তঃপুরিকাদিগের প্রতি লক্ষ্য করে, এই আশঙ্কায় বাদশা ও নবাব এবং আমির লোকদিগের অন্তঃপুরে দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইত না। বহির্ভাগের প্রাচীর অত্যন্ত উচ্চ করা হইত, যেন প্রাচীরের বাহির হইতে কেহ অন্তঃপুর দেখিতে না পায়।

আমরা নেজাম হায়দরাবাদে যাইয়া শুনিলাম তথাকার নবাব বাহাদুরের ৪।৫ শত বেগম, চারি পাঁচটী প্রধানা বেগম (রাজ্ঞী)। সাধারণ বেগম দিগের উপর এক জন খোজা কর্ত্তৃত্ব করে। তাঁহাদের কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সে শাসন করিয়া থাকে, বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত করে। এদেশের বহু হিন্দু রাজার অন্তঃপুরের ব্যবস্থা এইরূপ। তাঁহাদের বহু রাণী বা বহু পত্নী। এইরূপ অন্তঃপুর সকলে প্রায় সূর্য্যালোক প্রকাশ পায় না, বাস্তবিক ঈদৃশী অন্তঃপুরিকারা অসূর্য্যম্পশ্যা। সূর্য্যালোকের ন্যায় কোনরূপ জ্ঞানালোক এইরূপ অন্তঃপুরিকাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক-সঞ্চারে বঙ্গদেশে মহিলাদের যুগান্তর অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা আর কুসংস্কারান্ধকারে আবদ্ধ নহে, বহু মহিলা নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদের জন্য শিক্ষার দ্বার মুক্ত, তাঁহাদের উন্নতির জন্য ইংরাজরাজ মুক্ত হস্ত আছেন, নারীজাতির স্কুল কলেজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন, বর্ত্তমান বৎসরেও দেড় লক্ষ টাকা অধিক স্ত্রীশিক্ষাতে ব্যয় করিবার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেক মহিলা এদেশে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার জন্য—নারীসমাজে বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজকীয় অর্থসাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে বিলাতে যাইতেছেন। তাঁহারা আর পূর্ব্ববৎ অন্তঃপুরকারাগারে আবদ্ধ নহেন, অবরোধমুক্ত পুরাঙ্গনাগণ স্বাধীন ভাবে রেলওয়ে ও ষ্টীমারে নির্ভীক হৃদয়ে যথাতথা বিচরণ করিয়া থাকেন। রাজশাসনের ভয়ে কোন দুষ্টলোক আর তাঁহাদিগকে সহসা অসম্মান ও অপমান করিতে সাহস পায় না। গত বৎসর মাঘ মাসে বেথুন কলেজ গৃহে মহিলাদের মহাসমিতি কি প্রমাণ করিতেছে? ভারতের নানা বিভাগের ৭।৮ শত শিক্ষিতা মহিলা, ১৪।১৫ জন মহামান্যা রাণী সম্মিলিত হইয়াছিলেন; বরদা রাজ্যের মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও

হিন্দীইত্যাদি ভাষায় নারীজাতির উন্নতি-সাধন-বিষয়ে মহিলাদিগের রচিত অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। এরূপ এদেশে কোন্ যুগে হইয়াছিল? এদেশের নারীজাতিয় স্বাধীনতা ও জ্ঞানোন্নতির দ্বার কে মুক্ত করিল? ইংরাজশাসনের প্রভাবে কি ইহা হয় নাই? এজন্য কি হৃদয়ে প্রচুর কৃতজ্ঞতা উদার ব্রীটিশ রাজাকে অর্পণ করা হইবে না?

পূর্ব্বে ঘোরতর কুসংস্কারবশতঃ এদেশে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু রমণী স্বামীর চিতানলে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন; জননী নিজগর্ভজাত শিশুসন্তানদিগকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া বধ করিয়াছে; কুসংস্কারজনিত এই সকল লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড, জ্ঞানোন্নত ইংরাজরাজের শাসনে কি নিবারিত হয় নাই? এজন্য কি এদেশ কৃতজ্ঞ হইবে না?

আমরা ভারতে মোসলমান রাজত্ব কালে শাসনের অবাবস্থাদিবিষয়ে যাহা লিখিলাম তাহা তদানীন্তন মোসলমান পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ইতিহাসাদি পুস্তক পাঠ করিয়াই লিখিত হইয়াছে, আমাদের মনঃকল্পিত নয়। ভরসা করি তাহা মোসলমান বন্ধুগণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সেই এক যুগ ছিল, এক্ষণ জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার ও স্বাধীনতার যুগ। আজকাল এদেশে মোসলমান রাজত্ব থাকিলে, এদেশ পূর্ব্বাবস্থায় থাকিত বলিতে পারা যায় না। মোসলমান রাজাদের শাসনাধীন তুরস্ক পারস্য ও কাবুল রাজ্যের এক্ষণ অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়া থাকিবে। তবে সকল স্থানে সুশাসন চলিতেছে এরূপ বলা যায় না। আমাদের একজন প্রচারক বন্ধু কিছুকাল হইল নববিধান প্রচার করিবার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর বসোরাতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "এস্থানে লোকের সম্পত্তি ও জীবন নিরাপদ নহে, আমি বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বতন্ত্র থাকিতে সাহসী হই নাই। এখানে একজন বড় লোকের আশ্রয়ে নিরাপদে আছি।" তিনি সেই স্থানে এবং পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত বসায়ের নগরে প্রকাশ্যে বক্তৃতাদি করিতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন নাই। উক্ত বন্ধু বসোরা হইতে বগ্দাদে চলিয়া গিয়াছিলেন। তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করে নাই। অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেই স্থানে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। বসোরা নগরে যে বড়লোকটি তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া নিরাপদ করিয়াছিলেন, পরে শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তথাকার লোকেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। সভ্য ইয়ুরোপ মহাদেশের অন্তর্গত রুসিয়াতে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন প্রণালী, কে তাহার প্রশংসা করে? তজ্জন্য তথায় পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিতেছে। মহানগরী কলিকাতার পার্শ্বস্থিত সভ্য ফরাসীরাজ্যের অন্তর্গত চন্দননগরে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বক্তৃতা করিবার কহারও অধিকার নাই। সুবিজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা বলেন, বিদেশে রাজ্যশাসনে ইংরাজ জাতি যেরূপ সুদক্ষ এ প্রকার কোন সভ্য জাতি নহে। সুবিশাল ভারত সম্রাজ্যে হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার প্রকৃতি ও রীতিনীতি বিশিষ্ট ত্রিশ কোটী লোকের বাস। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিন্নি ভিন্ন স্বার্থ। সকলের স্বার্থরক্ষা ও মনোরঞ্জন করিয়া একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী রাজপ্রতিনিধির রাজ্য শাসন করা কত দূর কঠিন ব্যাপার, কত সংঘর্ষণে তাঁহাকে আসিতে হয়! তিনি আবার স্বাধীন নহেন। তাঁহার উপর অনেক কর্ত্তা আছেন। সকল কার্য্য নিজের ইচ্ছা মত করিতে পারেন না। ইহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন না।

পিতৃস্থানীয় পরমোপকারী রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের বহু প্রজার অতিশয় অপ্রেম, অভক্তি ও অকৃজ্ঞতা এবং গুণগ্রহণে অন্ধতা ও দোষকীর্ত্তনে মত্ততা দর্শন করিয়, অপিচ অন্তঃপুরস্থ বহু মহিলা এবং ক্ষুদ্র বালক বালিকাদেয় মনের বিকৃতাবস্থা দেখিয়া আমরা এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় ইংরাজ রাজা ও ইংরাজ জাতি দ্বারা এদেশের লোক যে কত দূর উন্নত ও উপকৃত, মনের আবেগে তাহা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ সম্রাট্ হউন বা তাঁহার প্রতিনিধি হউন কেহই আইনকে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারেন না। সম্রাট্ পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধীন, তিনি অন্যায় কিছু করিলে পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে শাসন করেন। রাজপ্রতিনিধি নিজের কাউন্সেলের মেম্বর দিগের ও ষ্টেটস্‌সেক্রেটারীর এবং পার্লেমেণ্টের অমতে রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় কোন গুরুতর কার্য্য করিতে অক্ষম। আমরা জানি ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি নিজের অধীনস্থ প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের পর্য্যন্ত অভিমত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ শাসনের জন্য লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা ভারতের মোসলমান রাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালীর বা মোসলমান জাতির নিন্দা করিবার জন্য এবং ইংরাজদিগের তোষামোদ করার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করিবেন। মোসলমান রাজত্বের শাসন প্রণালী বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে সাধারণ ভাবে লেখা হইয়াছে। ভারতের মোসলমান রাজাদিগের মধ্যে অনেক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সকলের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্ট ছিল না এরূপ নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজরাজের রাজ্যশাসনের নিয়মপ্রণালী তদপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট, ইংরাজশাসনে যে ভারত সাম্রাজ্যের নানা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, প্রজা সাধারণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দে আছে তাহা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে আমাদের কোন কুটীল অভিসন্ধি আছে কেহ যেন মনে এরূপ স্থানদান না করেন। রাজভক্তি আমাদের ধর্ম্মের মূল মত। রাজা বলিয়া আমরা সমুদায় মোসলমান রাজাকে ভক্তি করি, একেশ্বর-

বাদী মোসলমান জাতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও আদরের অভাব নাই। মোসলমান রাজাদের রাজ্যশাসনসম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা মোসলমান পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত ইতিবৃত্ত সুপ্রসিদ্ধ আক্‌বর নামা ও তওয়ারিখ জাহাঙ্গীর গ্রন্থ অবলম্বনে ও নিজের অভিজ্ঞতানুসারে লিখিত হইয়াছে। আমাদের ভুল ভ্রান্তি হয় নাই, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু মনে কোনরূপ মন্দভাব পোষণ করিয়া কল্পনাবলে লেখা হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে দোষী করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে কতদূর যত্ন চেষ্টা করিতেছেন তাহার উল্লেখ কি কেহ করেন? সে সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বাঙ্গলা বিহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পঞ্জাব ও সিন্ধু এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে অনাবৃষ্টির সময় জলসিঞ্চন করিয়া ক্ষেত্র সকলকে শস্যশালী করিবার উদ্দেশ্যে সুদূর প্রসারিত শত শত জলপ্রণালী ও শাখা প্রণালী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাত হইয়াছে। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু চেনাব শোণ মহানদী কৃষ্ণা গোদাবরী প্রভৃতি বড় নদীর জল, প্রণালী ও উপপ্রণালী যোগে Irrigationএর জন্য দেশ দেশান্তরে চালিত হইয়াছে। শত শত ইঞ্জিনিয়ার ও সব ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি এ-কার্য্যে নিযুক্ত। এই উপায়ে পঞ্জাব ও সিন্ধু-দেশের অনুর্ব্বর ভূমি—মরুভূমি সকল উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হইয়াছে। পঞ্জাব হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত চেনাব ও সিন্ধু নদের জল-প্রণালী যোগে সিক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভীষণ অনুর্ব্বরক্ষেত্র সকল নয়নতৃপ্তিকর হরিৎকান্তি শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে কেনালের ভিতর দিয়া বাষ্পীয়পোত ও বাণিজ্যপোত সকল চালিত হইতেছে। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার! পূর্ব্বে কখনও কি লোকে এদেশের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে কল্পনা করিয়াছিল? ক্রমশঃ।

আমাদের অন্দরমহল।

"It is universally admitted that there is no better criterion of the refinement of a nation than the condition of the fair sex therein."—COLONEL TOD.

রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেব বলিয়াছেন যে, কোন জাতির উন্নতি অবনতি নির্দ্দেশ করিতে গেলে তাহাদের রমণীগণের অবস্থা বিচার করিতে হয়। হার্বার্ট স্পেন্সরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন দেশের সভ্যতার পরীক্ষা করিতে যাইবার অগ্রে তথাকার অবলাগণ কিরূপ উন্নত তাহা দেখিতে হয়। বাস্তবিক এ কথা অনেক বার অনেক মহাপুরুষের মুখে শুনা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে পুরুষগণের উত্থানপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের লোক যেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বালক যুবকসমূহের শিক্ষা দানের জন্য ব্যস্ত হইলেও বালিকা বা যুবতীর

কি সে শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় সে দিকে আমরা আদৌ লক্ষ্য রাখি না। শুধু পুরুষগণ শিক্ষিত হইলে যে কোন জাতির উন্নতি হয় না, রমণী-দিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে সমস্ত পণ্ড হয়, ইহা কি আজও আমরা বুঝি না? প্রকৃতপক্ষে একথা আমরা অধুনা বুঝিয়াছি, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যম উৎসাহ আমাদের নাই। কোন্ বিষয়ে আমাদের যথার্থ উদাম উৎসাহ আছে তাহাওত দেখি না। উন্নতি উন্নতি বলিয়া আমরা অনেক সময়ে চীৎকার করিলেও বাস্তবিক কি আমরা উন্নতি লাভ করিয়াছি? আমাদেরত মনে হয় যাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলে তাহা হইতে আমরা এখনও অনেক দূরে। আমরা মনে করিতে পারি যে, ইংরাজাধীনে আমরা কত কি নূতন তত্ত্ব শিখিয়াছি, বড় বড় বারিষ্টর, উকীল, জজ, ম্যাজিষ্টর হইয়াছি, কত রকম পোষাক পরিতেছি, কিরূপ ইংরাজী বুলি বলিতেছি, কোচ্‌মান সহিস প্রভৃতি ভৃত্যবর্গকে পাগড়ী তক্‌মা পরিচ্ছদাদি দ্বারা শোভিত করিয়া ল্যাণ্ডভিক্‌টোরিয়া ফিটন আরোহণে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতেছি; রাজা, মহারাজা, নাইট, ছার, নচ্ছার প্রভৃতি কত রকম উপাধিভূষিত হইয়া লাট বেলাট দরবারে লপাট হইয়া পড়িতেছি, গৃহিণীকে এয়ারিং, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট প্রভৃতি কত অভিনব উপাধির গহনা দিতেছি; সেকালের কদর্য্য শাঁখা খাড়ু গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছি; কোম্পানির কাগজে লোহার সিন্ধুক বোঝাই করিয়াছি, ইহাতেও যদি সংসার আমাদিগকে সুসভ্য উন্নত না বলে তাহা হইলে নাচার। হায়! হায়! সভ্যতার উন্নতির কি এই সকল লক্ষণ? এইখানেই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত উদাম উৎসাহ এখনও আমাদের জন্মে নাই, আমরা যে অলস অপদার্থ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলাম আজও তাহাই আছি, কেবল ঘুনধরা-কাঠের উপর বিলাতী বার্ণিস দ্বারা একটু চক্‌চকে হইয়াছি মাত্র, একটু ঘসিয়া রংটা উঠাও, দেখিবে যে অন্তঃসার-শূন্য ভারতবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীতে যা ছিল, এখনও তাহাই আছে, কেবল গিল্টীর জোরে কিঞ্চিৎ চটক্ মাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

শাস্ত্রে বলে "বলং বলং ব্রহ্মবলং" অর্থাৎ যত কিছু শক্তির ব্যবহার আমরা জগতে দেখিতে পাই তন্মধ্যে ব্রহ্মবল অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা, সত্যের প্রতি অচলা ভক্তি, প্রেম পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা মানুষ যে বল লাভ করে তাহার নিকট অন্যান্য বল নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব যে জাতির মধ্যে যত খানি ব্রহ্মবল পরিলক্ষিত সেই জাতিকেই প্রকৃত উন্নত বলা যাইতে পারে, সেই জাতির তেজ-প্রভাবের নিকট অন্য সকলকে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। আমাদের নরনারী যতটুকু ব্রহ্মবলে বলী আমরা ততটুকু উচ্চে উঠিয়াছি, নতুবা আমাদের সহস্র চাক্‌চিক্যসত্ত্বেও আমরা অসভ্য বর্ব্বরমধ্যে পরিগণিত। এই

ব্রহ্মবল লাভই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য, শিক্ষা মানে অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন নহে। দুঃখের বিষয় আমাদের পুরুষবাবু ও রমণীবাব্বীদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা, ন্যায়ের প্রতি সম্মান সত্য প্রেম পুণ্যের প্রতি সমাদর কোথায়? কেবল ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমাদের নরনারী না করিতেছেন এমন কাজ নাই, অর্থ ও ভোগবিলাস ব্যতীত আর তৃতীয় কি বিষয় আছে যাহার দিকে তিলেকের জন্যও তাঁহারা মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। কত প্রকার মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা আমরা ঘরে বাহিরে প্রতিনিয়ত কলুষিত হইয়া নরকের পথে ধাবমান হইতেছি, আমরা কি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া থাকি? কোন প্রকারে পরের টাকা ঘরে আনিলেই হইল, সদুপায়ের দিকে আমাদের অদৌ লক্ষ্য নাই, একমাত্র লক্ষ্য কেবল কোম্পানির আইন বাঁচাইয়া চলিতে পারা, ধর্ম্ম নষ্ট হয় হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহজগতেত আদৌ নাই, পরলোকে কি আছে কে দেখিয়া আসিয়াছে? আর পরলোক আছে কি না কে জানে বা কে বলিতে পারে? মৃত্যুর পর কি হইবে সে খোঁজে আবশ্যকই বা কি? এই রূপ ইহসর্ব্বস্ববাদী আমরা সবাই, বাহিরের পুরুষগণ, ভিতরের রমণীগণ কেহই এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। আমাদেরত বিশ্বাস হয় না যে, কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত কোন স্থানের আধুনিক সভ্যতালোকে আলোকিত নরনারী বাস্তবিক পরলোকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় লোক দিনকতকের জন্য পরলোক পরলোক বলিয়া ছুটাছুটী করিয়াছিলেন, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যখন ইঁহাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় জীবন প্রদর্শন করতঃ জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ততদিন ছিল। আজকাল সাধারণ ভারতবাসী যেরূপ উঁহারাও প্রায় তাই, যদি কোথাও সামান্যমাত্র উনিশ বিশ লক্ষিত হইয়া থাকে। বরং কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্ম বাবু ভায়ারা ও তাঁহাদের অবলাগণ এককাটি চড়াইয়া চলেন। জন কতক পুরাতন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম চক্ষু বুজিলে তাঁহাদের শিষ্যেরা যে কোথায় গিয়া পঁহুছিবেন, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। ইহাদের অবর্ত্তমানে যে সাধন ভজনের নাম গন্ধ ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে এরূপ আশা ত করা যায় না।

এখন জিজ্ঞাসা করি মিথ্যা ব্যবহার হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা সত্যপথে চলিবার জন্য উপদেশ আমাদের মধ্যে কয় জন পিতামাতা সন্তানগণকে দিয়া থাকেন? দুঃখীকে দয়া করিতে সর্ব্বজীবে প্রেম করিতে, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা দ্বারা অবনত না হইতে কে পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নীকে শিক্ষা দিতে যত্নবান্? কেবলই চারি দিকে শুন এক কথা;—লেখাপড়া শিখিয়া খুব টাকা রোজগার কর, ভাল খাও, ভাল পরো, স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে ঘর করো। বস্! তাহা হইলেই মানবজীবনের স্বার্থকতা সম্পা

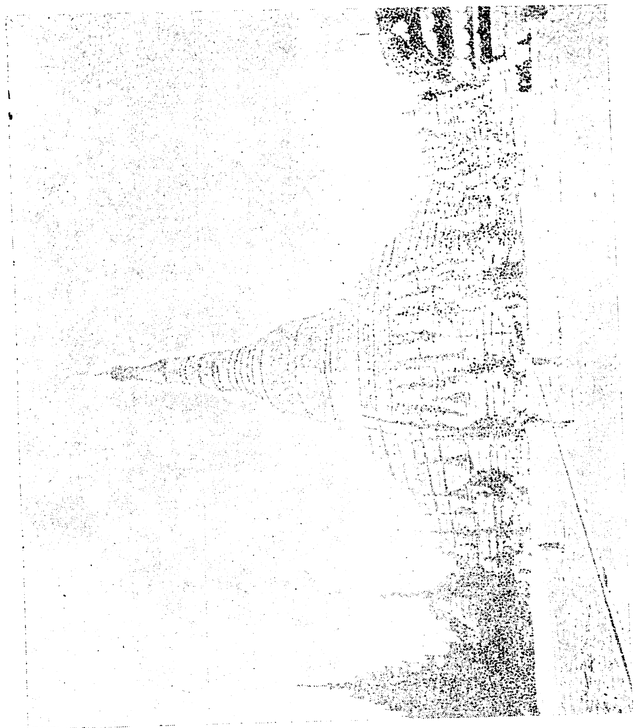

রেঙ্গুনের স্বর্ণমণ্ডিত পেগোডা।

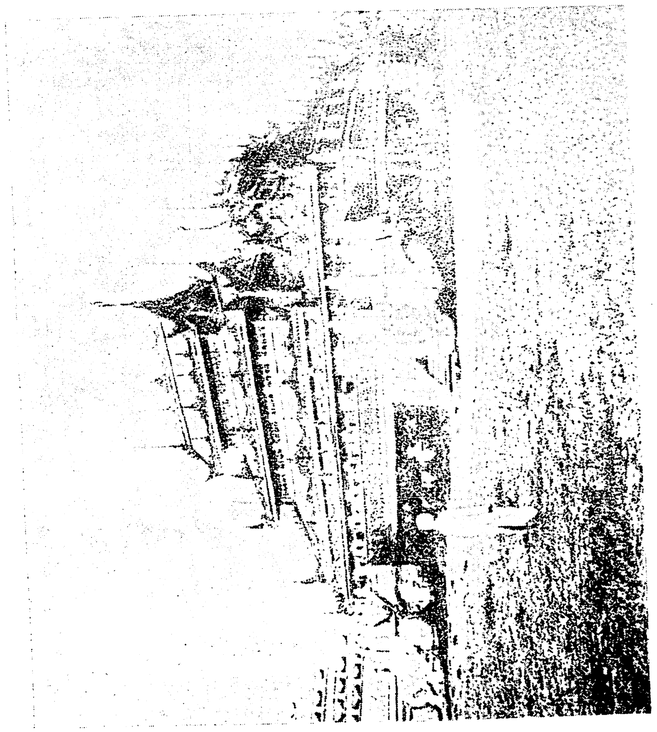

পেগোডার একটি দারদেশ।

দিত হইল যেন আমাদের মনুষ্যত্ব কেবল নিকৃষ্ট জীবগণের ন্যায় আহার বিহার ভোগবিলাসেই পর্য্যবসিত কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "Life is something much more than eating, drinking, begetting children and accumulating money" অর্থাৎ পানাহার, সন্তানোৎপাদন ও অর্থ সংগ্রহ অপেক্ষা মানবজীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ঐ মহত্তর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় :—ধর্ম্মোপার্জ্জন ও পুণ্য সঞ্চয়। সত্যের আলোকে প্রেমের পথে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি ত কেবল ঐ কার্য্যের জন্য জীবনরক্ষার উপায় মাত্র। কিন্তু হায়! উপায়কে আমরা উদ্দেশ্যের আসনে যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া নিশ্চিন্তমনে একপ্রকার পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতঃ বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় আপনাকে সুখী মনে করিতেছি।

উল্লিখিত অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য? বাস্তবিক যদি আমরা জগতের মধ্যে গণ্যমান্য হইতে বাসনা রাখি, এই "স্বদেশী" "স্বরাজ আন্দোলনে যদি কিছুমাত্র সরলতা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উচিত যে, আমরা সকল কাজ ফেলিয়া আগে আমাদের মহিলাকুলকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় মনে করি। কারণ আমাদের জননী ভগ্নীরা উঠিলে আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশ আপনিই উঠিবে, তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে আমরা কখনই এক ধাপও উঠিতে পারিব না। আর যদি কেবল হুজুগের জন্য এই সব আন্দোলনের জন্ম হইয়া থাকে তবে কোন কথা নাই। প্রেম ব্যতীত কেবল পার্থিব স্বার্থের জন্য যেখানে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে তাহাই তিন দিনে মিটিয়া গিয়াছে, আর সত্যের উপর প্রেমের উপর যাহার ভিত্তি, সহস্র বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও তাহা কিছুতেই নষ্ট হয় নাই। অতএব অন্দরমহল হইতে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করা বিজ্ঞতার কাজ বিবেচনা করিয়া প্রথমে সেই অবজ্ঞাত স্থানে সকলের মনোযোগ আবশ্যক। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

C. Sen

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

৮ম।

রেঙ্গুণনগর।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

রেঙ্গুণ নগরের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সুবর্ণমণ্ডিত সুবিশাল পেগোডা (বুদ্ধমন্দির) এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উহা বহুদূর হইতে নয়ন গোচর হয়। এক দিন অপরাহ্নে ডাক্তার প্রসন্নকুমারের সঙ্গে উক্ত পেগোডা দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল।

এই বিশাল পেগোডা বড় অধিক দিনের নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা ছিল না। উহা একটি উপশৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকার নানা কারুকার্য্য যুক্ত সুবর্ণরঞ্জিত, ছাদ ও স্তম্ভাবলীতে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র অগণ্য শুভ্র কাচ ও পরকলা সংযুক্ত শত ২ রমণীয় মন্দির (পেগোডা)। প্রত্যেক মন্দিরের ভিতরে শ্বেত প্রস্তর বা পিত্তল দি ধাতু নির্ম্মিত মণিমাণিক্য খচিত এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধ-ভক্ত এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শৈল মূলে দারুময় সুবর্ণমণ্ডিত একটি সুরম্য সমুচ্চ তোরণ, সেই তোরণ অতিক্রম করিয়া শৈলশিখরে সুবিশাল সুবর্ণমণ্ডিত পেগোডা পর্য্যন্ত ক্রমোন্নত পথে সোপান পরম্পরাযোগে আরোহণ করিবার সময় উভয় পার্শ্বে শ্রেণী-বদ্ধ হেমরঞ্জিত দারুময় মন্দিরাদির বিচিত্র শোভা নয়নগোচর হয়। ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন মহোদয় মন্দির সকলের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া সেই সমস্তের উন্নতি সাধন ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্ম্মদেশে রেঙ্গুণের সুবর্ণমণ্ডিত সুবিশাল পেগোডা বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। যে রাজকুমার শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন ও রাজ্যসম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া অরণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন, সংসার অনিত্য অসার জানিয়া নির্ব্বাণলাভের জন্য ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া দীন ভিক্ষু অনুগামী পরিব্রাজক-দিগের সঙ্গে দীন বেশে দেশে দেশে নগরে নগরে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াই য়াছিলেন; ধ্যান চিন্তা সমাধি আত্মসংযম যাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল; যিনি গৃহে বাস না করিয়া নগরপ্রান্তে বেণুবনে বা আম্রকাননে শিষ্যমণ্ডলী সহ আনন্দে অবস্থিতি করিতেন, আজ দেখ তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য বৌদ্ধনামে পরিচিত তৎ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কত দূর বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যিনি পুত্তলপূজার বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে পুত্তল করিয়া রাজ-বেশদানে পূজা করিতেছে। কোথায় বুদ্ধ-চরিত্র, জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা ও বৈরাগ্য, আর কোথায় বর্ত্তমান যুগের বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাহ্যিক বিলাসাড়ম্বর, স্বর্গ মর্ত্ত্যের ন্যায় প্রভেদ। বর্ম্মদেশের এক এক স্থানে ফয়াচাঁও এত অধিক যে হঠাৎ দেখিলে সে সকল অগণ্য বলিয়া বোধ হয়। কোন দেশে এত অধিক ধর্ম্মমন্দির নয়নগোচর হয় না। বর্ম্মদেশীয় ভাষায় "ফয়া" ঈশ্বরকে বলে। "ফয়া চাঁও" ঈশ্বরের মন্দির। ফুঙ্গি চাঁও ফুঙ্গিদিগের বাসগৃহ। বিশেষ বিশেষ ফুঙ্গির আশ্রমগৃহ রাজ প্রাসাদের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। সে দেশের সুনিপুণ ভাস্করগণ দারুময় মন্দিরে যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সকল করিয়া থাকে এরূপ কোথাও লক্ষিত হয় না। সে বিষয়ে তাহাদিগকে অদ্বিতীয় বলা যায়। আমরা মেণ্ডালয় নগরের একটি দারুময় গৃহের প্রতিকৃতি রেঙ্গুণের স্বর্ণ মণ্ডিত পেগোডার প্রতিকৃতির পার্শ্বে প্রদর্শন করিলাম। পাঠিকাগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন, সেই গৃহটি সুবর্ণ-মণ্ডিত বড় সুন্দর। রেঙ্গুণ নগরের বক্ষঃস্থলেও চিত্তাকর্ষক বৃহৎ পেগোডা বিদ্যমান। দূরে দূরে বিশেষ বিশেষ তীর্থে স্থাপিত হিন্দু-দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তল ও প্রতিমা বর্ম্মদেশের বুদ্ধমন্দির পেগোডা এবং বুদ্ধ মূর্ত্তি সকলের নিকটে

কিছুই নয়। হিন্দুতীর্থে দেবমন্দিরাদিদর্শন করিতে যাইয়া অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাদিগের দ্বারা এবং ভিক্ষাব্যবসায়ী ভিক্ষুকদিগের দ্বারা যাত্রিকদিগকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও উৎপীড়িত হইতে হয়। বর্ম্মদেশে সে সকল উৎপাত কিছুই নাই।

রেঙ্গুণ নগরের প্রান্তস্থিত পজনডাঙ্গ পল্লীতে বৌদ্ধধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের বহুদূর স্থানব্যাপী বৃহৎ আশ্রম। সেই আশ্রমে সভাসমিতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বড় বড় অতি সুন্দর দারুময় গৃহ বিদ্যমান। তথায় শতা-ধিক ফুঙ্গি বাস করেন। ফুঙ্গিদিগের বাস-গৃহকেই ফুঙ্গিচাঁও বলে। বর্ম্মদেশের প্রতি নগরে ও বড় বড় পল্লীতে বহু ফুঙ্গচাঁও লক্ষিত হয়। পঞ্জনডাঙ্গের ফুঙ্গি চাঁওএর অন্তর্গত একটি বৃহৎ গৃহের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে স্বর্গ নরকের ছবি অঙ্কিত পট সকল টাঙ্গান আছে। আমরা যখন তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম তখন দুই জন ফুঙ্গিকে তথায় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহা-দের একজন ছবি সকল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এস্থানে কয়েকটি চিত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে;—

স্বর্গ;—স্বর্গগননাথী এক রাজা ও এক রাণী মণিমুক্তাময় বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বিচিত্র রথারোহণে উন্নত স্বর্গলোকে যাত্রা করিয়াছেন, কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করিলে পর এক জন স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলেন, "তোমরা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না, তোমা-দের স্বর্গলোকে গমনের অধিকার নাই।" তাঁহারা তাহাতে নিবৃত্ত হন। তাঁহাদের পশ্চাতে একজন দীনহীন লোক ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া যাইতেছিলেন, স্বর্গীয় দূত অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দেন। সেই দীনাত্মা ব্যক্তি কিয়দ্দূর পথ চলিয়া সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করেন, সেই ভয়বিপৎসঙ্কুল অরণ্যদর্শনে সে ভীত না হইয়া নির্ভরশীল অন্তরে চলিয়া যান। পরে তিনি এক শৈলমূলে উপস্থিত হন। সেখানে এক শ্বেত মাতঙ্গ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া পৃষ্ঠে ধারণপূর্ব্বক উচ্চতর পর্ব্বতোপরি লইয়া যায়। তথায় তিনি সাধুর পবিত্র বৈরাগ্য বস্ত্র প্রাপ্ত হন, সাধুর বেশে অপর শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে চলিয়া যান।

নরকযন্ত্রণা;—এক ব্যক্তি ফুঙ্গিকে ও ফয়াকে (ঈশ্বরকে) অবজ্ঞা করিত, তাহাকে তরুশাখায় বাঁধিয়া অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, কাকে তাহার চক্ষু উৎপাটন করিতেছে।

এক ব্যক্তি পিতামাতাকে অসম্মান করিত, তাহাকে উচ্চস্থান হইতে অধো-মুখে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইতেছে।

একটী নিষ্ঠুরা নারী বঁটি দ্বারা জীবন্ত কৈ মাগুর সিঙ্গী মৎস্য কাটিয়াছিল, উহার দণ্ডস্বরূপ নরকের দূত তাহার গলদেশে বঁটি দা বসাইয়া তাহাকে কাটিতেছে।

এক মেছুনী কম ওজনে মাছ বিক্রয় করিয়াছিল। ভয়ঙ্কর নরকের দূত তাহার শরীরের মাংস কর্ত্তন করিতেছে।

একজন মৎস্য শিকারী খাওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া বড়শী দ্বারা মাছ ধরিয়াছিল, নরকের দূত তাহার কণ্ঠে বড়শী বিদ্ধ করিয়া তরুশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছে ইত্যাদি।

অপর একটি বৃহৎ গৃহের ছাদে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে বুদ্ধদেবের অরণ্যযাত্রার ছবি এবং অনেকগুলি বড় বড় বুদ্ধ মন্দিরেয় ছবি অঙ্কিত।

রেঙ্গুণের সুবৃহৎ স্বচ্ছ সলিল তড়াগ (Royal Lake) বিচিত্র দৃশ্য। উহা উক্ত স্বর্ণমণ্ডিত পেগোডার অদূরে তাহার পার্শ্বেই বহু দূর ব্যাপিয়া বিদ্যমান। তড়াগটি ভুজঙ্গগতির ন্যায় বক্র। তাহার কূলে মনোহর উদ্যানশ্রেণী। অপরাহ্ণে তথায় ভ্রমণ করিতে গেলে বিশেষ আনন্দলাভ হয়। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে সেই সুবিশাল মনোহর হ্রদের বক্ষে নৌকাবিহার করা যায়। সাহেব বিবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া হ্রদের ইতস্ততঃ আমোদ করিয়া বেড়ান। সেই অপূর্ব্ব হ্রদ স্বাভাবিক না কৃত্রিম বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কতক স্বাভাবিক ও কতক দূর মনুষ্যখ্যাত এরূপ প্রতীতি হয়। যাহা হউক চিল্কা হ্রদ দর্শন করার পর এই প্রকার রমণীয় হ্রদ আর নয়নগোচর হয় নাই।

রেঙ্গুণ নগরের প্রান্তভাগে একটি Zoological Gargen হইতেছে। ৫৫ একর ভূমিতে দুই বৎসর ব্যাপিয়া তাহার কাজ চলিয়াছে, দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পশু এ পর্য্যন্ত অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইমোহন সেন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে পাইয়া অতিশয় আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

কটকে নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়।

কটক নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত দেওয়ান জগন্নাথ রাওয়ের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেবা দেবী মহিলার পাঠিকাদের নিকটে অপরিচিত নহেন। তিনি উৎকল দেশীয়া কন্যা হইলেও স্বদেশে থাকিয়া নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়বলে বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। রেবা দেবী একজন সুলেখিকা, সুকবি। ক্রমশঃ মহিলাতে তাঁহার রচিত অনেকগুলি ভাবময় গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উৎকল ভাষায় অনেক গদ্য ও পদ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক দুই তিন খানা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তক বঙ্গ ভাষা হইতে উৎকলভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি উৎকল সাহিত্য নামক সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধলেখিকা। এক সময় উৎকল ভাষায় এক খানা পত্রিকাও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। আমাদের এই কন্যার শরীর সুস্থ নয়, অর্থসম্বল নাই, এমত অবস্থায় কাহারও নিকটে কোন উৎসাহ না পাইয়া তিনি নানা বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন উৎকল কন্যাদের মধ্যে

বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য অদম্য উৎসাহসহকারে বৎসরাধিককাল হইল একটি উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি নিজে তাহার তত্ত্বাবধান ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন, এবং অনেক উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও উৎকল ভাষায় গণিত সাহিত্যাদি শিক্ষাদানের সঙ্গে শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যা ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করা হয়। এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীপ্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা দান হইয়া থাকে। প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা দান হয়, এতৎ সংক্রান্ত ছাত্রীনিবাসও স্থাপিত হইয়াছে। রেবা দেবী অভিভাবিকাস্বরূপা হইয়া নিজে ছাত্রীনিবাসে অবস্থিতি করেন। তিনি নিজের গাড়ী ও পাকাবাড়ী স্কুলের কার্য্যে ব্যবহার করিতেছেন। দিন ২ এই বালিকা বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ প্রভৃতি উক্ত বিদ্যালয় দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট মাসিক ২৫০৲ টাকা সাহায্যদানে উক্ত কন্যাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। রেবা দেবী স্কুলের কার্য্যে এরূপ জ্বলন্ত উৎসাহসহকারে ব্যাপৃত থাকেন যে, অনেক সময় তিনি নিজের আহারনিদ্রাদি ভুলিয়া যান। সংসারের গুরুভার ও সন্তানাদিসত্ত্বে একটি নিঃসহায়া অপরিণতবয়স্কা মহিলা সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখ ও বিলাসবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের প্রেরণায় কিরূপ অসম সাহসিক গুরুতর কার্য্য করিতে পারেন আমরা মা রেবাকে দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের আদরের ও স্নেহের কন্যা দীর্ঘজীবনী হইয়া ভগবানের ইঙ্গিতে স্বীয় জীবনের সৎকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ধন্য হউন, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমার কথাতো বল্‌লাম্, অন্যের কথাও একটু আদটু বলি। জাহাজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পেসেঞ্জারদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই, দেখাও হয় না। আমরা জাহাজের শেষের দিকটায় থাকি, তৃতীয় শ্রেণীর পেসেঞ্জার অনেক,—ঠিক জানি না,—প্রায় ১০০ শো ১৫০ শো হবে। এদের ভেতর অষ্ট্রেলিয়ানই বেশী, ইটেলিয়ান, আইরিস এবং অন্যান্য দেশের লোকও বোধ হয় আছে। কারো কারো তো প্রকাণ্ড শরীর, লম্বা লম্বা দাড়ী, মোটা গলা, ভয়ানক দেখ্‌তে। ইণ্ডিয়ান আমি ও বার্ম্মিজ সেই ছেলেটী, Mr. Maung Teis,—আর কেউ আমাদেব দেশের নেই। যা'হক,জাহাজে সবাই বেশ আমোদেতে থাকে। দেশে সাহেবদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে যেমন একটা সঙ্কোচ ছিল, এখানে তা কিছু নেই, তারাও আমাদের বেশ সম্মান ক'রে,—নেটিভ মনে করে না। ষ্টুওয়ার্ড ইত্যাদির তো

কথাই নেই,—সর্ব্বদা সার, সার ব'লে খুব সম্মানসূচক ভাষায় কথা বলে। থার্ড ক্লাসের ভেতর অনেক মেম ও ছেলে মেয়েও আছে। তারা সমস্ত দিন ডেকে খুব খেলা করে,—তাতে তাদেরও আমোদ হয়, আমাদেরও দেখে কত আমোদ হয়। বিকেল বেলা ডেকে প্রায় কুসি খেলা হয়। সন্ধে বেলা ছেলে, বুড়ো মেয়ে সবাই মিলে "Blind mans Chair" "Prist of the Parish" ইত্যাদি মজার মজার খেলা খেলে;—কেউ কেউ আমাকে আবার তাদের খেলা বুঝিয়ে দেয়,—আমাদের দেশে কি খেলা আছে জিজ্ঞেস করে,—মেয়েরা কি খেলা খেলে জিজ্ঞেস করে,—আমিও "কুমীর কুমীর" "কানামাছি ভোঁ" "কপাটী" ইত্যাদি যা দু একটা খেলার কথা জানি তা বলি, সেগুলি তারা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে বুঝে নেয়। ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই মিলে এরা যেমন এক সঙ্গে আমোদ করে, খেলা করে, এমন আমাদের দেশে দেখা যায় না,—এটা একটা খুব নতুন জিনিষ। কাল সন্ধে বেলা কন্‌সার্ট হ'য়েছিল, জাহাজের ব্যাণ্ড মেনেরা পিয়ানো বেয়ালা ইত্যাদি নানান রকম বাজনা বাজিয়েছিল, গানও হ'য়েছিল, দুটী ছোট ছোট মেয়ে নেচেও ছিল। আজ সকালে রবিবার ব'লে সারভিস হ'য়েছিল। সারভিসে খুব বেশী লোক হয় নি, তবে মেয়েরা প্রায় সবাই গিয়েছিলেন। আজ সন্ধে বেলা আপনারা সবাই মন্দিরে যাবেন, আমিও ডেকে ব'সে সুবিশাল জল নিধির দিগন্তব্যাপী বিস্তারের ওপরে আকাশ যে অনন্ত মন্দির রচনা ক'রেছে সেখানে সেই এক পরম পিতাকে পূজা ক'রবো।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(একজন বহুদর্শী চিকিৎসক হইতে প্রাপ্ত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ক্ষতের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে রক্তস্রাব হয়, সুতরাং উহার সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য রক্তস্রাব বন্ধ করা। ক্ষত সামান্য হইলে প্রথমতঃ শীতল জলের ধারা দিয়া উহা পরিষ্কার করিবে। সচরাচর শীতল জলের ধারাতেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি না হয় তবে একখণ্ড শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঐ স্থান টিপিয়া ধরিবে, কিম্বা ঐ বস্ত্র খণ্ডকে ডেলার মত করিয়া ক্ষতমুখে রাখিয়া আর এক খণ্ড বস্ত্রের দ্বারা উহা একটু দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিবে। দশ পনের মিনিট মধ্যে যদি ইহাতে রক্ত পাত বন্ধ না হয় তবে ঐ ডেলা উঠাইয়া লইয়া ক্ষতের উপরে এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র রাখিয়া তদুপরি এক খণ্ড বরফ রাখিয়া দিবে। সাধারণতঃ ইহাতেই অধিকাংশ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। যেখানে ধারে ও দ্রুতবেগে রক্ত বহিতে থাকে, কিম্বা ফেণকি দিয়া রক্ত ছোটে, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কোন উপায়ে তাহা বন্ধ না হয় এমত স্থলে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ উপরে সুবিধানুরূপ বাঁধিবার স্থান থাকিলে (অর্থাৎ হস্ত পদ

ও অঙ্গুল্যাদিতে ক্ষত হইলে) এক খণ্ড বস্ত্রের দ্বারা একটু আঁটিয়া বাঁধিয়া দিবে, এবং অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে, কেন না এরূপ বাঁধা অধিক ক্ষণ থাকিলে অপকার হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, যথা;—কচুর ডগার রস, থেঁতলান বা চর্ব্বিত দূর্ব্বাঘাস, গাঁদাফুলের পাতার রস, থেঁতলান, চর্ব্বিত বা শিলেতে বাটা কচি পেয়ারা ও দাড়িম্বের পাতা, বট, অশ্বত্থ ও ডুমুর বৃক্ষের রস, মাকড়সার জাল, আকন্দের রস, হরিতকী চূর্ণ কিম্বা হরিতকী ভিজান জল, ফটকিরি চূর্ণ বা তন্মিশ্রিত শীতল জল, হিরাফল চূর্ণ, মাজুফল চূর্ণ ইত্যাদি। অনেক শিক্ষিতা গৃহিণীরা আজকাল সচরাচর গৃহে ব্যবহৃত নানাবিধ ইংরাজী ঔষধ জানেন, তাঁহাদের জন্য এরূপ দুই একটি রক্তস্রাব নিবারক ঔষধের নাম করা যাইতেছে। Tin Steel একটী অতিশয় ফলপ্রদ রক্ত নিবারক। ইহাকে সমান ভাগ শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ধারা দিলে, কিম্বা বস্ত্রখণ্ড ইহাতে ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে রাখিয়া দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। যদি জল মিশ্রিত টিং ষ্টীল দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তবে অমিশ্রিত টিং ষ্টীলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া দুই তিন পুরু করিয়া ক্ষতের উপরে রাখিয়া তাহা বাঁধিয়া দিবে।

ট্যানিক এসিড বা গ্যালিক এসিড এই দুইয়ের একটীর চূর্ণ ক্ষতস্থানে রাখিয়া তদুপরি কয়েক পুরু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ম্যাটিকো Matico বলিয়া এক প্রকার শুষ্ক পত্রের চূর্ণ ডিসপেন্‌সারীতে পাওয়া যায়, উহাও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে ব্যবহার করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

মহিলার রচনা।

কে বুঝায়ে বলে?

কে বুঝায়ে বলে?
এত সাধ এত আশা
এত স্নেহ ভালবাসা
সকলি ভাসিয়ে যায়
কাল-স্রোত-জলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে?

(২)

কে বুঝায়ে বলে?
সাধনার ধন যাহা
হারাইয়ে যায় তাহা
শত যতনেও আর
খোঁজ নাহি মেলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে?

(৩)

কে বুঝায়ে বলে?
'আমার' নিশ্চয় যাহা
সেও পর হয় আহা!
নিমেষে হৃদয়-ধন
কোথা যায় চ'লে,

এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৪)

কে বুঝায়ে বলে ?
পলক পড়িলে চ'খে
তৃপ্ত নহি যারে দেখে
দিনান্তে দেখে না সে যে
দুটী আঁখি তুলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৫)

কে বুঝায়ে বলে ?
যে গৃহে আনন্দ প্রীতি
জাগা'ত স্বর্গের স্মৃতি
সে গৃহ শ্মশানসম
দেখে বুক জ্বলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৬)

কে বুঝায়ে বলে ?
পরম প্রীতির ঠাঁই
তা'ও হয় 'দূর ছাই'
(যেন) অমর অমৃত ভাণ্ড
পূরিত গরলে!
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৭)

কে বুঝায়ে বলে ?
মরা বাঁচা একি কথা
বুকে পেয়ে নানা ব্যথা
তবুও থাকিতে হয়
এ অবনী তলে!

এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৮)

কে বুঝায়ে বলে ?
জ্ঞানী বা পণ্ডিত, মূর্খ
(হোক্ বুদ্ধি মোটা, সূক্ষ্ম,)
সকলে স্বার্থের বশে
এক ভাবে চলে,
পরের সুখের লাগি
কেহ নহে আত্মত্যাগী
আপন সুযোগ তরে
পরে পা'য় দলে!
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৯)

কে বুঝায়ে বলে ?
ভাঙিতে ভবের ভুল
পেতে যাঁর তত্ত্বমূল
জ্ঞানীরা অন্বেষে সদা
অন্তশ্চক্ষু খুলে,
সে তত্ত্ব অজ্ঞাত কেন
এত চেষ্টা ফলে ?
অপূর্ণ ও পূর্ণতায়
যে গঠিল বিশ্বকায়
তাহার চাক্ষুষ দ্রষ্টা
নাহি ভূমণ্ডলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(১০)

কে বুঝায়ে বলে ?
কেন এই অপূর্ণতা
কেন এই মোহব্যথা
না বুঝে বিস্ময়ে প'ড়ে
ডাকিতেছি রোলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
(কেহ যদি জেনে থাক)
দাও মো'রে ব'লে ॥

বরাহনগর। একটী দুঃখিনী।

সংবাদ।

শারদীয় ছুটী উপলক্ষে বিগত ২৪শে আশ্বিন হইতে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয় ও তৎসংক্রান্ত বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য এক মাসের জন্য বন্ধ হইয়াছে। বালিকাদিগের সাপ্তাহিক নীতিবিদ্যালয় এবং বালকদিগের নীতিবিদ্যালয়ও একমাস বন্ধ থাকিবে। মহিলাবিদ্যালয়সংক্রান্ত কয়েকটী শিক্ষিতা মহিলা, প্রতিশনিবার প্রাতঃকালে বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দান করেন, ২।৩ জন শিক্ষিত যুবক রবিবার দিন কতিপয় বালককে নীতি বিষয়ে উপদেশাদি দান করিয়া থাকেন। মহিলাবিদ্যালয়ের এক প্রকোষ্ঠে তাহার কার্য্য হয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার জন্য এ বৎসর অতিরিক্ত দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পরম আহ্লাদের বিষয় যে, শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত ইণ্ডিয়া কাউন্সেলের মেম্বর মনোনীত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীর এরূপ উচ্চপদ হয় নাই। তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অনুরোধে বৎসরের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডে বাস করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে শীত ঋতুতে দেশে থাকিতে পারিবেন। তিনি ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ষ্টেটস সেক্রেটারীর কউন্সেলের অন্যতর সদস্য হইয়াছেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল ষ্টেটস্ সেক্রেটরীর আজ্ঞাধীন্। কে, জি গুপ্ত যোগ্যতা সহকারে উড়িষ্যা বিভাগে কমিশনরের কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে একসাইস কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তিনি সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অবস্থাবিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সুযোগ্য লোক সেই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদ্বারা দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে আশা করা যায়। ভগবানের হস্তে তিনি ব্যবহৃত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

ইতিমধ্যে এক দিন বীডনপার্কে স্বদেশী বক্তৃতার সময় স্বদেশী যুবকদল ও পুলিশে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় দলে মারপীট জখমী হইয়াছিল, শ্রুত হইল অনেক গুলি পাহারাওয়ালা গুরুভর রূপে আহত হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় লইয়াছে। তাহার একদিন পরে কলেজস্কোয়ারে পুলিশ ও বাঙ্গালী যুবকদলে ভীষণ দাঙ্গার আয়োজন হইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে হইতে পারে নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের এরূপ আদেশ হইয়াছে যে, কলিকাতায় কোন পার্কে আর কেহ রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদির জন্য সভা-

সমিতি করিয়া বক্তৃতাদান করিতে পারিবে না। পূর্ব্ববঙ্গে ও পঞ্জাবে ইতিপূর্ব্বে গবর্ণর জেনারেলের আদেশে তদ্রূপ সভাসমিতি ও বক্তৃতা বন্ধ হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক যে, রাজবিদ্রোহিতাসূচক লেখা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বিচারাধীন ছিলেন, প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু প্রিণ্টারের তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। বক্তৃবর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্রপাল উক্ত সম্পাদকের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দান না করাতে আদালত অবমাননা করার অপরাধে ৬ মাসের জন্য কারাবাসী হইয়াছেন। যুগান্তর পত্রিকা সম্পাদক এক বৎসরের জন্য কারাবাসী হইয়া আছেন। বারিষ্টার বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতায় রাজবিদ্রোহিতার ভাবপ্রকাশ করাতে ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছেন। বরিশালে একজন মোসলমান স্বদেশী বক্তা, এবং গিরিডিতে একজন বাঙ্গালী বক্তা, কলিকাতার সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক রাজবিদ্রোহিতার পরিপোষক বলিয়া বিচারাধীন আছেন।

মূল কোরাণ শরিফের সটীক বঙ্গানুবাদের তৃতীয় সংস্করণ সংশোধিত আকারে উত্তম রূপে হইতেছে। আগামী মাঘ মাসের প্রথম ভাগে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যত্ন করা যাইতেছে। ইহার মূল্য বোর্ড বাইণ্ডিঃ ৪৲, উত্তম বাঁধা ৪৷৷০ নির্দ্ধারিত হইবে। এই কার্য্যে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় হইতে চলিল। যিনি আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে নাম ধাম লিখিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাকে ৪৲ স্থানে ৩৲ এবং ৪৷৷০ স্থানে ৩৷৷০ মূল্যে উক্ত পুস্তক দেওয়া যাইবে। তাঁহা হইতে ডাক মাশুল গৃহীত হইবে না। ভরসা করি গ্রাহক মহাশয়গণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রেরিত।

অনাথাশ্রম।

কঙ্কালাবশিষ্ট অসহায় জীর্ণ শীর্ণ অনাথ শিশুর মলিন মুখের দিকে তাকাইলে কোন্ প্রাণ না বিগলিত হয়? আমরা বিধাতার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বুঝিয়া হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত গিরিডিনামক স্বাস্থ্যনিবাসে একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া অনাথদিগের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ, অনাথদিগের আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সাধনে দানশীল দাতাদিগের সাহায্যই একমাত্র উপায়। আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে আমাদিগের কার্য্যারম্ভের সঙ্কল্প। আশা করি উন্নতমনা দাতাগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট স্ব স্ব দেয় প্রেরণ করিয়া এ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

বিধান আশ্রম
মোরাদপুর পোঃ
পাটনা।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
শ্রীগণেশ প্রসাদ।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

জোয়ার ভাটা *।

সমুদ্রের জল উঠিতেছে ও পড়িতেছে, যেন কি এক মহানন্দে নৃত্য করিতেছে। এক দিবা রাত্রিতে দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। কিন্তু প্রত্যহ একই সময়ে জোয়ার হয় না, আজ যদি দ্বিপ্রহরে হয় তবে কাল ১টার সময় জোয়ার হইবে। এক সপ্তাহ পরে, আজ যখন জোয়ার হইল, ঠিক সেই সময়ে ভাটা হইবে। দুই সপ্তাহ পরে আবার আজিকার জোয়ার ও ভাটার সঙ্গে সময় মিলিয়া যাইবে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বেশী জোরে জোয়ার ভাটা হয়। কেন হয় তাহার ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে।

কোন কোন বিশেষ স্থান হইতে দেখা যায় যে চন্দ্র মাধ্যাহ্ন রেখা meridian line পার হইয়া যাইবার কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে জোয়ার আসে। শূন্য পথের যে অংশটি সূর্য্য মধ্যাহ্ন সময়ে অতিক্রম করে সেই অংশটিকে মাধ্যাহ্ন রেখা (meridian) বলা হয়।

চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাটা হওয়ার যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা বহু প্রাচীন কাল হইতেই লোকে অনুভব করিয়াছিল। পরে ভুবনবিখ্যাত নিউটন পণ্ডিত এই ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। নিউটনও ইহার সম্যক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। সে ব্যাখ্যা পরে দিয়াছিলেন একজন ফরাসী পণ্ডিত। তাঁর নাম ল্যাপলাস্। নিউটনের কথাই আলোচনা করা যাউক।

নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম আবিষ্কার করেন তাহা এই যে, জগতের প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। যখন একটি ঢিল ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়, পৃথিবীর আকর্ষণে সেটি পৃথিবীর উপরেই আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু যেমন ঢিলটির প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে, তেমনি ঐ ঢিলের প্রত্যেক পরমাণুও পৃথিবীর পরমাণুকে আকর্ষণ করে। ঢিলটী পৃথিবীর দিকে যায়, আবার পৃথিবীও ঢিলটীর দিকে যায়। অবশ্য যে বস্তুটি যত বড় এবং ভারি তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে বেশী হইবে। সেই জন্য পৃথিবী ঢিলটী অপেক্ষা যে পরিমাণে বড়, তাহার ঢিলটীর দিকে গতিও সেই পরিমাণে কম। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় ঢিলটী কিছুই নহে। সেইজন্য তাহার আকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় কিছুই নহে। এই মাধ্যাকর্ষণ

* বিগত ১৬ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতাদান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

শক্তির নিয়মে সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবী সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে। আবার পৃথিবী এবং চন্দ্র পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে।

গননার সুবিধার জন্য নিউটন প্রত্যেক জড়পিণ্ডের মধ্যবিন্দুতে আকর্ষণের সমুদায় শক্তি ঘনীভূত বলিয়া ধরিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়মকে বাঙ্গলায় মাধ্যাকর্ষণ বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কেবল মধ্যবিন্দু মধ্য বিন্দুকে আকর্ষণ করে তাহা নহে।

পৃথিবীর উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ কিরূপ সেই কথা আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর উপরিস্থ অংশ কঠিন। কঠিনাংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু এই কঠিনাংশ যদি সম্পূর্ণরূপে জলের দ্বারা আবৃত মনে করা যায় তবে এই জলাংশ কঠিনাংশ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নড়িতে চড়িতে পারে।

পৃথিবীর যে কঠিনাংশ তাহার উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ তাহা মধ্য বিন্দু প তে ঘনীভূত ধরা যাউক।

প—পৃথিবীর কেন্দ্র

চ—চন্দ্রের কেন্দ্র

গ প থ—একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র চ ও ব্যাসার্দ্ধ চ প।

চন্দ্রের আকর্ষণে প স্থিত জল যত দূর নড়িবে ক স্থিত জল তদপেক্ষা বেশী দূর নড়িবে এবং খ স্থিত জল তদপেক্ষা কম দূর নড়িবে। এইজন্য এই কারণে ক ও খ স্থিত জল পুঞ্জীভূত হইবে, এবং সেখানে জোয়ার হইবে। সুতরাং গ ও খ স্থিত জলরাশি কম হইয়া যাইবে, এবং সেখানে ভাটা হইবে। এইরূপ হইলে জলাবৃত পৃথিবীর একটি ডিম্বাকৃতি আকার হইবে।

ইহা সকলেই জানেন যে পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে চন্দ্রও পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। চন্দ্র যদি স্থির থাকিত তবে পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় দুবার জোয়ার দুবার ভাটা হইত। ঐ ডিম্বাকৃতি জলরাশি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া আসিত। কিন্তু চন্দ্র পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে সেইজন্য কোন স্থানের মাধ্যাহ্ন রেখা meridian ঠিক চন্দ্রের সম্মুখীন হইতে ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট লাগে। কিন্তু চন্দ্র কোন স্থানের মাধ্যাহ্ন রেখা (meridian) ঠিক পার হইবার সময়েই জোয়ার হয় না, কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ হইতে ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। কেন এরূপ হয়, ইহার কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

জোয়ার ও ভাটার ভিতরে সূর্য্যের শক্তি ও কার্য্য করিতেছে। করিবারই কথা। পৃথিবী হইতে চন্দ্র যত দূরে সূর্য্য তদপেক্ষা ৩৯০ গুণ দূরে। কিন্তু চন্দ্রের যত ওজন সূর্য্যের ওজন তদপেক্ষা ২৭ লক্ষ গুণ বেশী। অঙ্ক কসিয়া দেখা যাইতে পারে যে

চন্দ্রের আকর্ষণ যদি ১১ আনা ধরা যায়, সূর্য্যের আকর্ষণ তবে ৫ আনা। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় চন্দ্র ও সূর্য্য সমরেখায় থাকে, সেইজন্য উভয়ের আকর্ষণ মিলিয়া যে জোয়ার হয়, তাহা বেশী জোরে হয় বলিয়া তাহাকে "কোটালে জোয়ার" বলে। সপ্তমী অষ্টমীতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমরেখায় থাকে না, সে সময় জোয়ার কম হয়। কোটালে জোয়ারের সময় চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ মিলিয়া ১৬ আনা হয়, কিন্তু "মরা জোয়ারে" (neaptide) চন্দ্রের ১১ আনা আকর্ষণ হইতে সূর্য্যের ৫ আনা বাদ যায় সেই জন্য তাহার আকর্ষণ শক্তি মাত্র ৬ আনা হয়।

জোয়ার ভাঠা একটী তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গে জল ঠিক এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় না। একটি পুষ্করিণীতে যদি একটি ঢিল ফেলা হয় তবে চারি দিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়। পানা প্রভৃতি ভাসমান লঘু দ্রব্যগুলি তরঙ্গে উঠে নামে নৃত্য করে, কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তীর পর্য্যন্ত আনীত হয় না। তরঙ্গ অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু স্রোত অর্থাৎ জলের গতি হয় না। জোয়ার ভাটাও একটি তরঙ্গ স্রোত নহে। কিন্তু সমুদ্রের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সেখানে অসীম জলরাশির ভিতরে জোয়ারের উচ্ছ্বাস তরঙ্গেরই সঞ্চার করে, স্রোত করিতে পারে না, কিন্তু নদী নালাতে এই তরঙ্গের কারণেই শ্রোতের সঞ্চার হয়। ইহাকেই "পদ্মার বান" ডাকা বলে।

পৃথিবীর উপরিভাগ যদিও কঠিন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর এখনও তরল অবস্থায় আছে। এখনও আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসে ভূমধ্য হইতে গলিত উষ্ণ প্রস্তররাশি বিনির্গত হয়। বহিঃস্থ কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে এই তরল বস্তুর উপর সূর্য্যেরও চন্দ্রের আকর্ষণ কি কোন কাজ করিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে অভ্যন্তরস্থ তরল অংশে জোয়ার ভাটা খেলিবার সুযোগ হয় না। কিন্তু ভূপঞ্জরের উপর এই তরল অংশ চন্দ্রের আকর্ষণে কোথাও কম কোথাও বেশী জোরে আঘাত করিতেছে। সম্ভবতঃ ভূমিকম্পের ইহা একটী অন্যতম কারণ।

জোয়ার ভাটার জন্য যে ডিম্বাকৃতি জলরাশি ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত ঘুরিতেচে তাহার ঘর্ষণে পৃথিবীর আহ্নিক গতিও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যখন সমুদায় পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল তখন সূর্য্যের আকর্ষণে সেই তরল পদার্থের উপর যে জোয়ার ভাটা হইত, তাহারই প্রভাবে পৃথিবী হইতে যে কতটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তাহাই চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখন চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা হইতেছে, চন্দ্র যখন তরল অবস্থায় ছিল, পৃথিবীর আকর্ষণে অবশ্য তাহার উপরে বহু গুণ প্রবল ভাবে জোয়ার ভাটা হইত। সেই জোয়ার ভাটার ঘর্ষণে চন্দ্রের আহ্নিক গতি ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া আবর্ত্তন ও কক্ষ বেষ্টনের সময় এক হইয়া গিয়াছে। জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহের যে চারিটি উপগ্রহ আছে তাহাদেরও এইরূপে চন্দ্রের ন্যায় অবস্থা লাভ হইয়াছে। এবং শুক্র (Venus) ও বুধ (Mercury)

গ্রহেরও দিন ও বৎসর সমান হইয়াছে। পৃথিবী অপেক্ষা বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয় সূর্য্যের অনেক নিকটে, সূর্য্যের আকর্ষণে তাহাদের বক্ষে প্রবল জোয়ার ভাটা হওয়াতেই তাহাদের এরূপ অবস্থা প্রাপ্তির কারণ। ক্রমে পৃথিবীর আহ্নিক গতিও মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এবং এমন দিন আসিবে যেদিন পৃথিবীও শুক্রাদির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তখন পৃথিবীও তাহাদের ন্যায় তৃণপত্রহীন জীব জন্তু হীন নিষ্পন্দ দশা প্রাপ্ত হইবে।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না। বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিঙ্গনা	॥০
" বৈকুণ্ঠনাথ দাস,	বালেশ্বর	১৷০
" রায় উমাকান্ত দাস,	আগরতলা	২৲
" রাধানাথ ঘোষ,	টাঙ্গাইল	১৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর,	কলিকাতা	২৲
" সুহাসিনী ভিগুা,	অমৃতশহর	২৲
শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিঙ্গনা	২৲
" হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
" রাজা মহিমরঞ্জন রায়,	কাকিনিয়া	২৲
" বৈকুণ্ঠনাথ দাস,	বালেশ্বর	২৲
" রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর,	আগরতলা	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী সচীবালা রায়,	বানীবন	২৲
" ক্ষীরোদা সুন্দরী দত্ত,	কুমিল্লা	২৲
" সুধাংশুপ্রভা ঘোষ,	কাণপুর	২৲
" এম্ এল্ গুপ্ত,	হোসেঙ্গাবাদ	২৲
" নির্ম্মলাসুন্দরী সেন,	পূর্ণিয়া	২৲
" ইন্দুমতী দাস,	ঢাকা	২৲
" বিন্দুবাসিনী সেন,	চট্টগ্রাম	২৲
" কিরণময়ী সেন,	ঢাকা	২৲
" সুরবালা সেন,	বরিশাল	২৲
" কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
" দীনতারিণী দেবী,	ভাগলপুর	২৲
" হৈমবতী চৌধুরী,	সেরপুর	২৲

শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিঙ্গনা	॥০
„ মধুসূদন রাও,	কটক	২৲
„ অমৃতলাল সরকার,	কলিকাতা	২৲
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,	পুরী	২৲
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ,	কটক	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র রায়,	ফয়জাবাদ	২৲
„ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
„ রাজা মহিমরঞ্জন রায়,	কাকিনিয়া	২৲
„ প্রসন্নকুমার চৌধুরী,	বগুরা	২৲
„ জগচ্চন্দ্র রায়	মুন্সিগঞ্জ	২৲
„ মাধবচন্দ্র ঘটক	পাথরাইল	২৲
„ রায় উমাকান্ত দাস,	আগড়তলা	২৲
„ রামলাল	ভাগলপুর	১৲
„ নলিনীবন্ধু ভৌমিক,	ভাগলপুর	১৷৵০

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী সেন,	পূর্ণিয়া	২৲
„ দীনতারিণী দেবী	ভাগলপুর	২৲
„ হৈমবতী চৌধুরী,	সেরপুর	২৲
শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
„ দীননাথ সরকার,	ধুবড়ী	২৲
„ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার,	পিণ্ডিদাদন খাঁ	২৲
„ মহিমচন্দ্র দে,	কুলুম্বী	১৲

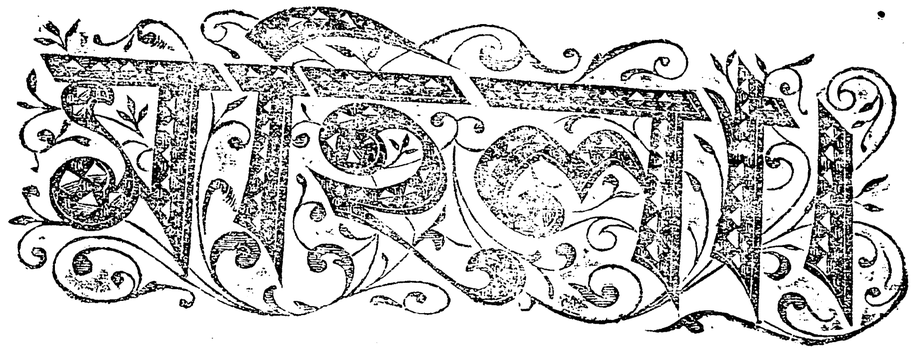

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] কার্ত্তিক ১৩১৪ ; নবেম্বর ১৯০৭। [৪র্থ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বিধাতা জননীর উপর শিশুগণের চরিত্রগঠনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবিষয়ে জননীর গুরুতর দায়িত্ব। কোমল-প্রকৃতি শিশু মাতৃস্তন্য-পানের সঙ্গেই তাঁহার চরিত্র ও ভাবভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে। মাকে খিট্‌খিটে রাগী দেখিলে তাহার স্বভাবও সেই রূপ হয়, মার কোমল ভাব প্রকাশ পাইলে সে কোমলপ্রকৃতি হইয়া-থাকে। স্তন্যপানের সময় শিশু মায়ের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। মায়ের চক্ষু প্রেমার্দ্র মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও প্রফুল্ল দেখিলে, তাহার মুখে মধুর হাসি প্রকাশ পায়, সে শান্ত ভাব ধারণ করে; সে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠে। মায়ের সরলতা ও সত্য-বাদিতায়, শিশু সরল ও সত্যবাদী হয়, তাঁহার কুটিলতা ও অসত্যাচরণে এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারে, সে কুটিল, অসত্যাচারী নিষ্ঠুর হইয়া উঠে।

জননী শিশুর প্রথম প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি অনেক সময় বালক বালিকা দিগকে নীরবে কেবল নিজের চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। জননীর চরিত্রকে শিশু আদর্শ করিয়া চলে। তাহার পক্ষে উহাই বেদ বেদান্ত।

সুনীতি পরায়ণা সুমাতা সহজে আকার ইঙ্গিতে যেমন শিশুদিগকে নীতি শিক্ষা দিতে পারেন অন্যে শত চেষ্টাতেও সেরূপ শিক্ষাদান করিতে সুক্ষম হয় না। প্রত্যেক পরিবার সেই পরিবারস্থ শিশুদিগের প্রথম শিক্ষার পাঠশালা, জননী তাহা-দিগের শিক্ষয়িত্রী। এখানে শিশুদিগকে পুস্তক পড়িতে হয় না, বড় বড় উপদেশ শুনিতে হয় না। সুমাতার চরিত্রই পুস্তক ও উপদেশ, এখানে নিঃশব্দে শিক্ষাদান ও নিঃশব্দে শিক্ষা প্রাপ্তি হয়। এই বিদ্যালয়ে যে সকল বালক বালিকা ভাল শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহারা মহাত্মা লোক হইয়া থাকে।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে দেশোন্নতি ও নারীজাতির উন্নতি।

তৃতীয়।

বঙ্গদেশ এতকাল জড়প্রায় নিদ্রিত ও নির্জ্জীব ছিল। আজ তাহার জাগ্রত জীবন্ত ভাব। যুবা বৃদ্ধ বালক ও স্ত্রীলোক "স্বদেশ স্বদেশ" বলিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শুভলক্ষণ, জীবনের লক্ষণ। মহোদ্যমী জীবন্ত পুরুষ ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি বঙ্গ বিভাগরূপ একটি ঢিল ছুড়িয়াছিলেন, তাহাতেই এদেশের এরূপ সজীব ভাব হইয়াছে। উক্ত রাজপ্রতিনিধি নিন্দা কটূক্তিলাভের পরিবর্ত্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাইবার যোগ্য। তিনি একার্য্যটি না করিলে আজ বাঙ্গলা দেশ জাগিয়া উঠিত না, স্বদেশী কাপড়, স্বদেশী লবণ ও স্বদেশী চুরুট ইত্যাদি স্বদেশী দ্রব্যের এত কাটতি হইত না; স্বদেশী শিল্পজাতের উন্নতিসাধনে সকলে এত উৎসাহ ও মত্ততা প্রকাশ করিত না। প্রথমে "বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হইল" বলিয়া মহা রোল উঠিয়াছিল, কিয়দ্দিনের মধ্যে সেই কোলাহলের নির্ব্বাণ হয়; অঙ্গচ্ছেদ স্বদেশীতে পরিণত হইয়া যায়। এক্ষণ স্বদেশী বস্ত্রাদির উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে স্বদেশপ্রিয় সমস্ত বাঙ্গালী বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অনেক ভদ্র যুবা স্বহস্তে তাঁত চালাইয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, নিজেরা বিলাতী বিলাস দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, গরিবাণা চালে চলিতেছেন। অনেকে চাকুরীর মায়াও ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্বদেশের জন্য এরূপ ত্যাগস্বীকার সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। বিলাতী বস্ত্রের অধিকতর কাটতি এবং তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য এদেশের তাঁতীদের ব্যবসায় এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল, তাহাদের উদরে অন্ন জুটিতেছিল না, তাহারা অন্নাভাবে সপরিবারে হাহাকার করিতেছিল, আজ কাল আর তাহাদের সেরূপ দুঃখের অবস্থা নয়। দেশীয় তাঁতীদের ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। ইহা জাগ্রত ভাব ও আন্দোলনের ফল। কিন্তু এক্ষণও বস্ত্রবয়নের উপযুক্ত সূত্র এদেশে প্রস্তুত হইতেছেনা, বিলাতী সূতায় স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে বিশেষ ফল হইতেছে না। বোম্বাইয়ের একজন কাপড়ের কলওয়ালা বড় মানুষ হইল, একজন লোক বড় মানুষ হইলে স্বদেশের আর উন্নতি কি? বাহুল্যরূপে কাপড়ের কল চালাইয়া শস্তাদরে উৎকৃষ্ট কাপড় বিক্রয় করিতে না পারিলে বিলাতের তাঁতীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উঠা দুষ্কর। দুর্ম্মূল্যে অপকৃষ্ট কাপড় অনুরোধ উপরোধে গরিব লোকেরা কত দিন খরিদ করিতে পারিবে?

দেশী বস্ত্র, দেশী লবণ এবং দেশী চুরুট বিক্রয়ের আধিক্যে স্বদেশের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইতে পারে না। স্বদেশবাসীদিগের জীবন ও চরিত্রের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল এ সকল বাহিরের জিনিষে উৎসাহ উদ্যম বদ্ধ রাখিলে স্বদেশের বিশেষ মঙ্গল কি হইতে পারে? বিশেষতঃ এক মণ দুগ্ধে একবিন্দু

গোমূত্র প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন সমস্ত দুগ্ধ বিষাক্ত ও বিকৃত হয়, তদ্রূপ ক্রোধ বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন সৎকার্য্য করিলে সেইকার্য্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ হয় না; উক্ত কার্য্যে শুভ ফল না হইয়া বরং অশুভ ফল হয়। বালক বালিকাদি ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকেরা যদি স্বদেশীয় বস্ত্রাদির উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে ইংরাজ রাজা, রাজপুরুষ এবং ইংরাজজাতির প্রতি নিন্দা কটূক্তি ও ক্রোধ বিদ্বেষ উপার্জ্জন করে তাহা হইলে স্বদেশের কল্যাণ কোথায়? স্বীকার করি ইংরাজদিগের বহু দোষ ও ত্রুটি আছে, গুণ কি তদপেক্ষা অধিক নয়? তুমি দোষের জন্য নিন্দা করিবে, গুণের জন্য তাঁহাদের প্রশংসা করিবে না কেন? ইংরাজ জাতি হইতে আমরা যে সকল মহোপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না কেন? গুণকীর্ত্তন যদি করিতে না পার, করিও না; নিন্দাও করিও না, স্বদেশের কাজ করিয়া যাও। দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা কটূক্তির জন্য যত গোলযোগ বাড়িয়াছে, ইহা কি কেহ বুঝিতে পারে না? একটী আখ্যায়িকা স্মরণ হইল;—একটী মোসলমান সাধ্বী নারীর নিকট এক ব্যক্তি মস্তকে পটি বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়া "শিরঃপীড়া হইয়াছে, বিধাতা আমাকে বড় কষ্টে ফেলিয়াছেন" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার বয়স কত?" সে বলিয়াছিল, "ত্রিশ বৎসর।" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি এত দিন সুস্থ, না রুগ্ন ছিলে?" সে বলিয়াছিল, "এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমার আর কখনও কোন রোগ হয় নাই, আমি সুস্থ ছিলাম, এবারই কেবল শিরঃপীড়ায় ক্লেশ পাইতেছি।" ইহা শুনিয়া সাধ্বী বলিলেন, "এত দিন তুমি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে কেন ধারণ কর নাই? যাই একটু অসুখ হইয়াছে নিন্দার চিহ্ন ধারণ করিয়া লোকদিগকে বলিয়া বেড়াইতেছ, তোমার এ কিরূপ স্বভাব?" এত কাল ইংরাজরাজের ও ইংরাজ জাতির নিকটে রাশি রাশি উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নাই, গুণ সকল আচ্ছাদিত রাখিয়া কেবল কল্পনাবলে দোষের সৃষ্টি করিয়া বা তিলপ্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ বাড়াইয়া, নিন্দা করিয়া বেড়াইয়া কি কল্যাণ হইবে? অসত্য, অহঙ্কার, কৌশল চতুরতা কোন ব্যাপারে থাকিলে সমুদায় পণ্ড হইয়া যায়। ইহা মনে করিতে হইবে।

মানসিক উন্নতি, জীবনের কল্যাণ হয়, বালক বালিকারা এরূপ কি শিক্ষা পাইতেছে? তাহারা কি দৃষ্টান্ত লাভ করিতেছে? দেশী জিনিষের চিন্তার সঙ্গে তাহাদের মস্তিষ্কে যে ইরাজজাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ প্রবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের মস্তিষ্কে যে কেবল দেশী কাপড় ও দেশী লবণ ইত্যাদির চিন্তার সঙ্গে ইংরাজের প্রতি দ্বেষ হিংসা বিরাজ করিবে। এ দেশের যদি

কখনও মঙ্গল হয় জীবনের উন্নতিতে ধর্ম্মোন্নতিতে হইবে, ভক্তি কৃতজ্ঞতাতে হইবে, এই সকল দেব ভাবের বৃদ্ধিতে হইবে। ইহার বিপরীত ভাব—দৈত্যভাব; অবিনয়, অভক্তি, অকৃতজ্ঞতা। দেবভাবে জাতীর সমুত্থান হয়, দৈত্যভাবে কখনও হয় না। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে শ্রীচৈতন্য হরিনামের আন্দোলনে ও মত্ততায় এ দেশকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনের মূল মন্ত্র ছিল, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ।" নিজে তৃণের ন্যায় অতিশয় নীচ হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং অমানী হইয়া অন্যকে মানদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। গর্ব্বিত ভাবে কুৎসা নিন্দা রটনা করিয়া শ্রদ্ধেয় সম্মানিত লোকদিগকে সাধারণের নিকটে ঘৃণিত নিন্দিত ও অপদস্থ করিয়া, প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাদের ছবি পর্য্যন্ত পুড়িয়া কি দেশের উদ্ধার হইবে? এ সকল বিলাতী বিকৃত ভাব, এ দেশের উচ্চ ভাব নয়। একদিকে ইংরাজরাজের বিপক্ষকে স্বর্গে তোলা, নিজেরা অশ্বস্থানীয় হইয়া তাহার গাড়ী পর্য্যন্ত টানিয়া মহা ঘটা করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করা, আর এক দিকে ইংরাজের সপক্ষকে রসাতলে প্রেরণ করা—তাহার ছবি প্রস্তুত করিয়া গলায় জুতা ঝুলাইয়া হাজার২ লোকের সম্মুখে সেই ছবি পুড়িয়া ফেলা, এই দুই বিলাতের বিকৃত ভাব। অন্তরের এই সকল বিলাতী বিকৃত ভাব বর্জ্জন না করিয়া, কেবল বাহিরে ২।৪টা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিলে এই পতিত দেশের কি উদ্ধার হইবে? এ দেশের ভাব, ভারতের আর্য্য জাতির ভাব—যোগভক্তি প্রেম কৃতজ্ঞতা, এই পুণ্যভূমি স্থিত আর্য্য পুরুষদিগের ভাব বিনয় বিশ্বাস বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা, এ দেশের ভাব রাজভক্তি। তাহা ছাড়িলে এ দেশের কখনও উন্নতি হইবে না, বরং অবনতি ঘটিবে। মহর্ষি পরাশর যাজ্ঞ বল্ক্য, ভক্তাবতংশ শ্রীচৈতন্য, মহামুনি গৌতম ও শ্রীনানক প্রভৃতি আর্য্য মহাপুরুষগণ এ সকল উচ্চ স্বর্গীয় ভাব উপদেশ ও চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা বিকীর্ণ করিয়া ভারতে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা পূজ্যপাদ আর্য্য মহাপুরুষদিগের পদচিহ্নের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বিলাতী কুরীতির অনুকরণ করিলে এ দেশের কখনও উদ্ধার হইবে না। স্বদেশীর স্বদেশী ভাবে কার্য্য করা সমুচিত। অন্যথা "স্বদেশী স্বদেশী" বলিয়া চিৎকার করিয়া বেড়ান উপহাসের ব্যাপার।

মহামান্য প্রধান শাসনকর্ত্তা ও রাজপুরুষদিগকে "শূওর, গাধা, পাগল" ইত্যাদি শব্দে গালি না দিয়া, তাঁহাদের দোষ ত্রুটি হইলে ভদ্ররীতিতে সুপ্রণালী মতে প্রদর্শন করিলে শুভ ফল হয়। সকলেই জানেন ইংরাজ জাতি বাণিজ্য প্রধান জাতি। বাণিজ্য প্রভাবেই পৃথিবী মধ্যে তাঁহাদের অতুল ধন সম্পত্তি ও প্রভুত্ব। বাণিজ্যোপলক্ষেই ৮।১০ হাজার ক্রোশ দূর হইতে সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া তাঁহারা এদেশ অধিকার করিয়াছেন। এ দেশের আধিপত্যে তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ

আছে। তাঁহারা নিঃস্বার্থ দেবতা নহেন। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাঁহারা এ দেশের যত টা উন্নতিসাধন করিতে পারেন তাহাতে প্রস্তুত। আমরা সামান্যাবস্থাপন্ন লোক। আমরা কি করি? আমরা কি নিঃস্বার্থভাব ও অপক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়া থাকি? আফিসে কোন কাজ খালি হইলে তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের যদি পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, সচরাচর কি ঘটিয়া থাকে? আফিসের বড় বাবু যে প্রদেশের লোক তিনি সেই দেশের আপনার লোককেই সেই কাজে ভর্ত্তি করিয়া লন। অপর প্রদেশের উপযুক্ত লোককে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া স্বার্থসাধন করেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

কাহারও দোষ প্রদর্শন অন্যায় বলা যায় না। কিন্তু দোষ এইরূপে প্রদর্শন করিতে হইবে যেন দোষী ব্যক্তি ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়া তৎসংশোধনে যত্নবান্ হয়। নিন্দা কটূক্তি করিলে কোন পক্ষে শুভ ফল হয় না, যাহার নিন্দা করা যায় সে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়, এবং নিন্দুক ও অধোগতি লাভ করে। রাজা ও রাজপুরুষদিগের দোষ ত্রুটি হইলে তাহা প্রদর্শন আবশ্যক। সভ্য ও সুবিবেচক রাজা ও রাজপুরুষগণ তাহা জানিয়া আত্ম সংশোধনে প্রস্তুত। তজ্জন্য তাঁহারা প্রজা সাধারণকে বলিবার ও লিখিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। অন্যথা সেই স্বাধীনতা প্রজাকে দান করিতেন না। রাজা ও রাজপ্রতিনিধি এবং রাজপুরুষদিগের শাসনকার্য্যে দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে সুপ্রণালী মতে ভদ্র রীতিতে শান্ত ও বিনীত ভাবে বলিলে বা লিখিলে সুফল হয়। গর্ব্বিত ভাবে কতক গুলি পরুষ বাক্য বলিলে, গাল দিলে কে শ্রবণ করিতে প্রস্তুত? তাহাতে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। বিলাতে সহস্র সহস্র ইংরাজ নরনারীর সম্মুখে ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাদের ভোজ্য পরিচ্ছদাদির বিষয়ে ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ দ্বারা যে সকল অত্যাচার হইয়াছিল সদ্ভাবে স্পষ্ট বাক্যে আবেদন বা অভিযোগের ভাবে বলিয়াছিলেন, সকলেই শান্তভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন, বন্ধুভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্ত তাঁহাদিগকে প্রেমভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাহা বলিবার বলিয়াছিলেন, বয়টক করিয়া তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার শতগুণ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি আমি যদি গুণদর্শনে অন্ধ হইয়া কেবল দোষ খুঁজিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াই, তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেই হইবে।

হাঁ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র এক সময়ে এক ভাবে বলিয়াছিলেন, "তরবারি দ্বারা ভারত শাসন না করিয়া ক্রাইষ্টের spirit এ শাসন করিলে মঙ্গল হইবে।" ক্রাইষ্টের শিষ্য ইংরাজগণ ঠিক ক্রাইষ্টের স্বর্গীয় ভাবে চালিত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন ইহা আমরা বলিতেছি না।

আচার্য্যের উচ্চ উচ্চ উপদেশ তাঁহার সাক্ষাৎ অনুগামী নববিধানবাদী ব্রাহ্মগণও কত টুকু পালন করিয়া চলেন। ক্রাইষ্ট যেমন "শত্রু দক্ষিণ গণ্ডেচড় মারিলে বাম গণ্ডও ফিরাইয়া দিবে, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবে না।" এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। আবার তিনি এক দিকে তীব্র ভাবেরও একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জেরুজিলামের মন্দিরে কতকগুলি লোক দোকান পশার খুলিয়া বসিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি "তোরা আমার পিতার গৃহকে সংসার করিয়া তুলিয়াছিস" বলিয়া গালে চড় মারিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন,এবং পণ্যজাত বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছিলেন। ক্রাইষ্ট কপট ফিরুসীদিগকে কৃষ্ণ সর্পের বংশধর বলিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। ক্রাইষ্টের এক প্রকার রাজত্ব ছিল,ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব অন্য প্রকার। অত্যাচারী শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপুঞ্জ রক্ষা করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে অবস্থা ভেদে তরবারি ধারণ রাজার কর্ত্তব্য হইয়া থাকে।

স্বাধীনতার একটা সীমা আছে, সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিলে উহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। দুই চারি জন লোকের দোষে জাতীয় সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ লোক দোষী ও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। কতক গুলি লোকের ব্যবহারে সাধারণ বাঙ্গালী জাতি এক্ষণ অশিষ্ট ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া ইংরাজ জাতি ও ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের নিতান্ত অপ্রিয় ও অবিশ্বাসভাজন এবং ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় নাই। ইহাতে কি এদেশের মঙ্গল হইবে? মনে করিতে হইবে যে, ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের অনুগ্রহের উপর আমাদের সৌভাগ্য নির্ভর করে, তাঁহাদের অনুগ্রহের অভাবে দুর্ভাগ্য। আমরা একান্ত অধীন প্রজা, আমাদের কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা নাই। সকল ক্ষমতা ও আধিপত্য রাজ্যাধিপতির হস্তে। "ইংরাজের রক্তে গঙ্গার জল লাল করিয়া দাও। আমরা বন্দুক ধারণ করিব।" বীর বক্তার এসকল কথা কেবল হাস্যজনক। বন্দুকের পাশ পাইলেত বন্দুক ছুটান হইবে। আমরা বাঙ্গালী তালপাতার সিপাহী, বন্দুকের শব্দেই আমাদের অনেকের মূর্চ্ছা হয়। রাজবিদ্রোহিতাপরাধে অপরাধী হইয়া কয়েক জন বাঙ্গালী কারাদণ্ড ভোগ করিলে কোন গৌরব নাই, বরং বাঙ্গালীর পক্ষে দুরপনের কলঙ্ক। ইংরাজ দিগকে চটাইয়া লাভের মধ্যে এই হইল যে, যে সকল উচ্চ অধিকার আশু আমাদের পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা শত বৎসর পশ্চাতে পড়িল। যাহারা মনে করেন নিজেরা রাজা হইয়া ভারত শাসন করিবেন, তাঁহাদের সেই যোগ্যতা ও ক্ষমতা কোথায়? আজ যদি বাঙ্গালীদের লেখা ও বক্তৃতার ধমকে ভয় পাইয়া তাঁহারা নিজেদের সমুদয় কাজ গুটাইয়া এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান, যে পুলিশের কেবল নিন্দা করা হয় সেই পুলিশ ও থানা ইত্যাদি না থাকে,দেখা যায় রাজ্যে কি বিষম ব্যাপার ঘটে? এক জন পুলিশ প্রহরীকে শাসন

করিবার যাঁহাদের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা স্বয়ং রাজ্য শাসন করিবেন, ইহা কেবল স্পর্দ্ধা মাত্র। সহস্র বৎসরাবধি পরাধীন ও পরপদদলিত যে জাতি সেই জাতি দুই এক দিনেই জাপ জাতির ন্যায় স্বাধীন ও উন্নত জাতি হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। একার্য্য বক্তৃতার জোরে হইবার নয়। প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে না পারায় বক্তা ও সম্পাদক দিগের রসনা ও লেখনীর স্বাধীনতাটুকু গেল। তাহা পূর্ব্বে উদ্ধার করা হউক, পরে রাজ্য শাসন হইবে। একান্ত আতিশয্যের ফল এইরূপ। "অতি দর্পে হতা লঙ্কা।" এদেশের একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, ভারত সাম্রাজ্যের শাসনের সুনিয়ম ও প্রজাবর্গের স্বাধীনতা, সেই সকল রাজ্য অপেক্ষা কোনরূপে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন অবস্থায় উৎকৃষ্ট। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও ফরাসিস রাজ্য Republic সেই দুই রাজ্যের শাসন প্রণালীর সঙ্গেও তুলনা করিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন।

সাম্রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় প্রজাপুঞ্জের পিতৃস্বরূপ মহামান্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো অনুগ্রহপূর্ব্বক বিগত কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রদর্শনী মহামেলার দ্বার উদ্ঘাটন করেন, তখন তিনি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, "তোমরা স্বদেশের শিল্প ও পণ্যজাতের যথাবিধি উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত থাক, তাহাতে আমাদের সহানুভূতি থাকিবে, আমরা সহায়তা করিব। কিন্তু আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছু করিও না। তাহাতে কল্যাণ হইবে না।" তাঁহার সেই সদুপদেশ সম্পূর্ণ অনাদৃত হইল। তাহার পরেই প্রদর্শনী মেলাতে ও সমিতিতে বিলাতী বর্জ্জনের ভয়ঙ্কর গোলযোগ ঘটিয়াছিল। উক্ত মহা সমিতির মাননীয় বৃদ্ধ অভিজ্ঞ সভাপতি নিজের বক্তৃতায় এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, "আমি যতদূর জানি ইংরাজ রাজ উপযুক্ত বোধ করিলে আমাদের প্রাপ্য সকল অধিকার দান করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু রীতিমত আবেদন করিতে হইবে, আন্দোলন শাম্যভাবে করা চাই, বিবাদ বিসম্বাদ ও জোর জবরদস্তিতে কিছু হইবে না। কার্য্যতঃ তাঁহার সেই উপদেশও ব্যর্থ হইয়াছে। ইংরাজ রাজা সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের একছত্র রাজা বলিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত, ভারতের সমুদায় প্রদেশ ও নগর রেলওয়ে দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজা সমুদয় প্রজাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহাতেই ভারতের নানা বিভাগ হইতে কংগ্রেস মহাসমিতি উপলক্ষে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক সকল বৎসরান্তে এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া ইংরাজী ভাষায় রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর সমালোচনা করিয়া থাকেন, পরস্পর বন্ধুতা ও একতাসূত্রে বদ্ধ হন। ইহা ভারতে উদার ব্রীটিশশাসন ও একাধিপত্যের ফল। তাহা না হইলে কি এরূপ মহাসমিতি কখনও হইতে পারিত? খরস্রোত

প্রগাঢ় ভাক্ত, তাহা অন্তঃকরণ হইতে দূর করিবার কোন কারণই যথেষ্ট নহে। শান্ত স্বাভাবিক অন্তঃকরণ কখনও রাজনৈতিক কল্পনায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। রাজভক্তি ব্যক্তি-বিহীন ভাব ত্যাগ করে। ইহা একটি ব্যক্তি চায়, সেই ব্যক্তি রাজা কিংবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, যাঁহা হইতে নিয়ম ও রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে আমার রাজবিশ্বস্ততার যথার্থ অর্থ কেবল আইন ও পার্লেমেণ্টকে মান্য করা নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপর ব্যক্তিগত অনুরাগ। কেবল সাংসারিক ভাবে রাজভক্তিতে মন এত সরস হয় না। কিন্তু ইহা গভীর ধর্ম্মভাবের ফল। রাজভক্তির অর্থ, বিধাতাকে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসই রাজভক্তির মধ্যে এত পবিত্রতা ও গভীরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রত্যেক লোকের অন্তরে ও সমাজের মধ্যে এই পবিত্র বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান? সমস্ত জাতির উন্নতির মধ্যে কি ভগবানের বিশেষ বিধান দেখিতে পাও না? নিশ্চয়ই ভারতে ইংরাজ-শাসনকাল ইতিহাসের একটি সামান্য অধ্যায় নয়। কিন্তু ইহা একটি ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস। আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ দেশের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও ইংরাজের পিতার ন্যায় শাসনে সম্পন্ন হইতেছে। যে পুস্তকে এ কথা লিখিত হয় সত্যই ইহা একটি পবিত্র পুস্তক। ইহাতে আমরা পরিষ্কার দেখিতেছি যে, ভগবানই ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন।

* * *

হে শিক্ষিত দেশীয়গণ, তোমরা তোমাদের স্বর্গের নিয়োজিত রাজাকে ভক্তি করিতে বাধ্য। তুমি যদি ভক্তি না কর তাহার অর্থ ভয়ানক অকৃতজ্ঞ হওয়া ও ভগবানে অবিশ্বাস করা। যখন তোমাদের দেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে অন্তঃসারশূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল তখন ইংরাজশাসন ঈশ্বরের দূত হইয়া তোমাদের উদ্ধারার্থ আসিয়াছিল, এবং সেই অবস্থা হইতে তোমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে। সেই ইংরাজ-শাসনকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই কাজ মানুষের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। ইংরাজ জাতি দ্বারা তিনিই ইহা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মনোনীত যন্ত্র জানিয়া তোমরা রাজাকে ও সমস্ত শাসনকর্ত্তাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মান্য কর। আমরা যতই অধিক রাজভক্ত হইব তত আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সাহায্যে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। ইহাও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় যে, ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান পতিত অবস্থায় ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া বহুদিন পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। অপর দিকে দেখ, ইংলণ্ড পক্ককেশ ভারতের পদতলে বসিয়া এদেশের প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা করিতেছেন, এবং বৈদিক

ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিতর হইতে অপ্রকাশিত অমূল্যরত্ন সকল সংগ্রহ করিবার জন্য সমস্ত ইয়ুরোপ ভারতের প্রাচীন বস্তুগুলির দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। এই রূপে আমরা ইংলণ্ডের নিকটে বর্ত্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছি, অপরদিকে ইংলণ্ড ভারতের নিকটে অপর জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন। মহাশয়গণ, ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির আগমনে বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাদের মিলন দেখিতে পাই। অর্থাৎ এই দুই জাতি আর্য্য জাতির দুইটি ভিন্ন পরিবার হইতে উদ্ভূত। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বিধানে, স্বর্গের সুনিয়মে কতকগুলি মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এই ভারতে সেই দুই জাতি মিলিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারত রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিবিষয়ে পরস্পর আদান প্রদান করিয়া যথার্থ উন্নতি ও অক্ষয় গৌরব লাভ করে ভগবানের ইচ্ছা। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, রাজকীয় সভাতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ও তাঁহার প্রতিনিধিকে এ দেশের রাজা মহারাজগণ মিলিতভাবে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আমরা তখন আরও অধিক আনন্দিত হইব, যখন দেখিব ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ এবং ইংরাজজাতি একটি বৃহৎ মিলিত দলে সকল রাজার রাজা, সকল প্রভুর প্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে মিলিত হইবে। ইংলণ্ড তাহার পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদিগকে সেই পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহায্য করুক। ভারতে ইহাই তাহার (স্বর্গের প্রেরিত) কার্য্য। সে যেন এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। ইংলণ্ড তাহার পরিশ্রম ও শিল্প এবং তাহার কার্য্যকারী বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দর্শন আমাদিগকে প্রদান করুক যাহা এ দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে দেশ কুসংস্কার দ্বারা ভয়ানক রূপে আচ্ছন্ন।" ইত্যাদি।

স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার শেষ জীবনে বিরচিত "আশীষ" নামক পুস্তকে ইংরাজশাসনবিষয়ে তাঁহার এই রূপ অভিমত ব্যক্ত।

"ইংরাজ শাসন—ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি। তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন, ইহা কামনা করি। হে রাজাধিরাজ হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীকার করি যে, তুমি আমাদের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ্যে আমাদিগকে পরাক্রান্ত ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই বীর্য্যশালী সর্ব্বত্র জয়ী জাতির নিকটে এত জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ শিখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনও জানি নাই। ইহা স্বীকার করিতে পারি যা যে, ইহাদের শাসনপ্রণালী যথোচিত পরিমাণে নিঃস্বার্থ কি দোষশূন্য, এবং ইহাও স্বীকারকরি না যে রাজনীতি, লোকহিতৈষণা, ন্যায়, যাথার্থ্য ও সাম্যবিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মহা ত্রুটি সময়ে সময়ে লক্ষিত হয় না। এ সকল ত্রুটির ফলভোগে আমরা পুনঃ পুনঃ আহত ও অবসন্ন হই। কিন্তু ইহা

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি যে, এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা সদ্গুণবৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল; পূর্ব্ব পশ্চিমের এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে কত দিন পরে জানি না, সমুদায় মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একতা সম্পন্ন হইবে। আমরা যদি এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলি, যদি তীব্র কুটীল দৃষ্টিতে ক্রমাগত তাঁহাদের দোষানুসন্ধান না করি, তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে সম্মিলনবিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন, যদি তাঁহারা ন্যায়পর সাত্বিক ভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবেইত এই মহাবিধান সার্থক হয়। সম্রাট্ ও তাঁহার মহিষীকে ও তাঁহার মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর, এদেশনিবাসী নানা রাজকীয় কর্ম্মচারী ইংরাজদিগকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোকসহানুভূতি দাও। এই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান কর।"

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মোসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক অধিক। ঢাকার নবাব সাহেব এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রবল মোসলমান দল পূর্ব্ববঙ্গ শাসনের নূতন ব্যবস্থাতে অভিনন্দন করিয়া ষ্টেটস্ সেক্রেটারীর নিকটে এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে, যে প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে তাহা অতিশয় কল্যাণজনক, ইহা যেন স্থায়ী থাকে। ৭ই অক্টোবর পূর্ব্ববঙ্গে রাজধানীস্থাপনের দিন, সেদিন হিন্দুদিগের যেমন দুঃখপ্রকাশের প্রোসেসনে বাহির হইয়া থাকে, পূর্ব্ববঙ্গের নগরে নগরে আনন্দপ্রকাশের জন্য রাজপথে মোসলমান দলের প্রোসেশন হয়। মোসলমানেরা নিশান উড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি করিয়া ময়দানে যাইয়া আনন্দসূচক বক্তৃতাদি করেন।

দেশের উন্নতি ও লোকবৃদ্ধির জন্য পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের কার্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে লর্ড কুর্জ্জনের আধিপত্যকালে উক্ত প্রদেশশাসনের জন্য অতিরিক্ত এক জন চীফকমিশনার নিযুক্ত হন। রাউলপিণ্ডি হইতে সীমান্ত প্রদেশ পেশওয়ার পর্য্যন্ত উক্ত চীফকমিশনরের শাসনাধীন হইয়া যায়। "অঙ্গচ্ছেদ হইল" বলিয়া পঞ্জাবী লোকেরা কোন গোলযোগ করেন নাই; পঞ্জাবে কোন বাদ প্রতিবাদ ঘটে নাই। বঙ্গের লেপ্টনেণ্ট গভর্ণরের কার্য্যবাহুল্য জন্য এবং অনুন্নত পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতিবিধান জন্য পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশ এক জন স্বতন্ত্র লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে। এবিষয়ে লর্ড কুর্জ্জনের কুটীল অভিসন্ধি ছিল মনে না করিলেই হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর জেনারলের রাজ্যশাসন কালেই স্থির হইয়া গিয়াছিল, ঢাকা ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটি জিলা আসাম চিফকমিশনারের শাসনাধীন থাকিবে। লর্ড কুর্জ্জনের আধিপত্যকালে তৎকর্ত্তৃক তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছিল, তাহাতে প্রজাবৃন্দের নিতান্ত অসন্তোষদর্শনে তিনি পূর্ব্ববঙ্গকে আসাম চীফকমিশনরের অধীন

না করিয়া উভয় প্রদেশকে একজন লেপ্টনেণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন করিতে যত্নবান্ হন, প্রজাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। তাহাতেও বক্তারা স্থানে স্থানে যাইয়া সভাসমিতি করিয়া প্রতিবাদ ও নানা কটূক্তি নিন্দা করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া তিনি দুঃখ ও বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন তোমাদের এরূপ একতা ভঙ্গ করিতে হইবে। এই কথাকে ছল করিয়া বক্তারা এবং পত্রিকা সম্পাদকগণ আরও হুলুস্থুল ব্যাপার করিয়া তোলেন।

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্ত প্রদেশ, এই দুই পরস্পর সংযুক্ত সীমান্ত প্রদেশ একজন গভর্ণরের শাসনাধীন থাকে, প্রধান সেনাপতির একান্ত অনুরোধ ছিল। যেহেতু সীমান্ত প্রদেশে সহসা শত্রুর আক্রমণ ও যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। এই পরস্পর সম্মিলিত দুই প্রদেশে দুই জন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলে, দুই গভর্ণরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সৈন্য চালনা ও সমরসংক্রান্ত সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। ইহাও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামকে একজন শাসনকর্ত্তার অধীন করার অন্যতর কারণ। কিন্তু একই সুপ্রিম গভর্ণমেণ্টের অধীনে পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ যেরূপ ছিল এক্ষণও তদ্রূপ রহিয়াছে। এত হাহাকার করিবার কোন কারণ নাই। দুই বৎসরের অধিক হইয়া গেল, অঙ্গচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের কোন লক্ষণত লক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গনিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ সম্মিলন ঘনিষ্টতা অভিন্নতা ছিল এক্ষণও তদ্রূপ বিদ্যমান, সমুদয় অক্ষুণ্ণ আছে মূলে কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে কেন ইংরাজজাতি ও ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে এত বিবাদ কলহ, দেশে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত করা হইল?

কথার বলে "হুজুগে বাঙ্গালী।" বাঙ্গালী কোন হুজুগ পাইলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মত্ত হইয়া উঠেন। সম্প্রতি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়ে, কুচবিহার বিবাহের সময়ে এবং বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহা বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই সকল ব্যাপারে অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কুচবিহার বিবাহোপলক্ষে কতকগুলি লোক ভক্ত কেশবচন্দ্রকে মিছামিছি কত লাঞ্ছনা না করিয়াছিলেন। ভক্তকে নির্য্যাতন করিবার জন্য সেই সময় বাঙ্গলা দেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত সামিয়ানার নীচে বসিব না, বিলাতী চেয়ার ব্যবহার করিব না, এবার বিলাতী দ্রব্যপরিত্যাগে এত দূর জিদ। ভাল, বিলাতী জিনিষ ট্রাম ট্রেণ জাহাজ মুদ্রাযন্ত্র বিলাতে মুদ্রিত বিলাতী গ্রন্থকারদিগের কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থ এবং বিলাতী ঔষধ অস্ত্র শস্ত্রাদি কোন্ principle এ ব্যবহার করা হয়? ইংরাজী ভাষাতো খাস বিলাতী? এবিষয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? বালকগণ যে, পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের অশাসিত ও অবাধ্য হইল, তাহাদের লেখা পড়ার বিশেষ ক্ষতি হইল, অনেক পিতা

মাতা যে, হাহাকার করিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তজ্জন্য কে দায়ী? নেতারা কি নহেন? রাজভক্তি স্বদেশী ভাব, রাজার প্রতি বিদ্বেষ, রাজাজ্ঞা অমান্য করা, রাজ-নিয়োজিত লোকদিগকে অগ্রাহ্য করা এ সকল বিলাতী বা বিদেশী ভাব, স্বদেশী হইয়া রাজভক্তির বিরোধী বলাতী ভাবে চালিত হওয়ার অর্থ কি? স্বদেশী কি কেবল কাপড় ও চুরুটে এবং লবণে বদ্ধ থাকিবে?

অবশেষে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। রাজভক্তিবিষয়ে স্বর্গগত আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের যে সকল মহাবাক্য উপরে উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে রাজার প্রতি তাঁহার কেমন গভীর ভক্তি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে! কিন্তু তিনি অন্ধ ভক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন, বা অবিচার ও অত্যাচার করেন, তাহা নিবারণের জন্য প্রজা তাহার প্রতিবাদ করিবে, কিন্তু আপনাকে অধীন প্রজা জানিয়া শিষ্ট শান্তভাবে ভদ্র রীতিতে পিতৃভক্ত পুত্র যেমন বিনীত ভাবে পিতার দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করে সেই ভাবে প্রতিবাদ করিতে হইবে। তবে শুভফল হইবে। শাস্ত্রীয় উক্তি এই যে "সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় কর।" অসাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে—ক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে পরাজয় করিতে গেলে অসাধুতা ক্রোধাদি বৃদ্ধি পায়।

দেখ ক্রাইষ্ট সক্রেটিস প্রভৃতি জগৎ-পূজ্য মহাত্মারা কেমন রাজানুগত ও রাজভক্ত ছিলেন। ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন, "মহারাজ সীজরের যাহা প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।" তিনি নিরপরাধী হইয়াও রাজ-প্রতিনিধি পাইলটের আজ্ঞায় ঘোরতর অপরাধীর দণ্ড শিরোধার্য্য করিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিলেন। সক্রেটিস শিষ্যদিগের পরামর্শানুসারে অন্য রাজার রাজ্যে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া রাজাজ্ঞায় বিষপানে প্রাণদানে সম্মত হইলেন। দেবাত্মা মহাপুরুষদিগের রাজার প্রতি কেমন বাধ্যতা ও ভক্তি! আর একটী কথা বলা যাইতেছে। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং উদার-চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি পর ক্ষুদ্র চেতা লোকদিগের এইরূপ গণনা, কিন্তু উদার চরিত্র লোকের সমস্ত জগৎ আত্মীয়। ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের এই মহা বাক্যঃ—"প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে, এবং দয়ালু, প্রীতি পরদ্বেষ করে না, প্রীতি আত্মশ্লাঘা করে না, এবং স্ফীত হয় না, উহা অনুচিত ব্যবহার করে না, সহজে ক্রুদ্ধ হয় না, অনিষ্ট চিন্তা করে না, স্বার্থান্বেষণ করে না; অধর্ম্মে আনন্দিত হয় না, কিন্তু সত্যেতেই আনন্দিত হয়, তাবৎ বহন করে, তাবৎ বিশ্বাস করে, তাবৎ আশা করে "এবং তাবৎ সহ্য কর।"

উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরং" উচ্চারণ করিয়া লাঠীচালনায় কিরূপ মাতৃভক্তি

স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পায় বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই লাঠী-চালনার ফল এই হইল যে, সমুদায় প্রকাশ্য স্থানে সভা সমিতি ও বক্তৃতা করা বন্ধ হইয়া গেল। সম্প্রতি যেরূপ আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কোন গৃহে বিশ জন লোকের অধিক একত্র হইয়া আলোচনাদি করার পথও বন্ধ হইয়া-গিয়াছে। স্বাধীনতা আর কোথায় রহিল? গভর্ণর জেনরেল মহোদয়ের বাথরগঞ্জের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য। ইংরাজগভর্ণমেণ্টের বিরোধী কতিপয় দেশীয় পত্রিকা সম্পাদক বহুকাল হইতে চেষ্টা যত্ন করিয়া ইংরাজ-শাসন ও ইংরাজজাতির বিরুদ্ধে নানা কথা লিখিয়া ছোট ছোট বালকগুলিকে পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক Politics করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উপর আক্রমণ অনেক কাল লেখা লিখি ও যত্ন চেষ্টায় হইয়াছে ইহাও সেইরূপ।

যাঁহাদের দ্বারা এদেশের নানা বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে, যাঁহাদের নিকটে এদেশ অশেষ ঋণে ঋণী। সেই পরমোপকারী ইংরাজেরা আমাদের শত্রু, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ রাখিব না, বয়কট করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিব, কেবল সঙ্কীর্ণ বঙ্গদেশে ও ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বদ্ধ থাকিব, ইহা কি প্রেম, উদারতা ও স্বদেশী ভাব! কিছু দিন হইতে কলিকাতা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, এস্থানে কোথাও সভা সমিতি বক্তৃতাদি করিবার হুকুম নাই। শ্রুত হইল বিলাতের ভাল ভাল প্রধান প্রধান লোক এই আন্দোলনের ব্যাপারে বাঙ্গলী জাতির প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। ইংরাজ রাজপুরুষদের নিকটে ব্রাহ্মগণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এবার তাঁহারাও সেই বিশ্বাসটুকু হারাইয়াছেন। কুচবিহার বিবাহের ঝড়ে যেমন বড় বড় ব্রাহ্মের পতন হইয়াছিল, এবার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড়েও সেই দশা ঘটিয়াছে। অবিশ্বাসী অপরিণাম-দর্শীলোকেরা রাজবিদ্বেষ ও রাজবিদ্রোহিতার উদ্দীপক যে সকল লেখা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন, ব্রাহ্ম যুবকদিগের তো কথা নাই, অনেক বুড় বুড় ব্রাহ্ম প্রত্যহ তাহা গভীর ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের ন্যায় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

লোকে বলে আমরা স্বদেশীর বিরোধী, ইহা মিথ্যা কথা। বরং আমরা স্বদেশীর বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু স্বদেশের অনিষ্ট-জনক বিকৃত স্বদেশীর বিরোধী।

একটী উৎকলকন্যার কার্য্যোদ্যম।

অনেক বঙ্গ মহিলাই ভাল লেখা পড়া শিখিয়াছেন, কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছেন, অনেক প্রকার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রায়ই বিশেষ কাজে আসিতেছে না। তাঁহারা তাহাদ্বারা না দেশের কল্যাণ, না নিজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহে, পার্থিব সুখ-প্রিয়তায় ও বিলাতীয় আলস্যে সমুদায়

সদ্গুন চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আমরা গত বারে "কটকে নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে একটী উৎকল কন্যার অসাধারণ উৎসাহ ও কার্য্যোদ্যমের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তিনি বাহিরে কাহারও নিকটে কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া বরং নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন পাইয়া, স্বদেশীয় কন্যাদিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য কেমন প্রাণ মন সমর্পণপূর্ব্বক কার্য্য করিতেছেন, ইহা সামান্য উচ্চ দৃষ্টান্ত নয়। কন্যা প্রতিদিন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ও তত্ত্বাবধানের কার্য্য করেন, ছাত্রী-নিবাসে স্থিতি করিয়া ছাত্রীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ভালরূপে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বয়ং ছাত্রীদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দান করিবেন উদ্দেশ্যে, প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা করেন। দুই ঘণ্টা নিজ-গর্ভজাত বালক বালিকার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাহারা প্রায় এক মাইল দূরে স্বতন্ত্র আলয়ে স্থিতি করে। কন্যাকে সেখানে যাইতে হয়। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল নয়, অথচ তিনি এতগুলি কার্য্য প্রতিদিন উৎসাহসহকারে সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া সময়ে সময়ে গদ্য পদ্য প্রবন্ধাদি লেখেন। বাঙ্গলা দেশের অনেক বিদুষী কন্যা কেবল আলস্যে বসিয়া ও গল্প করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা দেহ-সজ্জা ও কাপড় চোপড় লইয়া দিবা রাত্রি ব্যস্ত থাকেন। "আমার অবকাশ নাই, সময় হইয়া উঠে না।" তাঁহাদের মুখে এই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ অনেকেই রন্ধন পরিবেশন গৃহকর্ম্মাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রায় কিছুই করেন না। তাঁহাদের যেন জগতের জন্য কিছুই করিবার নাই। কর্ত্তব্য বিমুখ দায়িত্ববিহীন জীবন বড় দুঃখকর।

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—বর্ম্মদেশ।

৯ম।

রেঙ্গুণ নগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রেঙ্গুণে বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষে শত শত বাঙ্গালী বাবু বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে ধনে মানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক পি, সি, সেন (পূর্ণচন্দ্র সেন)। ইঁহার জন্ম স্থান চট্টগ্রাম। পি, সি, সেন বহুকাল হইতে রেঙ্গুণে বাস করিতেছেন, ইনি এক জন খ্যাতিমান্ বারিষ্টার ছিলেন, এক্ষণ অন্যতর উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি সেন সাহেব নগরের প্রান্তে সুন্দর বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেস্থানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। স্বর্গগত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার পুত্র বধূ। স্নেহের কন্যা স্বামিসহ শ্বশুরালয়ে থাকেন। ২৯শে ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণে ডাক্তার মজুমদারের সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হইয়াছিল। সেন সাহেব ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। রেঙ্গুণব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি মন্দিরনির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া সেন

ব্রহ্ম দেশীয় রমণী।

সাহেবের সহানুভূতি প্রার্থনা করা গিয়াছিল, সহানুভূতি পাওয়া যায় নাই। ১লা চৈত্র শুক্রবার মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণানুসারে সেই গৃহে পুনর্ব্বার যাইতে হইয়াছিল। গৃহের ছাদের উপর উপাসনার জন্য একটি সুন্দর ঘর আছে, সেই উপাসনালয়ে উপাসনা করা গিয়াছিল। আচার্য্যের কন্যা ও তাঁহার এক ননদ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের কার্য্য আচার্য্যকন্যা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রুত হইল প্রতিদিন একা তিনি সেই গৃহে উপাসনা করেন। রবিবার দিন পারিবারিক সম্মিলিত উপাসনা হয়। আমরা উপাসনা ও ভোজনান্তে ডাক্তার মজুমদারের আবাসে প্রত্যাগমন করি। ৩০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রেঙ্গুনের ব্রাহ্ম সমাজগৃহে "নির্ব্বাণ ও সংসার" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৩রা চৈত্র রবিবার অপরাহ্নে রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল ক্লব গৃহে ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিবিষয়ে বক্তৃতা এবং সায়ংকালে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল। বক্তৃতায় সেন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল; কিন্তু তিনি উপস্থিত হন নাই, আসিবেন না যে কোন সংবাদও পাঠান নাই। নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করা গিয়াছিল।

বাবু হৃদয়নাথ রাহা রেঙ্গুণব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার উৎসাহ উদ্যম ও সমাজের উন্নতিসাধনে আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়া ছিলাম। তিনি স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক বাঙ্গালী বাবুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করার কিয়দ্দিন পরেই সংবাদ প্রাপ্ত হই যে, তিনি প্লেগাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি বালিকা ও একটি শিশু পুত্র উক্ত মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার শোকার্ত্তা অপরিণতবয়স্কা নিরাশ্রয়া পত্নী এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসিয়াছেন। যশোহরের জিলায় হৃদয়নাথের জন্ম স্থান, তাঁহার পত্নীর নানা বিষয়ে উন্নতিসাধনে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল, স্বামী স্ত্রী উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়ে বদ্ধ ছিলেন। বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়ের মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে? মঙ্গলময় পরলোক গত আত্মাকে আপনার শান্তি ক্রোড়ে রক্ষা করুন। অনাথার শোকার্ত্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার যত্ন চেষ্টা করিয়াও প্লেগরাক্ষসের আক্রমণ হইতে বর্ম্মদেশকে বিশেষতঃ রেঙ্গুণ নগরকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্লেগ পরীক্ষার জন্য জাহাজের সাধারণ আরোহীদিগকে রেঙ্গুণে যে, কত নাকালই না হইতে হয়। প্লেগ নিবারণের সকল উপায় পণ্ড হইয়াছে।

বিগত ৪ঠা চৈত্র সোমবার অপরাহ্ণ

২টার সময় টেরভানামক অর্ণবপোতা-রোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিব, পুষ্পমালা দেবী আমাদের যাত্রার আয়োজন করিয়া দিবেন এরূপ স্থির ছিল। পূর্ব্ব দিন রবিবার বারষ্ট্রীট তাঁহার গৃহে যাইয়া স্থিতি করা যায়। তিনি জাহাজে আমাদের চারি দিন ভোজনের ও জল খাওয়ার সমস্ত খাদ্য দ্রব্য যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী পুষ্পমালা প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শিবায়ের সহধর্ম্মিণী। তিনি মহিলার পাঠিকাদিগের নিকটে অপরিচিত নহেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল কিছু দিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণ মহিলাতে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। জাহাজে কি প্রকারে আমাদের স্থিতি ও আহারাদি হইয়াছিল, পরে বিবৃত হইবে। আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ঘাটে চলিয়া যাই। পূর্ব্ব দিনই হৃদয়নাথ এক খানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার এবং আমাদের দেশস্থ একটি আত্মীয় যুবা জাহাজ ঘাট পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিয়া আইলেন।

নারীপ্রধান বর্ম্মদেশস্থ নারীসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা কহিয়া বর্ম্মদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তের উপসংহার করা যাইতেছে। সাধারণতঃ এদেশের লোকের সংস্কার যে, বর্ম্মরমণীগণ নিতান্ত চরিত্রহীনা, তাহাদের চলা ফিরায় বিজাতীয় স্বাধীনতা দেখিয়া ভিন্ন দেশীয় লোকের এরূপ সংস্কার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। আমাদের দেশের যুবতীগণ পুরুষ মণ্ডলীতে এরূপ স্বাধীন ভাবে চলিলে কত যে, চরিত্রের স্খলন ও কত বিপদ হইত! কিন্তু সেদেশে সেরূপ বড় ঘটে না। কোন বিদেশী পুরুষ বর্ম্মদেশীয় যুবতীর সঙ্গে ঠাট্টা আমোদে প্রবৃত্ত হইলে রমণী সচরাচার তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে গাল দিয়া বলে, "সাগর ভাসানে, দেশে তোর মরবার স্থান ছিল না, তুই আমাদের দেশে মরতে এসেছিস।" গাল খাইয়া তাহার মুখ চুণ হইয়া যায়। তবে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদের বিবাহবন্ধন বড় শিথিল, বিবাহের গুরুত্ব বোধ নাই। বিবাহোপলক্ষে কোনরূপ ঘটা হয় না; যত ঘটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে। আমাদের দেশের বড় ঘরের বর চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মহা বাদ্যোদ্যম লোকজন সমারোহ সহকারে কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহ করিতে যান, সেদেশে বড় পরিবারের শব সুসজ্জিত চৌযুড়ীতে বা আট ঘোড়ার গাড়ীতে স্থাপন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণ নানা প্রকার বাদ্য ও নৃত্য সহকারে মহাঘটা করিয়া শ্মশান ক্ষেত্রে গোর দিবার জন্য লইয়া যায়। সেদেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রসেশন আর আমাদের দেশের বরযাত্রা তুল্য। আমাদের দেশে বিবাহ সভায় মহা আনন্দ ও লোকের সমারোহ হয়, শ্মশানক্ষেত্রে কয়েক জন শ্মশানবন্ধুমাত্র, বিষণ্ণ বদনে গমন করিয়া থাকেন, সেদেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বর কন্যার বিবাহসভা হয় না বলা যায়। এক প্রকার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয় শ্মশানক্ষেত্রে শব সমাহিত করার সময়, ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিগণ, শত শত সুসজ্জিত বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান, মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনাদি করেন। সেখানে নানা প্রকার দানাদি হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বর্ম্ম রমণীগণ অতিশয় চুরুট সেবন করেন। হস্তে চুরুট বিবৃত যে রমণীর ছবি প্রকাশিত হইল, সেইরূপ চুরুট মুলী বাঁশের ন্যায় মোটা, প্রায় এক ফুট লম্বা হয়।

বিগত ভাদ্র মাসের মহিলায় একটি ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে বর্ম্মদেশীয় "নর্ত্তকী" বলিয়া লেখা গিয়াছে, উহা ভুল হইয়াছে। উহা রাজবেশে অভিনয়কারী একটী অভিনেতা বালক। আশ্বিন মাসের মহিলাতে মেণ্ডালয় নগরের একটি দারুময় গৃহের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। উহা তথাকার ফুঙ্গি চাঁওয়ের ছবি। ভিক্ষান্নভোজী ফুঙ্গি সন্ন্যাসী সেই রাজপ্রাসাদতুল্য গৃহে বাস করেন।

সচিত্র সামিক পত্রিকা প্রকৃতি।

(বালক বালিকাদের জন্য।)

কলিকাতাস্থ নববিধান মণ্ডলীর কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক প্রকৃতির ভিতর দিয়া বালক বালিকাদিগকে সুনীতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সহজ সহজ জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে "প্রকৃতি" প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। প্রকৃতি উৎকৃষ্ট রূপে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। প্রবন্ধ সকলও বালক বালিকাদের বিশেষ উপযোগী সুপাঠ্য। প্রণাম, আমন্ত্রণ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এক প্রকারের মক্ষিকা, নাকেখৎ, আমাদের দেশের কথা, দুহাদ্দুপা জানয়ারের স্কুল, চারিটি পরি, সংবাদ, ধাঁদা এই কয়েকটি বিষয় প্রকৃতির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রণাম, আমন্ত্রণ, নাকেখৎ, চারিটি পরি পদ্যে লিখিত। পদ্যগুলি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। প্রকৃতিতে ছয়টি হাফ টোন ছবি সংযুক্ত। প্রথম ছবি তুষারমণ্ডিত হিমালয়—২৯০০২ উচ্চ গৌরী শৃঙ্গ। প্রকৃতির জন্য বহু যত্ন ও অর্থব্যয় হইতেছে। ইহার মূল্য সামান্য, ডাক মাশুলসহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। প্রকৃতির ২য় সংখ্যাও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কয়েকটী সুন্দর ছবি আছে, তন্মধ্যে প্রকৃতি দেবীর ছবিটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংখ্যাতে একটী মহিলার গদ্য ও পদ্য দুইটী প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক ও তাঁহার সহকতারিগণ ভরসা করি এরূপ যত্ন করিবেন যেন বালক বালিকা'রা প্রকৃতি পড়িয়া প্রাকৃতিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা যেন বাহ্য প্রকৃতির বিষয় বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে যাইয়া ঈশ্বরের মহিমা ও করুণা এবং তাঁহার জ্ঞান কৌশল বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিপতিকে ব্যক্ত না করিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না। আজ কালের শিক্ষার ন্যায় নিরীশ্বর শিক্ষা হইবে। ভরসা করি আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

মহিলার পাঠিকাদিগের প্রতি আমা-

দের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ বালক বালিকার জন্য এই সুলভ মূল্যের সুন্দর পত্রিকা এক এক খানা গ্রহণ করেন। ৵১০ পাঠাইলে নমুনাস্বরূপ এক খানা প্রকৃতি পাইতে পারিবেন। প্রকৃতি কার্য্যালয়ের ঠিকানা, ৮২নং হ্যারিসন রোড।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

৭ই আগষ্ট।

পরশু রাত্রি থেকে খুব ঝড় বইচে। বাতাসের শব্দে আর সমুদ্রের মহা গর্জ্জনে কাণে কথা শোনা যায় না। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউ এসে ডেক্ ধুয়ে দিয়ে যাচ্চে, অথচ জল থেকে ডেক্ প্রায় দোতালা উচ্চ। কিন্তু এতে কোনও ভয় নেই, বরং খুব মজা। ডেকে দাঁড়িয়ে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে দোল খেতে এবং মাঝে মাঝে আছাড় খেতে বড় আমোদ; আর সমুদ্রের যে গম্ভীর ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার সঙ্গে একটা সৌন্দর্য্যও মেশানো আছে, তা দেখতে দেখতে নিজেকে ভুলে যেতে হয়। বড় বড় ঢেউ গুলি ঠিক যেন এক একটা পাহাড়, আর তার ওপরকার শাদা দুধের মত ফেণা গুলি যেন হিমালয়ের মাথায় বরফের মুকুট, এই রকম "রজত বিমল অরুণ কিরণে ঝলমল" মুকুট পরা কত লক্ষ কোটী পাহাড় সমস্ত সমুদ্দুরের বুক জুড়ে একবার উঠ্‌চে আর অমনি ভেঙ্গে পড়চে; একি কম ব্যাপার! বড় অদ্ভুত, মহা সৌন্দর্য্য পূর্ণ দৃশ্য। ঢেউগুলি যখন খুব উচ্চ হ'য়ে উঠে ভেঙ্গে প'ড়তে আরম্ভ করে তখন বড় শোভা হয়। ঢেউএর ঠিক চুড়োর ওপরকার জলটা প্রথমে ঘন নীল থেকে ফিকে সবুজে পরিণত হয়, আর তখুনি সাদা পশমের মত ফেণা হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে এবং খানিকটা বাতাসের আগে উড়ে যায়। আর এর ওপরে যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে, নানান রংএর আভা ফুটিয়ে তোলে, তখন যে শোভা হয় তা কি মুখে বলা যায়? তাতো মনে বোঝা যায় মাত্তোর, কিন্তু তাতেও কি সে শোভার গভীরে সম্পূর্ণ পৌঁছুনো যায়? এই শোভার গভীরে এই শোভার আধার হ'য়ে যে বস্তু আছে, যার ওপরে এই শোভা আলোকের রশ্মির মত দীপ্ত হ'য়ে সেই বস্তুকে প্রকাশ ক'রতে চায়, সে বস্তুতে মানুষ কতদূর আর ডুবতে পারে? সে বস্তুকে যে মানুষ "যত জানে তত জানে না।"

ভালকথা, সেদিন অসংখ্য ফ্লাইয়ংফিশ (উড্ডড্ডীয়মান মৎস্য) দলে দলে উড়তে দেখেছি। সে আবার আর এক মজার দৃশ্য। একটী মাছ ডেকে উড়ে পড়েছিল, একটী মেম তক্ষুনি সেটা ধ'রে ফেললেন।

এতদিন পরে আজ জমি দেখতে পেলাম। খানিক আগে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "Land" অমনি দলে দলে সব জাহাজের বাঁ দিকে ছুটে গিয়ে দেখি আফ্রিকার উপকুল। সমুদ্র থেকে পাহাড় সোজা ভাবে উঠেছে। আমরা দূরবীণ দিয়ে দেখলাম্ তাতে খালি বালি আর পাথর, আর কিছু নেই। গরম হাওয়া বৈচে, দেখতে দেখতে খুব গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। আমরা আফ্রিকার উপকুল থেকে ৩ মাইল দূর দিয়ে যা'চ্চ।

৯ই আগষ্ট।

কাল রাত্তিরে আমরা বেবলমেণ্ড পার হয়ে এসেছি, এখন রেডসীতে চ'লেছি। আজ খুব গরম বোধ হ'চ্চে, এবং মরুভূমির শুক্‌নো হাওয়া গরম, আরও গরম ক'রে তুলেছে। আজ কিন্তু বড় সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্চি। আমাদের জাহাজের পাশ দিয়ে কত জাহাজ দেশের দিকে চ'লে গেল, আমি আমার দূরবীণ দিয়ে দেখছিলাম, ভারি সুন্দর দেখতে। সব চেয়ে সুন্দর লাইট হাউস্ গুলি। সমুদ্রের মাঝখান থেকে একটা একটা মাঝে মাঝে পাহাড় উঠেছে, তার ওপরে monument এর মতন লাল রং করা লাইট হাউস গুলি দাঁড়িয়ে আছে, লাইট হাউসের পাশেই, হাউসকিপারের ছোট বাড়ী, বড় সুন্দর দেখতে, কিন্তু যে লোকটী ওখানে থাকে তার অবস্থা পৃথিবীর সাধারণ লোকের অবস্থা হ'তে কত তফাৎ; সে কেমন ক'রে তার দিন কাটায়? গ্রেসডারলিং কেমন ক'রে তাঁরা দিন কাটাতেন? বড়ই সুন্দর, কিন্তু নির্জ্জনতায় একটা ক্ষীণ দুঃখের রেখা মেশানো এই Light houseএর দৃশ্য।

আমি বেশ আছি। প্রণাম করি।

স্নেহের বিনয়—

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এখানে বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোন ঔষধীর দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিয়া রক্ত বন্ধ করা অপেক্ষা জল, বরফ, শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা চাপ ইত্যাদি উপায়ই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তাহাতে পরবর্ত্তী চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হয়। রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ক্ষত স্থানে ঔষধাদি লাগালো পরে, ক্ষতারোগ্যকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা আবশ্যক হয়, অনেক সময় তাহা করিতে গিয়া পুনর্ব্বার রক্তপাত হয়, এবং না করিলেও ক্ষত আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয়।

সামান্য ক্ষতেতে উহাকে পরিষ্কার করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা, বালি, কোন দ্রব্যাদির ক্ষুদ্র কণিকা বা ছুঁচো উহাতে থাকিতে না পারে এইরূপ করিয়া কেবল মাত্র শীতল জলের পটী দিয়া রাখিলে উহা আরোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রূপে ক্ষত হইলে ৬০ ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড ১০ ছটাক বা ২০ আউন্স (একটী বড় কাল বোতলে যতটা ধরে) গরম জলের সহিত উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিয়া ক্ষত স্থানে তাহারই পটী দিবে, এই পটীর উপরে নারিকেল বা তিল তৈলের আর একটী পটী দিবে। তৈলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ (৬০ ফোঁটা কাঃ এসিড এক ছটাক তৈল এই পরিমাণে)

কার্ব্বালক এসিড মিশ্রিত করিয়া লইলে ভাল হয়। এই তৈলের পটীর উপরে একখণ্ড কচি কলাপাতা রাখিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে প্রতিদিন একবার করিয়া পটী দিলে ক্ষত শীঘ্রই শুখাইয়া যাইবে।

ক্রমশঃ।

মহিলাদিগের রচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(বাঁকিপুর হইতে প্রাপ্ত।)

শ্রীআচার্য্যের প্রার্থনা হইতে পদ্যে পরিবর্ত্তিত।

ওহে স্নেহময় পিতঃ অধমতারণ,
বঙ্গে শুভদিন আজি "ভ্রাতৃসম্বর্দ্ধন।"
ভগ্নীদল ভ্রাতৃগণে করে সমাদর,
ভ্রাতৃ-প্রেমে মগ্ন আজি ভগিনী-অন্তর,
ব্রাহ্ম মোরা আসিয়াছি প্রেমের খাতিরে,
প্রেমময় বলি তোমা ডাকি নত শিরে,
তবে কেন ভ্রাতৃ-প্রেম বল দিন দিন,
অন্তরে মোদের যেন হইতেছে ক্ষীণ?
ভ্রাতৃ-প্রেম যদি প্রভো, হ্রাস হ'য়ে যায়,
তা হ'লেত ভালবাসা হয় না তোমায়,
পিতা, মাতা ব'লে যারা ডাকিছে তোমায়
বিচ্ছেদ, অপ্রেম তার নাহি স্থান পায়,
দেখ আজ পিতঃ, তুমি বঙ্গের আলয়ে
ভাই ভগ্নী মিলে আজ পবিত্র প্রণয়ে,
হিন্দুর সমাজে আজ করি নমস্কার,
এ পবিত্র প্রেম-চিত্র প্রতিষ্ঠা যাহার,
বুঝেছিল বঙ্গদেশ ভ্রাতার গৌরব,
বুঝেছিল শাস্ত্রকার ইহার সৌরভ,
ভগিনী বসিয়া করেন ভ্রাতার আদর—
এ দৃশ্য এ বঙ্গধামে কেমন সুন্দর।
দীন দুঃখী ভগ্নী দল আজি বঙ্গ দেশে,
ভাইয়ের ললাটে ফোঁটা দেয় হেসে হেসে,
পবিত্র স্বর্গীয় এই ভগিনী-প্রণয়,
ভাই ব'লে ডেকে কিবা হয় সুখোদয়,
বিধানবিশ্বাসী মোরা ওহে দয়াময়,
কর প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র প্রণয়।
ভগিনী চিনুক নাথ,—ভাই কিবা ধন,
ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিক্ ভগ্নীজন।
স্বর্গীয় এই "ভাই ফোঁটা" বঙ্গের আলয়ে
ধন্য আজ ভগ্নীদল ভাইফোঁটা দিয়ে,
একের ফোঁটায় হয় সবার আদর
স্বর্গে শঙ্খধ্বনি আজ "ভ্রাতৃ সমাদর"
বল কবে বল নাথ, সেই দিন হবে
ভাই এসে ভগ্নীরূপে ভা'য়ে ফোটা দেবে
বল কবে সেই দৃশ্য হবে বিশ্বময়
ভগিনীরে দিবে ফোঁটা ভাই সমুদয়।

কে শিখাল তোরে—

কে শিখাল তোরে নন, কে শিখাল তোরে
সুধামাখা রব, অমিয় যাহাতে ঝরে,
সুধা মাখা মাখা বুলি,
সুধা মাখা হাতে তালি,
সুধা মাখা হাসাহাসি, সুধা মাখা সব,
কে শিখাল তোরে নন, সুধা মাখা রব॥
যখনি তোমার মুখে,
অমৃত নির্ঝর ছোটে,
হাসির লহরী উঠে, অমৃতে গড়িয়া,
দেখিয়া সবার প্রাণ, যায় রে গলিয়া॥
কে দেয় তোমারে নন, এ সব শিখাইয়া।
এত গুন কার আছে,
এত তোকে কে শিখাছে,
যা শিখে তুই রে নন, ভুলাস সকলে,
যা দেখে তোরে রে নন, সবে তোলে কোলে
যে নাকি শিখায় তোরে,
আমিত জানি না তাঁরে,
চিনি না তাঁহারে আমি দেখিনি কখন,
আমারে দেখাতে হবে, তোর তাঁরে নন,
যে তোর আত্মার নয়,
সেই কি রে দয়াময়,
নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, সবে ডাকে যারে,
এ সব সকলি কি রে সে শিখাল তোরে॥

পূর্ণিয়ানিবাসী
ননের মাতা।

নারীজীবন।

ভগ্নীগণ, আমরা অনেক সময় আমাদের নিজদের জন্য আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না, আমরা জন্মাবচ্ছিন্ন পরাধীন, আমাদের কোন রকমে স্বাধীনতা নাই, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। শিশুকালে পিতা মাতার তাহার পর পতির, বৃদ্ধকালে পুত্র কন্যার অধীন হয়ে জীবন কাটাতে হয়। চিরকালই পরাধীনা, অন্যের সেবা করিয়া জীবন শেষ করিবার জন্যই আমাদিগের জন্ম। বিধাতা আমাদিগকে এমনি দুর্ব্বল নিরাশ্রয় করিয়াছেন যে, চিরকাল আমাদিগকে অন্যের আশ্রয়ে থেকে অন্যের উপর নির্ভর, অন্যের কাজ করে অন্যকে ভয় করে, অন্যের মন রেখে জীবন পাত করিতে হইবে। আমাদের ধন সম্পত্তি বল, রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান যাহা বল, কিছু আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, বরং এসব থাকিলে অনেকের চক্ষুর শূল হইব, এবং প্রলোভনের কারণ হইব। তাহার জন্য অন্যের আশ্রয় ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। লতা যেমন তরুকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, তেমনি আমরা কোন আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু তরু যেমন আপনার বলে সর্ব্বদা লতাকে রক্ষা করে, এবং আপনার বক্ষদানে পালন করে, সেরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ আশ্রয় আমাদের কয় জনের ভাগ্যে যোটে। এদেশের পিতা মাতা পতি ও ভাই আপনাদিগের ক্ষমতা অনেক সময় অপব্যবহার করেন, এবং আমাদের প্রকৃতিকে নষ্ট করিয়া থাকেন, এদেশের নারীর প্রতি এত অনাদর যে কন্যা জন্মাইলে অনেক পিতা মাতা আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হন। এ সংসারে আমাদের মতন অভাগিনী আর কেহ নাই। এদেশের কত লোকে নারী জাতিকে সকল কার্য্যের কণ্টক মনে করিয়া তাহাদের সুখ দর্শন করেন না। তাঁহারা মনে করেন, নারীজাতি থাকাতেই সংসার এত নিন্দনীয় ও প্রলোভনের হইয়াছে।

এতদিনের পর আমাদের দুঃখের নিশা অবসান হইয়াছে, সুখের দিন আরম্ভ হইয়াছে, জগজ্জননীর প্রাণ আমাদিগের জন্য কাঁদিয়াছে, তিনি আমাদিগের জন্য নববিধান পাঠাইয়াছেন, বিধানাশ্রিত লোকদিগের

মন ফিরিয়াছে। এ বিধানের পুরুষগণ নারীদিগকে আদর ও সম্মান করিতে শিখিয়াছেন, এবং যাহাতে আমাদের প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা কত ব্যস্ত, যাহাতে আমরা বিদ্যা এবং ধর্ম্মে উন্নত হইয়া বিশ্বজননীকে চিনিতে পারি এবং পূজা করিতে পারি, তাহার জন্য কতই যত্ন করিতেছেন, পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদের উন্নতির জন্য যে সকল বীজ পুতিয়া গেছেন, তাহা কে নষ্ট করিতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দ্বারা এবং আমাদের অভিভাবকদিগের দ্বারা সেই বীজ গুলিতে ভাল করে জল সিঞ্চিত হইতেছে না। হে করুণাময়ী জননি, তুমি আমাদের উদ্ধারের জন্য যে উপায় উদ্ভব করিয়াছ, তাহাতে যেন আমরা সকলে প্রাণপণে যোগ দিতে পারি, মা! আমরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলিলে, এবং তোমাকে ভাল করে চিনিলে, ভাল বাসিতে পারিলে আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে, কোন্ স্থানে স্বাধীন কোন্ স্থানে পরাধীন হতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিব, পিতা মাতা পতি পুত্র কন্যা ও সমস্ত আত্মীয়বর্গের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় জানিতে পারিব, এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তোমার চরণে চিরসুখী হইয়া বাস করিব

সংবাদ।

মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করা ইংলণ্ডের আইনে নিষিদ্ধ ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আন্দোলনের পর এবার শ্যালীকে বিবাহ করার আইন পাশ হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ক্রমে ১৩বার এই আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া প্রত্যাঘাত হইয়াছিল। প্রধান ধর্ম্মযাজক বিশপের দল এক্ষণও বিরোধী। তাঁহারা এরূপ বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবেন না। রেজেষ্টরী আফিসে পাত্র পাত্রী যাইয়া বিবাহ রেজেষ্টরী করিয়া লইবে, হয়তো এইরূপে কাজ চলিবে। মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করা ইংলণ্ডে এরূপ দোষের ব্যাপার, এদিকে মামাত পিসতুত ভাই ভগিনী ইত্যাদি ঘনিষ্ট সম্পর্কে অবাধে বিবাহ চলিতেছে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। হিন্দু সমাজে শ্যালীকে বিবাহ করা দোষের মধ্যেই গণ্য নয়। ব্রাহ্মসমাজেও তাহা প্রচলিত হইয়াছে। আবার হিন্দুসমাজে সগোত্র দূর সম্পর্কিত জ্ঞাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হইতে পারে না। বহু বিবাহকারী মোসলমান পুরুষদিগের সম্বন্ধে স্ত্রীর জীবদ্দশায় শ্যালীকে বিবাহ করার বিধি নাই, কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহা হইতে পারে। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত।

গত আষাঢ় মাসে মহিলার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বহু গ্রাহক ও গ্রাহিকার নিকট হইতে উক্ত বৎসরের মূল্য এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। এজন্য আমরা পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"সাহিত্য ও ইতিহাস *।"

খ্রীষ্ট জগতে আমরা অনেক মার্টারের নাম শুনি। মার্টার তাহাকে বলে, যে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নিহত। বাঙ্গালায় ইহার ঠিক প্রতিশব্দ নাই। খৃষ্টীয় ইতিহাসে মার্টার থাকা গৌরবের বিষয় না অগৌরবের বিষয়? এক দিকে গৌরবের বিষয়, কিন্তু মার্টার হতে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হনন করবার লোক চাই, যেমন কতকগুলি লোক প্রাণ দিয়েছেন তেমনি কতকগুলি লোক তাঁদের প্রাণ নিয়েছেন। আমাদের এ দেশ দয়া প্রধান, কোমলতাপ্রধান, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণদণ্ড নাই। যদিও এক প্রহ্লাদের গল্প জানা যায়, প্রহ্লাদকে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য উৎপীড়ন করা হয়েছে; তিনি কি না নারায়ণের উপাসনা করিতেন, যে নারায়ণ তাঁর পিতার শত্রু, সেই জন্য তাঁর পিতা উৎপীড়ন করিতেন। তবুও সেই বিশ্বাসের মধ্যেও এমন অর্থ আছে, যাতে উদ্ধার হ'য়ে গেল। এ দেশের লোকের মন কোমলতার দিকে যায়, কঠোরতা সহ্য করে না। অনেকে বলেন, এ দেশে যখন, বৌদ্ধধর্ম্ম আসে, বৌদ্ধদের উপর তখন উৎপীড়ন হইত, হিন্দুরাজারা তাঁদের উপর অত্যাচার করিতেন। কারণ বৌদ্ধদের নির্ম্মিত সঙ্ঘারাম বিহার, বিশেষতঃ নালন্দার বিহার সব কোথায় গেল। কিছুদিন পরে তাঁদের আর কোন চিহ্নই নাই। যদিও এই কথায় মনে হয় হিন্দুরা অত্যাচার করিতেন, তবুও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, ঐতিহাসিক ভাবে কিছু বলা যায় না। বৌদ্ধদের মধ্যে মার্টারদের নাম শোনা যায়। ভারতবর্ষে কিন্তু হত করার রীতি নাই। খৃষ্টীয় ইতিহাস মার্টারের ইতিহাস। মার্টারদের বিষয় লইয়া একখানা বড় বই আছে। তাহার মধ্যে দেখা যায়, স্ত্রীলোক বালক পুরুষ কত রকম অত্যাচার যন্ত্রণা ধর্ম্মের নামে সহ্য ক'রতেন। ইহাঁদের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হয় ঠিক কি রকম ভাবে ইহারা প্রাণ দেন, তখন তাঁদের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল! আজকাল সে রকম দেখা যায় না। মার্টারদের বিষয় ভাবিলে দেখি যে, খ্রীষ্ট ভাব তাঁদের জীবনকে অধিকার করেছিল, যাতে তাঁরা অনায়াসে প্রাণ দিতেন। একজন লোক যে আপনার ধর্ম্মমতের জন্য প্রাণ দিলেন, তাতে বলা যায় না সেই ধর্ম্ম সত্য, তাদের দলের মধ্যে যে ভুল ছিল না, অপর দলের মধ্যে যে সত্য ছিল না তাও বলা যায় না। যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথমে রোমে গেল তখন রোমান্স সব পৌত্তলিক সম্রাট্‌কে দেবতা ব'লে গ্রহণ করিত, পূজা করিত। সম্রাটকে স্বীকার না করলে তার দারুণ প্রাণ

* ১৯০৩ সনের ১২ই জানুয়ারি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

যাইত। তারপর যখন ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টেণ্ট দুই দল হল, তখনও পরস্পর পরস্পরের প্রাণ নাশ করিত। কিন্তু ধর্ম্মভাব ও সত্য গ্রহণীয় বিষয়, তাহা রোমাণক্যাথলিকদের মধ্যেও আছে, প্রোটেষ্টেণ্টদের মধ্যেও আছে। এই দুই দল ক্রমাগত পরস্পরের মাথা কেটেছেন, এবং অম্লান বদনে প্রাণও দিয়াছেন। ধর্ম্মমতের জন্য একজন প্রাণ দিলেই যে তা সত্য হল, তা নয়। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যে আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ, তাহাও দেখিবার বিষয়। তাঁরা কি উত্তেজনাশূন্য শান্ত, নীচপ্রবৃত্তি শূন্য হ'য়ে প্রাণ দিতেন, তাহা প্রমাণ করা যায় না। তাঁরা যে পূর্ণ সাধু চরিত্র হয়েছিলেন, তাও মনে হয় না, অন্ততঃ খুব একটা শত্রুতার ভাব ছিল। রোলেন টেলার বলে একজন মার্টারের নাম শোনা যায়, তিনি রোমাণ ক্যাথলিক ছিলেন। মেরী যখন রাণী হলেন, তিনি প্রোটেষ্টেণ্ট ছিলেন, তিনি তাঁর প্রাণ দিলেন। দুজনে তর্ক আরম্ভ হল। ইনি ওঁর নিন্দা করিতে লাগিলেন, গালাগালি দিতে লাগিলেন, উনিও সেই প্রকার গাল দিতে লাগিলেন। দুজনে, দুজনকে নিজের মত সত্য বলছেন, বিবাদ করছেন, অবশেষে টেলারের প্রাণ গেল। ঈশার মত তা নয়, ঈশার মধ্যে আদর্শ চারত্র দেখিতে পাই। সকলেই যে ঈশার মত হ'য়ে জীবন দিয়াছিলেন তা নয়। তবে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া এত গৌরবের বিষয় কেন। কি বিশেষত্ব আছে যাতে সকলে মুগ্ধ হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে স্থাপিত হয়েছে, তার প্রধান একটি কারণ এত লোক প্রাণ দিয়াছে বলে, এত লোকের রক্তে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাঁদের প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধাদি কেন? প্রাণ দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু একটী বিশেষ লক্ষ্য স্থির রেখে, কোন দিকে বিচলিত না হয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, একটী লক্ষ্যের দিকে তাঁরা মন প্রাণ সব ঢেলে দিয়েছেন, একটী বিষয় যাহা তাঁরা বিশ্বাস করেছেন, সব তুচ্ছ করে তাহা পেতে ব্যস্ত হওয়া। অন্যে উৎপীড়িত করুক আর না করুক একই বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, তাহাই গৌরবের বিষয়। মানুষের মনে যদি একটী বিশেষ লক্ষ্য থাকে তাহা হইলে আর কিছু ভাবনা থাকে না। একটী লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে স্থির ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া গৌরব না অগৌরব, তাহা দেখার বিষয়। বর্ত্তমান সময় বিচারের, এখন বিচারের প্রাধান্য এসেছে। ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে যদি কুসংস্কার থাকে, লোকে এখন বিচার করে তাকে তাড়াচ্ছে, এখন কেবল এই কথা উঠেছে সব বিষয় বিচারের অধীন করিতে হইবে। কোন কুসংস্কার দাঁড়াতে পারে না। ইহার পূর্ব্বে যেমন সকলে নিজের নিজের ধর্ম্মকে ভগবানের ধর্ম্ম বলে প্রচার করিতেন অন্যের মতকে শয়তানের মত বলিতেন, এবং অন্যকে শয়তানের পথ হতে সর্ব্বনাশের পথ হোতে বাঁচাইবার জন্য তাঁর প্রাণনাশ করিতেন, এবং তারাও বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা প্রাণ নিচ্ছেন তাঁরা ভাবিতেন যে, এলোককে

আরও অন্য লোককে সর্ব্বনাশের পথ হতে বাঁচালাম। যেমন প্লেগ হলে বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, সেই রকম। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞান বলছেন, তা হতে পারে না দেখ তার মধ্যে সত্য আছে কি না। যত ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাস আছে, সমস্ত বিচারের আলোকে ধরিতে হইবে, এটা খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু ইহার একটী অপকারিতা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের মন এক লক্ষ্যের দিকে স্থির নয়। তখন যেমন লোকে এক লক্ষ্যের দিকে মন রেখে প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে প্রস্তুত ছিল এখন আর সেভাব নাই। একটীকে বিশ্বাস করে তাকে সুন্দর শ্রেষ্ঠ বলে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত! কিন্তু এখন কি নিজের মত সত্যকে বলিব, সব সত্য ইহা হইতে বাহির কর। বর্ত্তমান যুগের লোকের মন বিক্ষিপ্তি হয়ে পড়েছে, সাধারণ অসাধারণ সকলকেই এই দোষ স্পর্শ করিয়াছে, এ রকম অবস্থা যে থাকবে তা নয়। ক্রমে এহতে উচ্চ অবস্থায় সকলে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে আর কোনও উজ্জ্বল ভাব গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখনকার অবস্থা বিক্ষিপ্তি, লোকের মন এক লক্ষ্যের দিকে স্থির নয়। এক লক্ষ্যে স্থিররেখে সাধন করিলে যে উপকার হয় তাহা এখন নাই। একটী লক্ষ্য স্থির করে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াতেই বেশী গৌরব না বিক্ষিপ্ত হয়ে নানা রকম জিনিষ বিচার করাতেই বেশী গৌরব? একটী বিশেষ লক্ষ্য জীবনের সামনে রাখা খুব উচ্চ মহৎ। কোনটী জীবনের পক্ষে ঠিক লক্ষ্য তাহা স্থির করা বড় কঠিন। কিন্তু জীবনের সামনে যদি একটী লক্ষ্য না রহিল তবে তাহা বৃথা মনে হয়। সেদিন আমি সেই লিখিত বিষয় পড়িতে পড়িতে যে স্বার্থত্যাগের কথা হইয়াছিল, তখন গীতার কথাও বলিয়াছিলাম। গীতার মধ্যে যোগের গভীর কথা আছে। আপনাদের কাছে গীতার প্রথমটা খানিক পড়ছি আপনারা ইহা পড়ে বিচার করুন। মানুষের প্রত্যেক কাজই কত লোকের উপর পড়িবে, তার ঠিক নাই, কারণে মানুষ পরস্পর জড়িত। মহাপুরুষদের ধর্ম্মে কত বিচ্ছেদ হয়েছে, তাই বলে কি ধর্ম্ম প্রচারে বিরত হয়েন। তিনি কেবল কর্ত্তব্য ভাবছেন, অন্যকে হত করবেন, কি নিজেরা হত হবেন, সেকথা ভাবছেন না। রস্কিনবলেন বীরদের একটী সম্মান আছে, ব্যবসায়ীর সম্মান নাই ব্যবসায়ীরা খেতে দিচ্ছে, যোগাচ্ছে, কিন্তু তাদের সম্মান নাই বীরদের সম্মান এই জন্য যে, তারা আপনাদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অন্যের প্রাণ গ্রহণ করে সেজন্য সম্মান নয়, কিন্তু প্রাণ দেয় বলে। এই ভাব আমরা ইহাতে দেখি যে, অপরকেও কষ্ট দেওয়া যায়, এই জন্য যে কর্ত্তব্য করিব না তা নয়। কিন্তু যাঁরা মার্টার হন বা করেন তাঁদের ভাব যে, মানুকে অনন্ত নরক হতে বাঁচাবার জন্য, শয়তানের হাত হতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণনাশ করেন, আমরা অবশ্য এই মতের অনুমোদন করি না। তাঁরা যে এই কাজ করিতেন, একটী উজ্জ্বল বিশ্বাস থেকে। তাঁরা নরঘাতক ছিলেন না, কিন্তু একটা ভুল ছিল। একটী স্থির লক্ষ্য সাধন করিতে হইবে। সেই লক্ষ্য চিনিবার বিষয়ে অনেক কথা আছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১১শ বৎসর।

শ্রীমতা রায়চৌধুরী,	কাশীপুর	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী রায়চৌধুরী,	কাশীপুর	২৲
„ কুমুদিনী রায়,	ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন,	পাঁচদোনা	২৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী,	কুচবিহার	২৲
„ কুন্দমালা দেবী,	কলিকাতা	২৲
„ মনোরমা দেবী,	ঢাকা	২৲

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী কুমুদিনী রায়,	ঢাকা	২৲
শ্রীমতী এস্ সি মুখোপাধ্যায়,	পাবনা	২৲
শ্রীযুক্ত সুমেরচাঁদ মাহার,	কলিকাতা	২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না। বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

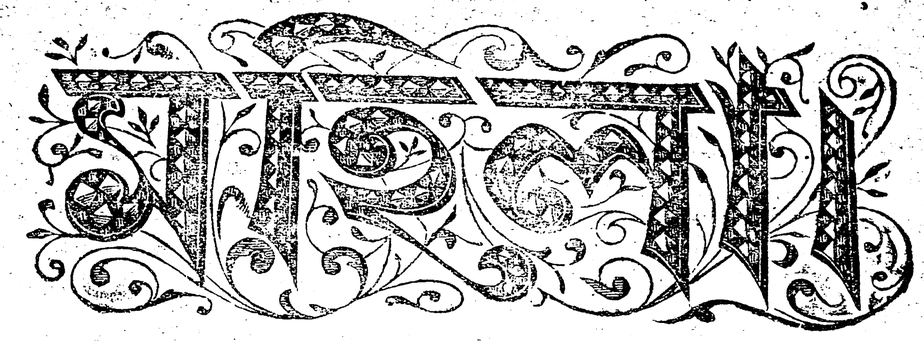

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ; ডিসেম্বর ১৯০৭। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাতৃদেবী পূজা আহ্নিক করিতেন, পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, সায়ংকালে নামজপে প্রবৃত্ত হইতেন, অপরাহ্নে আত্মীয় মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিতেন, দুই চারি দিন পরেই বিশেষ বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতেন। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে পূজার্চ্চনাদিতে শ্রদ্ধা হয়, দেব দেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে, ধর্ম্মকথা শুনিতে আগ্রহ হয়। কোন্‌টা কুসংস্কার ও অসত্য তখন আমরা তাহা বুঝিতাম না। সাধারণতঃ মাতৃদৃষ্টান্তে আমাদের অন্তরে ধর্ম্ম ভাবের সঞ্চার হয়। মাতৃচরিত্রের দৃষ্টান্ত শিশুদিগের মনে কিরূপ কার্য্য করে, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

নব্য শ্রেণীর জননীগণ পূজা আহ্নিকাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সন্তানদিগকে ধর্ম্ম ও সুনীতির দিকে আকর্ষণ করেন এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল। তাঁহারা শিব-পূজা ও তুলসীতরুর পূজা ইত্যাদিকে অসত্য বলিয়া তৎসংস্রব পরিত্যাগ করেন করুন, যাহা সত্য বলিয়া জানেন সেই দেবতার পূজা কেন প্রত্যহ নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিবেন না? বালক বালিকারা তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মাচরণের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাল্যকাল হইতে তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না জন্মিলে তাহাদের মন যে কঠিন হইয়া যায়। তাহারা কেবল পান ভোজন আমোদ প্রমোদেই সময় যাপন করিবে, ক্রমে নাস্তিক হইবে, ধর্ম্মের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করিবে, ইহা বলা বাহুল্য, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মাতৃগণ নিজ নিজ জীবনের গুরুতর দায়িত্ব মনে রাখিবেন, তাঁহারা যথেচ্ছরূপে জীবন যাপন করিয়া নিজেদের অকল্যাণ এবং সন্তান সন্ততিদের অকল্যাণ সাধন করিতে পারেন না।

মেয়েদের রূপের মায়া।

(পদ্মাবতী, সরলা ও নির্ম্মলা।)

পদ্মাবতী। দিদিমণি, বড় দুঃখেই বল্‌ছি, রাগ কর না। দিদি, কল্লে কি? এমন বরকে বিয়ে কল্লে? বরের রং কাল, লম্বা মোটা,সোটা নিজে দেখে শুনে এমন বর পছন্দ হল? তুমি যে দিদিমণি,সোণার পাত খানি, যেমন রং তেমনি মুখ চোখ আর গঠন পেটন।

নির্ম্মলা। (হাস্যের সহিত) পদ্মাবতি, তুই যে,একজন কবি হয়ে উঠ্‌লি। আমার পরম ভাগ্য যে, আমি এমন সৎপাত্র লাভ করিয়াছি। তিনি সচ্চরিত্র বিদ্বান্ ধার্ম্মিক মিষ্টভাষী সুগায়ক কর্ম্মনিষ্ঠ সবলকায় এবং সুস্থ। এত গুণ যার তার গায়ের বর্ণে কি এসে যায়? তুই তো বলিস "কাল জগৎ আলো।

পদ্মাবতী। সেতো আমি কৃষ্ণের কথায় বলি,তিনি যে, দেবতা আমার ইষ্ট দেবতা।

নির্ম্মলা। ওলো কথায় বলে "যার ইষ্টি তার মিষ্টি" তিনিও আমার দেবতা। আমি তাঁর গুণই দেখি, বাহিরের রূপ কি দেখি?

পদ্মাবতী। তোমার সঙ্গে কি আমি কথায় পারিব, তুমি চারিটী পাস করা মেয়ে, তবে কিনা বলাই বাবুর রং আর একটু ফর্সা হলে আমার মনে লাগিত।

নির্ম্মলা। তবে তো তিনি সুন্দর না হয়ে ভালই হয়েছে।

পদ্মাবতী। দিদিমণি, ঠাট্টা তামাসা নিয়েই আছেন। বলাই বাবুকে যখন তোমার এত ভাল লেগেছে তখন আমারও ভাল লাগিল। মা বাবারও ভাল লাগিবে। আমি আজ থেকে বলাই বাবুকে বলিব কাল নয় যেন কাল মাপিক।

নির্ম্মলা। তাহলে আমি হাততালি দিয়ে খুব হাসিব। পদ্মাবতী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সরলা। পদীকে তো সহজে বুঝাইয়া দিলে আমায় একটু বুঝাইয়া দাও দেখি। রূপ কি কিছু নয়? তবে লোকে এত রূপের প্রশংসা করে কেন, এত মোহিত হয় কেন?

নির্ম্মলা। রূপের কি নিন্দা করিতে পারি? ভগবান্ নিজে সুন্দর, তাঁরই সৌন্দর্য্য নানা প্রকার রূপ হয়ে বিকশিত হয়েছে।

সরলা। তবে রূপের প্রতি তোমার এত বীতরাগ কেন?

নির্ম্মলা। না সই,রূপের প্রতি আমার বীতরাগ নাই, কিন্তু রূপের মায়ার প্রতি আমার বিষদৃষ্টি। সৌন্দর্য্য নানা প্রকার—মানসিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, কবিত্বের সৌন্দর্য্য এবং আত্মিক সৌন্দর্য্য। মানুষের সম্বন্ধে আত্মিক সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ,এই সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বহিঃসৌন্দর্য্যে মোহিত হওয়ার নাম রূপের মায়া। এই রূপের মায়াকে কোন রূপে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই কুহকিনী এ সংসারকে নরক তুল্য করিয়াছে। সুখের সংসারকে দুঃখের আলয় করেছে। রূপের মায়াতে রাবণ সবংশে নিধন হইল। হেলেনের রূপ ট্রয় রাজার বংশ, গ্রীস এবং ট্রয়ের অসংখ্য যোদ্ধার মরণ ও তাহাদের বিধবা ও পুত্র কন্যাদিগের দর্ব্বনাশের কারণ হইল। রূপের মায়া মানব সমাজের যে কত অনিষ্ট করিয়াছে ইতিহাস, কবিতা এবং আখ্যায়িকা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আচ্ছা সই, বল দেখি রূপ আমরা কি কেবল চক্ষু দিয়াই দেখি?

সরলা। চক্ষু দিয়া দেখি বটে, কিন্তু তাহা মনে থাকে, তুমিই তো সে দিন আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলে মনই সকল প্রকার জ্ঞানের মূল।

নির্ম্মলা। বেশ বলেছ। "আঁখি কত শত হেরে সকলেই কি মনে ধরে; মন যারে ধরে মনে সে হয় মনোরঞ্জন।" ইংরাজিতে একটী দার্শনিক মত আছে "The subjective gives colour to the objective," মনের রং বহির্বিষয়ে পড়ে। দেখ কাল কুৎসিত ছেলে মায়ের চক্ষে কত সুন্দর, স্বামীর চক্ষে স্ত্রী কত সুন্দর, স্ত্রীর চক্ষে স্বামী কত সুন্দর! আর সেই তুমি যদি আমার চক্ষে আমার বরকে দেখ তবে একেবারে মোহিত হয়ে যাবে। তোমার বর তো দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু তুমি কেমন সোণার চক্ষে দেখেছ, তিনিও তোমায় সোণার চক্ষে দেখেছেন।

সরলা। তা ভাই ঠিক বলেছ, কিন্তু বলিতে কি আমার প্রথম প্রথম একটু রূপের লালসা ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রেমে এবং গুণে আমায় এমন বশ করেছেন যে, তাঁর মতন আমি আর কাহাকেও ভাল দেখি না।

নির্ম্মলা। তাই তো ঠিক, তোমার মনের রং তার গায়ে লেগেছে, তাই মনের অবস্থার উপর সমস্তই নির্ভর করে, একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভাবে দেখে। মনে কর, একজন রূপসী যুবতীকে তিন জন লোকে দেখিল, তার মধ্যে যিনি রূপের কাঙ্গাল, বিলাসপরায়ণ যাহার কাছে নারী পুরুষের বিলাস ও ক্রীড়ার বিষয় বই আর কিছুই নহে, সে সেই যুবতীকে দেখিয়া মনে মনে নরকে ডুবিল। যিনি নীতি-পরায়ণ ভদ্রলোক তিনি সেই যুবতীকে দেখিয়া আপনার চক্ষুকে তৃপ্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার কন্যা বা ভগ্নী ভাবে দেখিলেন; আর তৃতীয় ব্যক্তি যিনি শুদ্ধমনা তত্ত্বদর্শী ঈশ্বরপরায়ণ তিনি সেই যুবতীর সৌন্দর্য্যে ব্রহ্মজ্যোতি দেখিলেন, এবং তাঁহার মধ্যে বিশ্বজননীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মনে মনে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। দেখ বিষয়টি এক, কিন্তু প্রকৃতিভেদে ভিন্ন প্রকারে প্রদর্শ হইল। আমাদের মনের প্রকৃতি এবং ব্যবহার হইতে ভাবযোগ হয়, সেই ভাবযোগই আমাদের স্বর্গে বা নরকে লয়ে যায়।

সরলা। ভাব যোগ কাহাকে বলে? আমার সঙ্গে কথা বলিবার সময় বড় বড় কথা বলিলে হবে কেন? আমার বিদ্যা বুদ্ধিত আর তোমার অগোচর নাই।

নির্ম্মলা। ভাবযোগ ইংরাজীতে বলে (Law of Association) আমরা যে বস্তু দেখি আমাদের মনের সঙ্গে সে বস্তু যেন একটি সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। সে বস্তু দেখিলে পরে সেই ভাব আপনা আপনি মনে এসে পড়ে, সহজে নিবারণ করা যায়

না। রামপ্রসাদ তাঁহার একটি গানে বলেছেন—মনে করি ঘর ছেড়ে যাই, থাকব না আর এপাপ দেশে, বিষম চক্রে ঘুরিয়ে মারে চিন্তারাম চাপরাশী এসে। ভাব যোগকে চিন্তারাম চাপরাশী বলিলে হয়। আদালত হইতে চাপরাশী যেমন ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে ধরে নিয়া যায়, এই চিন্তারাম চাপরাশী ঠিক তাহাই করে। হয়ত বেশ ভাল কাজ বা ভাল চিন্তায় একজন লোক নিযুক্ত আছে কিন্তু পূর্ব্বের কোন একটি মন্দ ভাব বা চিন্তার কথা স্মরণ হইল, অমনি মনের ভিতর নেই সম্বন্ধে যে নরক আছে, চিন্তারাম চাপরাশী ধরে নিয়ে তাঁকে তাইতে ফেলিল। মন্দ কাজ বা চিন্তা করিয়া ছাড়িয়া দিলেই যে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় তা নয়। ভাবযোগের যন্ত্রণায় যে কত কাল ভুগিতে হয় তা কে বলিতে পারে?

এই জন্য ভাল চিন্তা ভাল কাজ ভাল পুস্তক পাঠ এবং সাধু সঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গে সর্ব্বদা মনকে রাখিতে অভ্যাস করিতে হয়। উচ্চ জীবনলাভের এই প্রধান উপায়, কিন্তু চেষ্টা কি সহজে করা যায়? কত অনুতাপ করিতে হয়, কত কান্না কাঁদিতে হয়, কত ব্যাকুল প্রার্থনা ঈশ্বরের নিফট করিতে হয়; তবে মন স্থির হয়। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেবল মানুষের চেষ্টায় কিছু হয় না, মানুষের চেষ্টা এবং ব্রহ্মের কৃপা এই দুইয়ের যোগ চাই। অনেকে একটু লেখা পড়া শিখে মনে করে যে, তাঁহরা বিদ্যা বুদ্ধিবলে এবং চেষ্টা করিলে ভাল হইতে পারিবে। ঈশ্বরের কৃপার আর প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

সরলা। তোমার কথা শুনিয়া বড় ভয় হচ্চে। এখন চিন্তারাম চাপরাশীর হাত হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি?

নির্ম্মলা। "উপায় ওপায়" "ভর করিলে জয়" ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, ক্রমে সমস্ত বাধা বিঘ্ন চলে যাবে। তোমাকে আর কি বেশী ক'রে রূপের মায়ার দোষ বুঝাতে হবে! তোমার নিজের বাড়ীতে দেখ না, তোমার দাদা রূপের মোহে পড়ে কি বিপদে পড়েছেন। একটা নীচমনা সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ ক'রে, এবং তার বশীভূত হ'য়ে আপনি যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাচ্চেন, এবং সমস্ত পারিবারিক জীবন বিষাক্ত করেছেন। এখন তিনি তাঁর ভুল বুঝেছেন, এখন আর কি হবে? না বুঝে যে খেয়েছে কচু, তেঁতুল কোথা পাবে? এখন কি আর তিনি বড় বৌকে ঠিক করিতে পারেন? অল্প বয়সে চেষ্টা করিলে কিছু হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তার যৌবন ও রূপের মোহে অন্ধ হয়ে ছিলেন।

সরলা। আজ একটি মনের কথা তোমাকে বলি, আমি তোমাকে সই করে ও তোমাকে ভাল বাসিতে শিখে এবং তোমার সঙ্গ ও ভালবাসা পেয়ে আমার যে কত উপকার হয়েছে বলিতে পারি না। তোমার কাছে বসিলে, তোমার কথা শুনিলে কত জ্ঞান হয়, ভাল হবার কত ইচ্ছা এবং চেষ্টা হয়, আমি ঈশ্বরকে

কত নমস্কার করি, এবং তোমার কত মঙ্গল ইচ্ছা করি। লোকে বলে পাস করা মেয়ে বিবি হয়, কেবল নিজের বেশ ভূষা এবং বিলাস সুখ নিয়ে থাকে, আর একটু আধটু পড়া শুনা করে, আর কিছুই করে না, কাহারও মুখপানে চায় না কেবল আপনার স্বামীকে চেনে। কিন্তু ভাই, তোমার দেখে আমার ও সকল কথায় বিশ্বাস হয় না। তুমি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি কর্ম্মিষ্ঠ, তোমার তেমনি পড়া শুনায় মন, লোকের কিসে ভাল হয়, বিশেষতঃ মেয়েদের কিসে ভাল হয় তার জন্য তোমার কত চেষ্টা কত কষ্ট। সকলের সঙ্গে হেঁসে কথা কও, মিষ্ট ব্যবহার কর, কখনও তোমাকেতো চুপক'রে বসে থাকতে দেখি না। যখন আসি তখন দেখি কিছু না কিছু করিতেছ। তোমার মতন আর জন কত পাস করা মেয়ে হ'লে কত যে দেশের উপকার হয় তা কে বলতে পারে! আচ্ছা ভাই লোকে বলে "হর পূজে বর পায়" কিন্তু তোমার বর কাকে পূজে এমন ক'নে পেয়েছেন। তাঁর উপর আমার হিংসা হয়, যদি আমি তাঁর মতন হতুম, তবে তোমাকে একেবারে আমার ক'রে নিতুম।

নির্ম্মলা। বা, বা, আমারও আজ একটা ভ্রম চলে গেল, আমি তোমাকে গো বেচারা বলে জানিতাম। তোমার মুখে কথা ফুটে না, এখন দেখ্‌ছি তুমি যে এক জন মহা বক্তা, কোন্ দিন টাউনহলে গিয়ে বক্তৃতা ক'রে ব'সবে।

সরলা। তুমিই তো আমাকে বক্তা ক রলে তুমি তো সে দিনে বলেছিলে, "খুলিলে হৃদয়দ্বার না লাগে কপাট"। এখন আমার মনে যে ভাব হয়েছে, যদি তোমার মতন বিদ্বান হতাম, তবে কত সাজিয়ে গুজিয়ে বলিতে পারিলাম। বেলা যাচ্চে এখন যাই। আমি তোমার কাছে যত বার পারি আসিব। আমাকে গাধা পিটে ঘোড়া ক'রে দিতে হবে।

নির্ম্মলা। আচ্ছা ভাই তবে এখন এস। কিন্তু আজ থেকে আমি তোমাকে কবিরত্ন মহাশয় বলিব।

R. M. Bose.

খদিজাদেবী।

খদিজাদেবী এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রথমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম খবিলক ছিল। খদিজা অসময়ে বিধবা হইয়াছিলেন। মক্কা নগর তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল, ব্যবসায় বাণিজ্যে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যপালিনী হইয়াছিলেন। নানা দেশের নরপতি ও সম্ভ্রান্ত লোক সকল তাঁহার পাণিগ্রহণের একান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে স্থান দান করেন নাই, স্বামীর পরলোক প্রাপ্তি হইতে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরোপসনায় ও ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে সময় ক্ষেপণ করিতেন। বাণিজ্য কার্য্যসম্পাদনার্থ দেবী খদিজার এক জন সুদক্ষ বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। এদিকে

মহাপুরুষ মোহম্মদের অভিভাবক ও পিতৃব্য আবুতালেব অতিশয় দৈন্যদশাপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত মহাপুরুষ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃস্বসা আবুতালেবের ভগিনী আত্‌কাদেবী আবুতালেবের নিকটে ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপুরুষ মোহম্মদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহাতে আবুতালেব বলেন, প্রিয়তম মোহম্মদ বয়ঃপ্রাপ্ত, উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে সে পরিণয় সূত্রে সম্বদ্ধ হয় ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু আমি নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণ বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। মোহম্মদের বিবাহবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নহি। কিন্তু কি করিব দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কার্য্য নির্ব্বাহ করাসম্বন্ধে আমার অবস্থা অনুকূল নহে। আত্‌কা বলিলেন, তজ্জন্য ভাবিতে হইবে না, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহার উপায় বিধান করিবেন। আমি শুনিয়াছি পরমৈশ্বর্য্যশালিনী খদিজা খাতুনের বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া মোহম্মদের জন্য সেই কার্য্যের প্রার্থনা করিব। মোহম্মদের সততা যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। খদিজা মোহম্মদকে সুদক্ষ ও সুযোগ্য লোক বলিয়া বিশেষ জ্ঞাত। আশা করি খদিজা আমার আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না, যেহেতু তিনি অতিশয় গুণগ্রাহিণী মহিলা। মোহম্মদ উক্ত পদে নিযুক্ত হইলে উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হইবে, অর্থকষ্ট আর থাকিবে না। তাহার উদ্বাহ-সমুচিত ব্যয়নির্ব্বাহে অর্থ স্বচ্ছল হইবে।

আবুতালেব ভগিনীর এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তখনি দেবী আত্‌কা, খদিজা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজের প্রার্থনা জানাইবার জন্য সমুদ্যত হন। এদিকে খদিজা এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যে, মোহম্মদ প্রত্যাদিষ্ট ও নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবে না, তাঁহা প্রচারিত নবধর্ম্মের দীপ্তিতে ভূমণ্ডল প্রদীপ্ত হইবে, এবং তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন, তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী হইবেন। এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া খদিজার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এই স্বপ্ন কার্য্যতঃ সত্য হইবে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস হয়। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, তাঁহার কৃপা প্রকাশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতুল ধন সম্পত্তির জন্য আরবের লোকে খদিজাদেবীকে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিত। রূপ লাবণ্যে ও সদ্‌গুণ সৌজন্যে আরব দেশে কোন সীমন্তিনী খদিজাদেবীর উপমার যোগ্য ছিল না।

ইতিমধ্যে আত্‌কা হজরতের বাণিজ্য-যাত্রাবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য খদিজার গৃহে উপনীত হন। খদিজা তাঁহার শুভাগমনকে আপনার সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করেন। পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উচ্চাসনে বসান, এবং নানা সুরস ভোজ্যসামগ্রী দ্বারা তাঁহার সৎকার করেন। যেহেতু আত্‌কা মহামান্য আব্‌দোল্‌মোত্তালেবের দুহিতা, আবুতালবের সহোদরা, প্রসিদ্ধ কোরেশকুলের গৌরবান্বিত মহিলা; তিনি বিশেষ আদর সম্মান পাইবার উপযুক্ত। আত্‌কা

এক এক বার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, খদিজার নিকটে মনের ভাব ব্যক্ত করেন, কিন্তু হজরতের বেতনসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে লজ্জা তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ করিতেছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলে খদিজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরণ্যে, আপনার কি আজ্ঞা, এ গৃহে পদার্পণের উদ্দেশ্য কি? আপন অভিসন্ধি জ্ঞাপন করুন, এবং আমার সেবা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" তখন আত্‌কা বলিলেন, "রাজ্ঞীর কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে যে, আমার ভ্রাতা আব্‌দোল্লার এক পুত্র আছে, তাহার নাম মোহম্মদ, আমার জনক আব্‌দোল্‌মোত্তালেব জীবদ্দশায় তাহার লালনপালনে ব্রতী ছিলেন। পরলোক গমনকালে তিনি সেই মোহম্মদসম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণ আমাদের স্নেহাস্পদ মোহম্মদের যৌবনকাল, একটী রূপগুণশালিনী বরাঙ্গনার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়, ইহা এই সময়ে একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মোহম্মদের বর্ত্তমান অভিভাবক আমার ভ্রাতা আবুতালেব নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একার্য্য সম্পাদন করেন এরূপ তাঁহার অর্থসম্বল নাই। শ্রুত আছি, রাণী বাণিজ্যার্থ বণিগদল নিযুক্ত করিয়া শামদেশে পাঠাইবেন, যদি মোহম্মদকে সেই বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে মনোনীত করেন, তবে হাশেমকুল রাজ্ঞীর অনুগ্রহে বাধ্য থাকিবে।" এই কথাশ্রবণে স্বপ্নবৃত্তান্ত অবিলম্বে সফল হইবে ভাবিয়া খদিজার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আশাসমীরণে তাঁহার চিত্তমুকুল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, অনুরাগানলে হৃদয়দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, চিররোগী যেন রোগপ্রতীকারক মহৌষধ লাভ করিল। তিনি প্রফুল্লমনে সহাস্যাননে বলিলেন, "আর্য্যে, আমি মোহম্মদের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার সচ্চরিত্রতা ও ধার্ম্মিকতা, নীতি ও নিষ্ঠা সমুদায় জ্ঞাত আছি, তিনি যে মহৎ কুলোদ্ভব তাহা আর কাহার অবিদিত আছে? কোন বিষয়ে কাহারও সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাঁহার কোন রূপ সেবা করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু পণ্যজাতসংরক্ষণ বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন গুরুতর ব্যাপার। আপনি মোহম্মদকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসুন, আমি তাঁহার ভাব চরিত্র আকার প্রকার লক্ষ্য করিয়া দেখি, তিনি এই কঠিন কার্য্যসাধনে উপযুক্ত কি না।" আত্‌কা এই কথা শুনিয়া হজরতকে আনয়ন করিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে দেবী খদিজা, প্রিয়তমের দর্শনানুরাগে প্রাসাদ সুসজ্জিত করিলেন, নিজে স্নাত প্রক্ষালিত হইলেন, অন্তর বাহির আন্তরিক ও বাহ্য সজ্জায় সাজাইলেন, উচ্চাসনে বসিয়া হজরতের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিংহাসনের সম্মুখভাগে সূক্ষ্ম যবনিকা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি তওরাত গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে বিবৃত ভাবী পেগাম্বরের বর্ণনা অধ্যয়নে রত ছিলেন, এবং আশাজনিত আনন্দাশ্রুরূপ উজ্জ্বল মুক্তাবিন্দু নয়নরূপ শুক্তিকোষ হইতে বর্ষণ করিতেছিলেন।

রূপযৌবনশালিনী কিঙ্করীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, "যখন মোহম্মদ উপনীত হইবেন তোমরা বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া সভাস্থল সমুজ্জ্বল করিবে, এবং উচ্চ আসনে তাঁহাকে বসাইবে।" কিয়ৎ-ক্ষণানন্তর হজরত স্বীয় পিতৃস্বসা আত্‌কার সঙ্গে পদার্পণ করিলেন। খদিজা অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না, উভয়কে সসম্ভ্রমে গৌরবের বসাইলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ বর্ণনা পাঠ করিতেছিলেন, হজরতের প্রতি গূঢ় দৃষ্টি করিয়া তাঁহার আকৃতির সঙ্গে একে একে মিলাইলেন, কথিত আছে উহা ঠিক মিলিয়া গেল। *। তাহাতে খদিজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পুনঃ পুনঃ তিনি সতৃষ্ণ স্থির নয়নে হজরতের মুখচন্দ্র তাঁহার ভ্রূ ও নেত্রযুগল এবং কেশগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন। স্বপ্ন যে সফল হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তখন হইতে তিনি প্রাণসিংহাসনে হজরত মোহম্মদকে বসাইলেন, তাঁহার নয়নে সেই মনোহর সুন্দর ছবি অঙ্কিত হইয়া রহিল। অবিলম্বে তিনি হজরতের বেতন নির্দ্ধারণ করিলেন। আত্‌কা হজরতকে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে লইয়া গিয়া বাণিজ্য-যাত্রিকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইলেন, এবং পরে খদিজার আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত বেতনভোগী ভৃত্য হই-লেন বলিয়া আত্‌কা ক্ষুণ্ণ, খদিজা তাঁহার দর্শনলাভে ও সম্মিলনসুখের আশায় প্রফুল্ল; একজনের মনোভগ্ন অন্য জনের মনের আরাম।

খদিজার মিসরানামক এক ক্রীতদাস ছিল, ধনসম্পত্তি পণ্যজাত তাহার নিকটেই গচ্ছিত থাকিত। খদিজা তাহার হস্তে এক মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন, এবং একটি উষ্ট্র সুসজ্জিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত রাখিলেন ও বলিলেন, "যখন মক্কা হইতে বহির্গত হইবে তখন মোহম্মদের হস্তে উষ্ট্রের রজ্জু অর্পণ করিবে। লোকালয় ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গেলে এই পরিচ্ছদ তাঁহাকে পরিতে দিবে। আদান প্রদান ক্রয় বিক্রয়াদিতে তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না। যথা-সাধ্য তাঁহাকে সুখস্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে রাখিবে, এবং সত্বর মঙ্গলমতে আমার নিকটে পঁহুছাইবে, তাহা হইলে আমি মাননীয় কোরেশদিগের ও হাসেম পরি-বারের নিকটে লজ্জিত হইব না। আমার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিব, এবং তোমার বাসনানুরূপ ধন দান করিয়া তোমাকে ভাগ্যবান্ করিয়া তুলিব।" ক্রমশঃ

* মোসলমানেরা বলেন যে, ইহুদি-দিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাতে ও খ্রীষ্টবাদীদিগের শাস্ত্র বাইবেলে ভবিষ্যতে অমুক অমুক রূপগুণযুক্ত আহমদনামক এক মহা তেজস্বী পেগাম্বর হইবেন, এরূপ লেখা ছিল। হজরতের প্রেরিতত্বের প্রকাশ হইলে পর ইহুদ ও খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ আপন আপন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সেই কথা বিলোপ করিয়াছে।

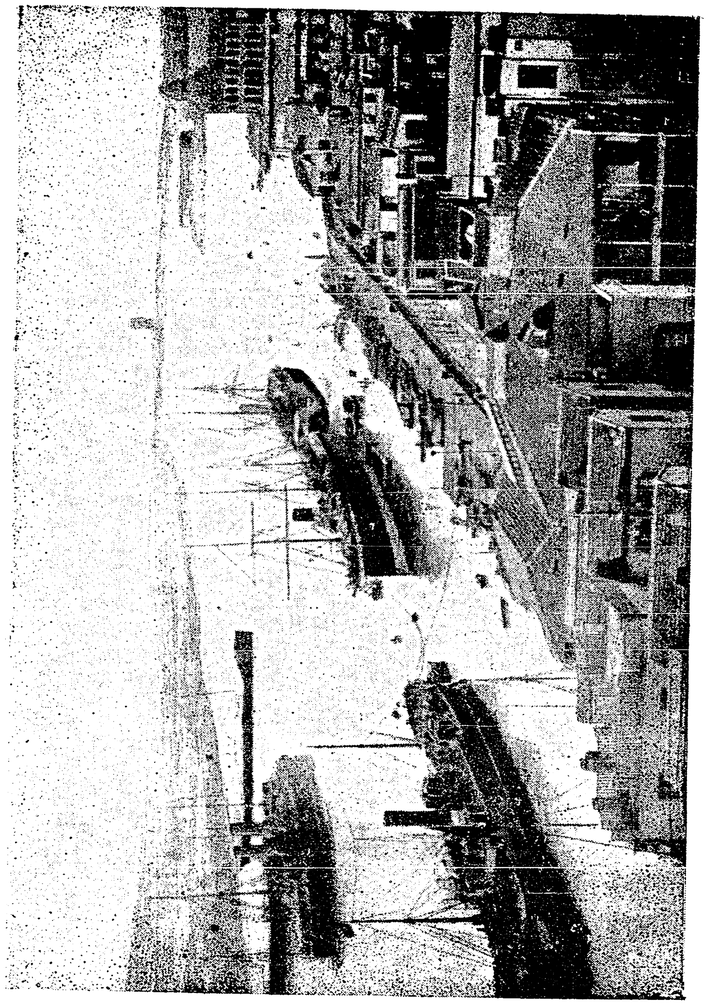

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

১০ম।

রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় যাত্রা।

আমরা বিগত ৪ঠা চৈত্র অপরাহ্ণে টেরভানামক অর্ণবপোতারোহণে রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করি। সেই দিন বর্ম্মদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ হয়। বিদায় গ্রহণোপলক্ষে সে দেশের কি কি বিশেষত্ব তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বুদ্ধমন্দির পেগোডা। নগরে ও উপনগরে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্ম মন্দির বিদ্যমান অন্য কোন দেশে তদ্রূপ আছে কি না সন্দেহ। সে দেশের ছোট ছোট নগরগুলি পর্য্যন্ত বড় বড় পেগোডা-শ্রেণীতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। রেঙ্গুণের সুবর্ণমণ্ডিত পেগোডার তুলনা নাই। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধমূর্ত্তি, সে দেশের স্থানে ২ যে প্রকার বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি নয়নগোচর হয় তদ্রূপ অন্য কোথাও বৃহৎ দেবমূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ধর্ম্মদেশের বিশেষত্ব। তৃতীয়তঃ পীত বর্ণের ত্রিবসন পরিহিত ভিক্ষান্ন-ভোজী একাহারী মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিগণ। অপিচ দারুময় দ্বিতল ত্রিতল ফুঙ্গি চাঁও (ফুঙ্গিদিগের বাস গৃহ) সে দেশের রাজপ্রাসাদ সদৃশ। বৌদ্ধ গৃহস্থগণ ফুঙ্গিচাঁও ও পেগোডানির্ম্মাণে মুক্তহস্ত, অনেক ধর্ম্মোৎসাহী সম্পন্ন বৌদ্ধ লক্ষ লক্ষ টাকা তদ্বিষয়ে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নয়। প্রত্যহ প্রত্যূষে বৌদ্ধ নারীগণ ফুঙ্গিদিগকে ভিক্ষাদানের জন্য ভক্তি নিষ্ঠা সহকারে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। এরূপ অকাতরে ধর্ম্মার্থদান এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধুসেবা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ বৌদ্ধ বালকদিগের ধর্ম্মদীক্ষা ও ব্রতগ্রহণ ব্যাপার, এ প্রকার অন্য দেশে কোন সম্প্রদায় দেখা যায় না। পঞ্চমতঃ তথাকার বৌদ্ধ নরনারী-দিগের প্রতিবৎসর তগুলা ও তঞ্জিলা নামক উৎসবে কয়েক দিন ব্যাপিয়া মত্ততা, ব্রতানুষ্ঠানতা ও বৈরাগ্যসাধন; অন্য কোন দেশের কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষ এইরূপ দলবদ্ধভাবে উৎসব সম্পাদন করেন শুনিতে পাওয়া যায় না। ষষ্ঠতঃ, কোন পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে নৃত্য বাদ্যাদিসহ আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক প্রতিবেশী স্ত্রী পুরুষ সুসজ্জিত হইয়া মৃত দেহকে বিবাহের বরের সাজের ন্যায় সাজাইয়া মহাঘটা করিয়া শ্মশানক্ষেত্র (গোরস্থানে) লইয়া যাওয়া, তথায় ফুঙ্গি-দিগের সভা ও মন্ত্রপাঠ এবং নানা প্রকার দানাদি হওয়া; এদিকে, তদ্বিপরীত বিনা ঘটা ও আড়ম্বরে এক প্রকার সোপানে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হওয়া, অন্য দেশের পক্ষে ইহা নূতন ব্যাপার। সপ্তমতঃ স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা সাধারণতঃ পুরুষদিগের আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা, স্ত্রী উপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে প্রতিপালন করা, বিবাহের পর স্বামী আসিয়া স্ত্রীর পিত্রালয়ে স্ত্রীর নিকটে বাস করা এবং মধ্যে মধ্যে প্রণয়িনীর উপানৎ প্রহার উপহার প্রাপ্ত হওয়া। কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া

ইহা কি বিশেষত্ব নহে? অষ্টমতঃ পচা দুর্গন্ধ চুণ মৎস্যে নাপ্পি প্রস্তুত হয়, যাহার দুর্গন্ধ আঘ্রাণে আমাদের অন্ন প্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে, ব্যঞ্জনাদিতে সেই নাপ্পির যোগ না হইলে বর্ম্মদেশীয় নরনারীদের অন্ন ভোজন দুষ্কর হওয়া; প্রিয় খাদ্যরূপে প্রত্যহ নাপ্পিভোজন বিশেষ বিশেষত্ব। ৯মতঃ মুখ ব্যাদান করিয়া যুবতীগণ মূলীবাঁশের ন্যায় মোটা, এক ফুট দেড় ফুট লম্বা অদ্ভুত চুরুটের ধূম পান করেন। ইহাকে কে বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিবে না। ১০মতঃ গালাতে জড়িত বাখারি বা কাঠের থালা বাটী গ্লাস কৌটা ইত্যাদি বিচিত্র পাত্র এবং বর্ম্মরমণীদিগের রচিত মনোহর কাপড়ের ফুল ইত্যাদি. শিল্প দ্রব্য ও স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার্য্য উপানৎ আতপত্র ও পরিচ্ছদাদির বিশেষত্ব ও বিচিত্রতা বিদ্যমান। আমাদের একটী স্নেহের কন্যা বিবাহ হওয়ার অব্যবহিত পরেই স্বামিসহ বর্ম্মদেশে গিয়াছিলেন, তিনি রেঙ্গুণে পঁহুছিয়াই তথাকার রয়েল লেক (বিশাল তড়াগ) এবং তৎকূলস্থিত সুশোভন উদ্যান দর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় পিতৃদেবকে প্রথম পত্রেই এরূপ লিখিয়াছিলেন, "বাবা, এ বড় সুন্দর স্থান তুমি এ স্থানে আসিয়া বাস কর।" এ স্থানে আসিয়া একবার তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, তাহা নয়, এখানে আসিয়া স্থিতি কর।" তখনও তিনি রেঙ্গুণের প্রধান পেগোডা দেখেন নাই, তাহা দেখিলে নাজানি আনন্দে কত বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

বর্ম্মদেশ ও কলিকাতার ভিতরে যতগুলি অর্ণবপোত পরিচালিত হয় তন্মধ্যে টেরভা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই দিন টেরভা জাহাজে বর্ম্মদেশের বিলাতী ডাক কলিকাতায় রওয়ানা করা হইয়াছিল। এই জাহাজে নানা বিষয়ে সুবিধা বলিয়া সাহেব ও বাঙ্গালী বহু যাত্রিক আরোহণ করিয়াছিল। জাহাজ ছাড়িবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ডাক্তার প্রসন্নকুমার আমাদের কোন অসুবিধা হইল কি না তাহার অনুসন্ধান লইবার জন্য নদীতটে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যাঁহাদের টিকিট নাই, তাঁহাদের জাহাজে আরোহণ করিবার হুকুম নাই, তজ্জন্য তিনি কূলে দাঁড়াইয়া আমাদিগের অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। আমাদের কোন পরিচিত লোক সেই জাহাজে ছিল না, আমরা যে কেবিনে ছিলাম সেখানে জাহাজের ডাক্তার চট্টগ্রাম নিবাসী বৌদ্ধ যুবা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী স্থিতি করিতেছিলেন, আলাপ পরিচয় হইলে তিনি আমাদের প্রতি অতিশয় আত্মীয়তা প্রকাশ করেন, যত্ন ও আদরের ত্রুটি করেন না, আমাদের কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য নিজের ভৃত্যকে আদেশ করেন। তিনি অবিবাহিত যুবা আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের লোক জানিয়া ব্রাহ্মসমাজে কোন সৎপাত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম, বৌদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ হওয়া সম্ভবনহে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে হইতে পারে।

আমরা কলিকাতা হইতে বর্ম্মদেশে যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মালদহ-নামক জাহাজে গিয়াছিলাম। আমাদের সহযাত্রী শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধু ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা এবং জামাতা পীনমানার য়্যাভভোকেট শ্রীমান্ বসন্তকুমার হালদার ছিলেন। কন্যার যত্নে আমরা জাহাজে কোনরূপ অভাব ও অসুবিধা বোধ করিতে পাই নাই। দুই বার করিয়া প্রচুর জলখাওয়ার সামগ্রী এবং মধ্যাহ্নে গরম গরম অন্ন ব্যঞ্জন এবং রাত্রিতে গরম লুচি তরকারি ইত্যাদি আমাদিগকে পরিবেশন করা হইত। আমরা জাতীয় ভাবে আহারাদি করিয়া প্রায় চারিদিন জাহাজে যাপন করিয়াছিলাম। ফল মিষ্টান্নাদি জলখাওয়ার সামগ্রী প্রচুর ছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যার অনুরোধ উপরোধে খাইতে হইত। এবার আমরা আহারাদিতে স্বাধীন। আমাদিগকে অনুরোধ উপরোধ করেন, এমন কেহ ছিল না, কাহারও ব্যবস্থামতে চলিতে হয় নাই। আমরা টেরভাতে আরোহণ করিয়াই স্থির করিলাম যে, মধ্যাহ্নে কেবল ভাতেভাত ভোজন, রাত্রিতে একমাত্র ঝোল ভাতের ব্যবস্থা হইবে। রেঙ্গুণ হইতে দেবী পুষ্পমালা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য বাস্কেটে পুরিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। চাউল তরকারি ঘৃত তৈল লবণ মসলা যাহা২ প্রয়োজন জাহাজের পাচককে দেওয়া যাইবে, সে আমাদের ব্যবস্থামত আলুভাতে ও ঝোল ভাত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে কিছু বকশিস দেওয়া যাইবে, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। আমরা বাস্কেট খুলিয়া দেখি, নানা প্রকার তরকারি চাউল, লবণ তৈল ঘৃত মসলাদি অপিচ জলখাবার ফল মূল মিষ্টান্নাদি সামগ্রীতে তাহা পূর্ণ। পুষ্পমালা নিজের গাভীর দুগ্ধে সযত্নে সন্দেশ পান্তুয়া প্রস্তুত করিয়া নিজের বাগানের ফল তরকারি আনাইয়া সঙ্গে দিয়া মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুরোধমতে গৃহস্বামী স্বয়ং বাজারে যাইয়া অনেক প্রকার ফল মূল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে নিঃসহায় বৃদ্ধ পরিব্রাজকের জন্য মঙ্গলময় বিধাতারই কৃপা বুঝিতে পারিলাম। বাস্কেটে পুটলিতে বাঁধা কিছু মুড়ি পাওয়া গেল। বর্ম্মদেশের কোন স্থানে মুড়ি বিক্রয় হয় না। রেঙ্গুণের উক্ত মাতা জানিতে পারিয়াছিলেন, আমরা মুড়ি ভাল বাসি, কলিকাতায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে আমাদের জলখাওয়ার জন্য মুড়ি ব্যবস্থা। রেঙ্গুণে নিম্ন শ্রেণীর একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আছে, সে মুড়ি ভাজিতে জানে, কন্যাটী ফরমাইস দিয়া তাহা দ্বারা কিছু মুড়ি ভাজাইয়া আনিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। কত আদর ও যত্ন! বিকালে জল খাওয়ার জন্য অর্দ্ধ পয়সার মুড়ি বহুকাল হইতে বরাদ্দ ছিল, বিধাতা তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সম্প্রতি রোগ বিশেষের জন্য ডাক্তার বাবু তাহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুড়ির প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে ভাবিয়া আমরা একবার এক বৎসর মুড়ি খাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলাম,

এবার বুঝি দীর্ঘ দীর্ঘকালের জন্য বা চির-জীবনেরজন্য মুড়ি খাওয়া বন্ধ করিতেহইল। বিধাতা এইরূপে মুড়ি সম্বন্ধে বৈরাগ্যাবলম্বনে বাধ্য করিয়াছেন, অপর দিকে আমাদের পরম বন্ধু ডাক্তার বাবু মুড়ির পরিবর্ত্তে পেস্তা বাদাম বেদানা য়্যাপোল্ নাসপাতি ইত্যাদি কাবোলী ফল জল খাওয়ায় ব্যবহৃত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্দ্ধ পয়সার মুড়ির বরাদ্দ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কাবোলী ফল ভক্ষণ করিয়া কি অর্দ্ধ আনারও অধিক ব্যয় করা যায়? সেইরূপ ফল ভক্ষণ সচরাচর হয় না, কখন কখন ঘটে। আমাদে এক জন বন্ধু দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন রোগে শয্যাগত ছিলেন, মুখরুচির জন্য তিনি বেদানা কিশমিশ আঙ্গুরাদি ভক্ষণ করিতেন, আর বলিতেন, "মা, তোমার কি দয়া, তুমি রোগ পাঠাইয়া আমাকে এ সকল বড় মানুষের জলখাবার খাওয়াইতেছ, আমি গরিব মানুষ, ২।৪ বৎসরের মধ্যেও এইরূপ উপাদেয় সামগ্রী খাইতে পাইতাম না, তোমার দয়াকে বলিহারি যাই!" তিনি আঙ্গুর ও বেদানা ইত্যাদি খাওয়ার বিষয়ে কৃতজ্ঞতাসূচক সুন্দর সুন্দর গানও রচনা করিয়া গাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় পেস্তা বেদানা খাইয়া আমাদের সেরূপ আনন্দ হয় না, তবে বিধাতার বধি বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছে।

যে কয়দিন জাহাজে থাকা হইয়াছে এক বেলা ভাতেভাত ও এক বেলা ঝোল ভাত তৃপ্তিপূর্ব্বক খাওয়া গিয়াছে, উৎকৃষ্ট ঘৃত ও নানা প্রকার আচার চাটনি সঙ্গে ছিল, আহারে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। জলখাওয়ার সামগ্রী পর্য্যাপ্ত ছিল, কিছু কলিকাতায়ও আনা গিয়াছিল।

বেগগামী টেরভা ইংরাজ বাঙ্গালি সিন্দী পঞ্জাবী প্রভৃতি প্রায় সহস্র যাত্রিক বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিকদিগের সুখ সুবিধার জন্য আশ্চর্য্য সুব্যবস্থা। তাহা আর কি বলিব? কিছু দিন হইল মহিলাতে আমেরিকাযাত্রিকেরপত্রে এবিষয় বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। একস্থানে একত্র হাজার লোক. কোন গোলযোগ ও হৈ চৈ নাই। আমরা একটি বাড়ীতে দশজন লোক কোন কাজে ।৪ ঘণ্টার জন্য সম্মিলিত হইলে কত কোলাহল হয়। ইংরাজদিগের নিকটে শিষ্টতা ও নিয়ম ব্যবস্থা আমাদের শিখিবার কত আছে!

উপরে নীল চন্দ্রাতপের ন্যায় অনন্ত আকাশ, নিম্নে তরঙ্গাকুল দিগন্তব্যাপী নীল জলধি, কি বিচিত্র দৃশ্য! নীল গগন ও অকূল জলধি দুইয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া সকল গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আকর সেই ভূমা অনন্ত মহেশ্বরকে প্রকাশ করে। কিন্তু যাত্রিকদিগের মধ্যে কয় জন ছিল যে, তাহা দেখিয়া বিচিত্র বিশ্বকর্ম্মার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে? কতক লোককে দেখা গিয়াছে যে, তাস পাশা ক্রীড়াতে মত্ত, কতক লোক বসিয়া কেবল হাস্য গল্প করিতেছে, কেহ কেহ মদ্য পান করিতেছে। ইতস্ততঃ এইরূপই লক্ষিত

হইয়াছে। আমাদের কেবিনে এক জন সিন্ধু দেশীয় যাত্রিক ছিলেন, তিনি নিজের একটি বন্ধুকে আনিয়া তাহার সঙ্গে বসিয়া পুনঃ পুনঃ সুরা পান করিতেছিলেন, পরে ডাক্তার চৌধুরী নিষেধ করাতে অন্যত্র যাইয়া পান করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ডেকের কোন কোন আরোহীর সঙ্গে জুয়া খেলিতেন.জুয়া খেলায় অনেক গুলি টাকা হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্‌কে স্মরণ মনন করার সুবিধা, কোন সময়ে জাহাজের কোন স্থানে প্রায় হইয়া উঠিত না। প্রত্যূষে ডেকের উপরে যাইয়া সঙ্ক্ষেপে উপাসনা করা যাইত, এবং নীল নীরধির গর্ভ হইতে সুবর্ণকান্তিবিভাবসুর গগনপ্রান্তে সমুদিত হওয়ার বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করা যাইত।

৬ই চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণে একটি বিপন্ন পাইলের জাহাজ কিয়দ্দূরে প্রকাশ পায়। উক্ত জাহাজের আরোহিগণ সঙ্কেতে আপনাদের বিপদ্ জ্ঞাপন করে। কাপ্তেন টেরভাকে উক্ত জাহাজের অভিমুখে চালনা করেন। সেই জাহাজখানা কোকনদ হইতে আরাকাণের অভিমুখে চালিত হইয়াছিল, কতকগুলি মাদ্রাজী লোক তাহাতে ছিল, পূর্ব্বদিন মঙ্গলবার ঝড়ে উক্ত জাহাজ জলমগ্ন হইতেছিল, যাত্রিকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কোন রূপে প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে খাদ্য সামগ্রী কিছুই ছিল না, কখন আরাকাণে পঁহুছিতে পারিবে তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। বিপন্ন আরোহিগণ টেরভার কাপ্তেনের নিকটে সকাতরে খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করে। কাপ্তেন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন, কাল কাল মাদ্রাজী লোক দেখিয়া ঘৃণা করিয়া বা মিথ্যা কথা কহিতেছে ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী দানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের এক জন মোসলমান সহযাত্রীর দয়া হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি দশটি টাকা প্রদান করেন। তাহারা টেরভার গুদাম হইতে ১০ টাকার চাউল খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

বর্ম্মদেশে যাই বার সময় দ্বিতীয় দিবস সমুদ্রের অনেক দূর স্থান ব্যাপিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড্ডীয়মান মৎস্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা সাগর গর্ভ হইতে উঠিয়া কিয়দ্দূর উড়িয়া পুনর্ব্বার সাগরে পড়িতেছিল। আমরা জানিতাম পক্ষীই উড়ে, জলের মাছের পাখা আছে, উড়িতে পারে, পূর্ব্বে আমরা কখনও দেখি নাই, অতিশয় কৌতুহলজনক ব্যাপার।

বুধবার মধ্য রাত্রিতে গঙ্গার মোহনার অদূরে জাহাজের লঙ্গর করা হয়। ৭ই বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন আমরা কলিকাতায় পঁহুছিব এরূপ আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিন প্রায় বেলা ১২টা পর্য্যন্ত জোওয়ার প্রতীক্ষা করা হয়, জোওয়ার আরম্ভ হইলে পর জাহাজ পরিচালিত হইয়াছিল। ক্রমে সাগরের ঘন নীল জল ঈষৎ সবুজ জল, পরে সাদা জল, অবশেষে ভাগীরথীর ঘোলা জল দেখা দিল। অপরাহ্ণ চারিটার পর মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পঁহুছান যায়। জাহাজঘাটে বন্ধুবর ললিতমোহন রায় আমাদের বাড়ীর দরবাণকে সঙ্গে করিয়া আমাদের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। পরে আময়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিত হই।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদি ক্ষত অধিক রূপে বিস্তৃত ও গভীর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কিম্বা অন্য উপসর্গাদি থাকে ও প্রদ হযুক্ত হয় বা তাহা হইতে পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসার ভার উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে ন্যস্ত করিবে।

কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত বা ক্ষতস্থানে প্রথমেই চূণ হলুদ ইত্যাদি দেওয়া উচিত নহে। নূতন আঘাতে চূণ হলুদ দিলে কোন উপকার হয় না, বরঞ্চ অপকার হইবার সম্ভাবনা। আঘাতের পর যদি বেদনা অধিক দিন থাকে তবে চুণ হলুদ, তেঁতুলের বীচি বাটা বা পোড়া মৃত্তিকার গরম প্রলেপ ইত্যাদি দিলে কখন কখন বেদনার উপশম হইতে দেখা যায়।

সময়ে সময়ে কঠিন আঘাতে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি থেঁতলাইয়া যায় বা তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থা অতিশয় গুরুতর এবং প্রায় সাংঘাতিক হইয়া থাকে, এজন্য ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর হওয়া আবশ্যক। লাঠির প্রহারে গৃহের ছাদ বা অন্য কোন উচ্চ স্থান হইতে অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতনে, ট্রাম ও রেলওয়ে সম্বন্ধীয় দৈবিক ঘটনাতে সাধারণতঃ এইরূপ আঘাত লাগিয়া থাকে।

মস্তকে আঘাতবশতঃ মস্তিষ্ক থেতলাইয়া গেলে মানুষ মূর্চ্ছিত ও অচেতন হয়। সামান্য আঘাত লাগিলে এই অচৈতন্য অবস্থা অধিকক্ষণ থাকে না, কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতেই চৈতন্য হয়। চৈতন্য হওয়ার পূর্ব্বে সচরাচর বমন হয়। কঠিন আঘাতের ফলস্বরূপ ২।৪ দিন বা তদধিক দিনও অচেতন থাকিতে দেখা যায়। এই অবস্থায় আহত ব্যক্তির হস্তপদাদি নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকে, নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও দ্রুত হয়। নিঃশ্বাসও ক্ষীণ ও দীর্ঘ হয়, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। এই রূপ অবস্থা হইতেও কোন কোন ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চৈতন্যলাভ করিয়া বিনা চিকিৎসাতেই আরোগ্য লাভ করে। কাহারও বা চৈতন্য আর ফিরিয়া আসে না। কেহ বা ডাকিলে ও নাড়া চাড়া দিলে একটু চৈতন্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়,এবং শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ কেহ এই অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াও পরে শিরঃপীড়া, স্মৃতি ও মানসিক শক্তিহীনতা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস এবং মৃগী বা উন্মাদ ইত্যাদি পীড়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। আহত ব্যক্তির অচৈতন্য ভাব হইবামাত্র তাহার পরিধানের বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিয়া তাহাকে মেজেতে শোয়াইয়া দিবে, মাথায় বালিস দিবে না, কেন না মাথা নীচু করিয়া রাখা আবশ্যক। মস্তকে ও মুখে শীতল জল সিঞ্চন করিবে,এবং যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসককে সংবাদ দিবে।

মস্তকে আঘাত লাগা হেতু মস্তিষ্ক ক্ষত বা মস্তিষ্কের কোন শিরা বা ধমনী ছিন্ন হইলেও মানুষ অচেতন হয়। এই অচৈতন্য পূর্ব্ববর্ণিত থেতলান আঘাতের অচৈতন্য অপেক্ষা গভীর হয়,ডাকিলে বা নাড়া চাড়া দিলে চেতনা হয় না। এক হস্ত ও এক পদ কিম্বা উভয় হস্ত ও পদ অসাড় হয়। উহা নাড়িবার শক্তি থাকে না, মুখ কখন বিবর্ণ কখন বা লালবর্ণ হয়, শরীরের উত্তাপ কখন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম কখন বা বেশী হয়। নাড়ীর গতি অতিশয় মৃদু হয়, মিনিটে ৪০ হইতে ৬০ এর অধিক হয় না। (স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় ৭৫ হইতে ৮০ হইয়া থাকে) নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অতি ধীরে যেন একটু কষ্টের সহিত বহে, এবং উহাতে নাক ডাকার মত শব্দ হয়। চক্ষুদ্বয়ের তারা কখন প্রসারিত কখন সঙ্কুচিত এবং কখনবা একটী প্রসারিত অপরটী সঙ্কুচিত হয়। উপরিউক্ত অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হইলে অজ্ঞাতে বাহ্যে ও প্রস্রাব নির্গত হয়। মধ্যে মধ্যে মুখের ও হস্ত পদাদির মাংসপেশীতে আক্ষেপ (খিঁচুনী) উপস্থিত হয় এবং আহত ব্যক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা এই রূপ অবস্থা হইতেও আরোগ্যলাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অর্দ্ধাঙ্গাদি রোগে কষ্ট পায়।

আহত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিয়া তাহাকে মেজেতে উপধানহীন শয্যাতে শয়ন করাইবে, এবং মস্তকে শীতল জলসিক্ত (বরফ জল হইলে ভাল হয়) বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া তাহা অনবরত ভিজাইয়া রাখিবে ও অনতিবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। শরীর শীতল হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া আশে পাশে রাখিয়া দিবে, উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত করিবে।

শিরদাঁড়ার থেঁতলান আঘাত ও ক্ষত। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থান ফুলিয়া উঠে ও বেদনাযুক্ত হয় ও আহত স্থানের নীম্নে সমুদয় শরীর কিয়ৎ পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে অবশ ও অসাড় হইয়া যায়। অর্থাৎ উহাতে স্পর্শানুভব ও সঞ্চালনশক্তি থাকে না। শিরদাঁড়া ক্ষত হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, তদ্ভিন্ন রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। এতদুভয়েরই প্রাথমিক চিকিৎসা আহত ব্যক্তিকে বক্ষের উপরে (অর্থাৎ উপুড় করিয়া) শয়ন করাইয়া, আহত স্থানে শীতল জল ঢালা এবং শীতল জলের পটী দিয়া অনবরত উহা ভিজাইয়া রাখা।

ফুস্‌ফুসের ও হৃৎপিণ্ডের থেঁতলান আঘাত ও ক্ষত।

পৃষ্ঠে বক্ষে বা পার্শ্বে কোনরূপ কঠিন আঘাত লাগিলে বা চাপ পড়িলে ফুস ফুস ও হৃৎপিণ্ডে ক্ষত হইতে পারে, বা তাহা থেঁতলাইয়া যাইতে পারে।

লক্ষণ—বেদনা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, সময়ে সময়ে কাশী ও কাশীর সহিত রক্ত উঠা। হৃৎপিণ্ডে আঘাত লাগিলে অচৈতন্যও উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। শয়ান অবস্থায় কিম্বা যে অবস্থায় থাকিলে নিঃশ্বাসের

কষ্ট অধিক হয় না,এরূপ অবস্থায় রাখিবে, এবং ছোট ছোট বরফের টুকরা চুষিয়া খাইতে দিবে, উহা চিবাইয়া খাওয়া উচিত নহে। বক্ষে শীতল জলের পটী দিবে। পিপাসা বোধ হইলে বেদানার বা লেবুর সরবত দিবে।

হৃৎপিণ্ড অধিকরূপে থেঁতলাইয়া গেলে বা ক্ষত হইলে জীবনের আশা অতি অল্পই থাকে, সচরাচর অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি এবং প্লীহা, যকৃত ও মূত্রাগায়ের আঘাত বা ক্ষত প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

লক্ষণ—অচৈতন্য বা অর্দ্ধচৈতন্য ও অতিশয় দুর্ব্বলতা আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ফুলা ও বেদনা। পাকস্থলীতে ক্ষত হইলে রক্ত বমন হয়, এবং অন্ত্রাদি ক্ষত হইলে বাহেতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে শয়ন করাইয়া চৈতন্য উৎপাদনজন্য মুখে, মস্তকে ও বক্ষে জল সিঞ্চন করিবে। রক্ত বমন বা রেচন হইলে বরফ খাইতে দিবে, এবং পেটে শীতল জলের পটী দিবে। যদি প্রথম হইতেই শরীর হিম হইয়া যায় তবে কোনরূপ শীতল উপাচার করা উচিত নহে, বরঞ্চ গরম জলের বোতল আশে পাশে, হাতে পদতলে রাখা এবং শরীর উষ্ণবস্ত্রে আবৃত রাখা উচিত।

মূত্রাশয়ে ক্ষত হইলেও উপরি উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, তদ্ভিন্ন তল-পেটে বেদনা, তলপেট, জননেন্দ্রিয় ও উরুদ্বয়ের অভ্যন্তর দিকে ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠে, প্রস্রাব খুব অল্পমাত্রায় হয়, কিম্বা আদৌ হয় না। ইহার কোনরূপ গার্হস্থ্য চিকিৎসা অসম্ভব। মূর্চ্ছা অপনোদন, ও শরীর উষ্ণ রাখার চেষ্টা বই আর কিছু করা যাইতে পারে না। ইহাতে অস্ত্র চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হয়, সুতরাং শীঘ্র চিকিৎসককে সংবাদ দিয়া রোগীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯০৭।

আমরা সোমবার বেলা ২টার সময় সুয়েজে পৌঁছুই। তখন খুব রদ্দুর, গরমও খুব ছিল। দূর থেকে,—অনেক দূর থেকে সুয়েজ দেখা যাচ্ছিল। সুয়েজ দেখতে মন্দ নয়,—বালির মাঠের মধ্যে একটা শহর, গাছপালা খুব কম থাকায় বালির Back groundএ বাড়ীগুলি খুব স্পষ্ট দেখায়—কেমন একটু অদ্ভুত বলে যেন মনে হয়, এত স্পষ্ট। তা, বাড়ী বড় কম নেই,—অনেক পাকা বাড়ী ও বাংলা আছে,—কতগুলি বেশ বড় বড়। জাহাজ যেমন সুয়েজ এর দিকে এগুতে লাগলে অমনি জলের রং বদলাতে লাগলো,—সুন্দর নীল জল ক্রমে ময়লা রকমের সবুজে পরিণত হল, শেষে যত জাহাজ কাছিয়ে এল, সমুদ্দুরের কিনারার কাছের জল বেশ সুন্দর পাতলা সবুজ রংএ পরিণত হল। এ এক বড় মজার দৃশ্য, আরও মজার দেখতে জাহাজ থামলে পর, জাহাজের উপর থেকে পেছনে সমুদ্দরের দিকে

তাকিয়ে দেখলাম,—দেখলাম যেন আলাদা আলাদা রংএর জল পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, পাতলা সবুজ থেকে ক্রমে এক এক সেড ঘন হয়ে horizonএর কাছে ঘন নীলে পরিণত হ'য়ে আকাশ ও সমুদ্দুরের মিলন রেখা খুব স্পষ্ট করে তুলেছে; সত্যি এই বিভিন্ন রংএর এক স্থানে পাশাপাশি মিলন দৃশ্য বড় সুন্দর লাগলো।

সুয়েজ শহর থেকে হারবার খানিকটা দুর। এখান থেকে কয়রো যাবার জন্যে রেলওয়ে আছে। ডেক থেকে ট্রেণ যেতে দেখলাম। সুয়েজএ আমরা ন্যাবানি, কারণ জাহাজ মোটে দুই ঘণ্টা ছিল। জাহাজ আস্‌বা মাত্তোর নৌকা করে আরবেরা আঙ্গুর ইত্যাদি ফল ও নানান রকমের সুন্দর সুন্দর জিনিষ নিয়ে এলো, জাহাজের ডেকে ৫ মিনিটের মধ্যে বাজার বসে গেল, খুব কেনা বেচা চললো, যথেষ্ট ভীড় হলো। যেমন জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, ৫ মিনিটের ভেতর দাঁড় বয়ে বয়ে জাহাজ থেকে তাদের ছোট নৌকা গুলতে নেবে তারা চলে গেল,—ভারি মজা, না? আমি ও সেই বার্ম্মজ ছেলেটী ১ সিলিংএ ৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৴৩ সের আঙ্গুর কিনলাম। শস্তা, না? বড় সুন্দর আঙ্গুর? সুয়েজএর কথা আর কি বলবো এইবার কেনালের কথা বলি।

কেনাল কাটবার প্রথম প্রস্তাব নেপোলিয়নের। তিনি প্রথমে কেনাল-সম্বন্ধে প্ল্যান দেবার জন্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঠান, কিন্তু তার বোকামি ও কুড়েমির দরুণ কেনাল কাটা হয় নি। তার পর ১৮৮৫ সালে নেসোপ প্রথমে কেনাল কাটার প্ল্যান করেন, এবং ইজিপেটর ভাইসরয় সেইডের প্ল্যানের হুকুম নিয়ে ১৮৫৬ সালে কেনাল কাটতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে কেনাল কাটা শেষ হয়, এবং ইউরোপ ও এসিয়ার জলের প্রথম মিলন হয়। ১৮৬৯ সালের ১৬ই নভেম্বর ফ্রান্সের সম্রাট্ হয়্যুজন এই কেনাল ওপেন করেন। যে কাঠের ছোট বাড়াটী তাঁর জন্যে তয়েরি হয়েছিল আজও তা আছে। যাহক যাদও কেনাল ফরাসীরা কেটেছিল, এবং এটা একটা ফ্রেন্স কোম্পানির হাতে, তবু এর বেশীর ভাগ কাজ কর্ম্ম ইংরেজদের হাতে, এবং শতকরা ৬৮ ভাগ ইংরেজদের জাহাজ এই কেনাল দিয়ে যাতায়াত করে। আমরা কেনালে ঢুকলাম প্রায় ৪ টের সময়। কেনালটী হ্যারিসন রোডের তিন গুণের চেয়ে বোধ হয় কম চওড়া হবে,—দুপাশে জলের ওপরে লাল রংএর বয়া দেওয়া,—রাত্তিরে তাতে গ্যাস ল্যাম্প জ্বলে,—সেই বয়া গুলির মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজ যায়। এই যে, ওয়াটারওয়ে ৩০ গজ চওড়,—কোথায় প্রকাণ্ড অফুরন্ত সমুদ্দুর আর কোথায় ৩০ গজ চওড়া জল দিয়ে এই প্রকাণ্ড জাহাজ চল্‌তে লাগলো, ভারি অদ্ভুত বোধ হয়। জাহাজের Forecastle deckএ দাঁড়িয়ে সিসরের মরুভূমির ওপর সূর্য্য ডুবতে দেখলাম। এখানকার সূর্য্যি ডুবায় সমস্ত আকাশ ভয়ানক লাল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে এরকম দেখা যায় না। যেমন

সূর্য্যি ডুবলো অমনি জাহাজের ঠিক সামনে "search light" জ্বলে উঠ্‌লো। ১৩০০ গজ স্পষ্ট দেখা যায়, এমন search light না থাকলে রাত্তিরে কেনালে জাহাজ ঢুকতে দেয় না। আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল, আমরা তাই এগুতে লাগলাম্। অবিশ্যি কেনালে পাশাপাশি দুখানা জাহাজ যেতে পারে না, তাই সাইডিং ষ্টেশন আছে, টেলিগ্রাফে লাইন ক্লিয়ার খবর পেলে তবে এক ষ্টেশন থেকে অন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত জাহাজ যাবার হুকুম পায়। আমাদের কপাল ভাল ছিল,তাই কোথাও সাইডিংএ যেতে হয় নি। search lightএর আলোতে কত জাহাজ সাইডিংএ দেখলাম। সমস্ত রাত্তির কেনাল দিয়ে গিয়ে ভোরে উঠে দেখি পোর্ট সেইডে পৌঁছেচি।

পোর্ট সেইড, আগে যে ইজপেটর ভাইসরয় সেইড পাশের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর নামে হয়েছে। নীল নদীর দৃশ্য সকাল বেলায় সূর্য্যের আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পোর্ট সেইড এ আমরা ব্রেক ফাষ্টের পর নাবলাম। কাঁদন পরে খুব খানিক বেড়ালাম,—Apples, ডালিম ইত্যাদি কিছু কিনলাম, বেলা ১২টার সময় জাহাজে ফিরলাম। পোর্ট সেইড শহরটী ছোট হলেও বাড়ীগুলি খুব উঁচু উঁচু, দোকানগুলি বেশ সাজানো, রাস্তা গুলি ঠিক paralled ও সোজা, কিন্তু বড় ধুলো। সমুদ্দুরের ধারে অনেক বাথিং হাউস আছে। কেনাল কোম্পানির বাড়ীটী বেশ। এখানের বাহারটী বেশ দেখতে, অনেক জাহাজ দেখলাম P &O mail boatএর সঙ্গে দেখা হল—কলিকাতার চিঠি পেলাম। এখানেও জাহাজ থামা মাত্তোর ডেকে খুব বাজার বস্‌লো, বাজীকরেরা বাজী আরম্ভ করলো, কত magic হলো। যেমন সাড়ে তিনটার সময় জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, অমনি সব ভেঙ্গে গেল মিনিট দুই এর ভেতর ডেক ফাকা হয়ে গেল। পাইলট আমাদের পোর্ট সেইড থেকে সমুদ্দুরে দিয়ে ছোট একখানি নৌকো করে নাচতে নাচতে চলে গেল। আমরা দেখতে দেখতে পোর্ট সেইডের বাড়ী ঘর, বন্দর, জাহাজ, ব্রেক ওয়াটার ও তার ওপরে স্থাপিত, beautifully situated Lessep এর প্রকাণ্ড statue দেখতে দেখতে ক্রমে সবুজ থেকে সমুদ্দুরের নীল জলে এলাম। সে হচ্চে মঙ্গলবার বিকাল বেলা। একটু পরে নীল জলে টক্‌টকে লাল সূয্যি ডুবতে দেখলাম, কিন্তু সে কথা থাক্। সেই অবধি ভূগোল পড়া সেই মোডেটেরিয়াণ সমুদ্র দিয়ে চলেছি,—আজও যাব, কালও নমস্ত দিন যাব, কাল রাত্তির ২টায় হয়তো ন্যাপোলেসে পৌঁছুবো। আজ এই পর্য্যন্ত।

নূতন পুস্তক।

শ্রীমান্ নিশিভূষণ, অর্থাৎ নিশিভূষণ নামক একটি ষোড়ষ বর্ষীয় বালকের জীবনী। নিশিভূষণ তাহার পিতার সঙ্গে শৈশবকালে আমাদের নিকটে স্থিতি করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিশুকাল হইতে আমরা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি।

তিনি বুদ্ধিমত্তা দয়া নম্রতা ও শীলতাগুণে সকলের প্রিয় ছিলেন, পরে পিতামোতার সঙ্গে যশোহর নগরে স্থিতি করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। দুঃখীর প্রতি দয়া ও পরসেবা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা দিদীমার যত্নে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছিল। গতবৎসর নিজের একটী আত্মীয়া বালক বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। নিশিভূষণ দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কয়েক দিন তাঁহার সেবা করে, পরে নিজেও বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পিতামাতা অত্মীয়বর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া যান। নিশির পিতৃদেব শশিভূষণ মিত্র তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—পুস্তখানা পড়িলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন নিশিভূষণ কেমন দেবচরিত্র বালক ছিলেন।

"নিশিভূষণ তাঁহার দিদিমাতার শিক্ষাপ্রভাবে সামান্য ভাবে চলিতেন, দেশে থাকিলে তাঁহার দিদিমাতার নিকট হইতে খাবারের পয়সা লইয়া দোকানে যাইতেন, দোকানে নানাবিধ মিষ্টান্ন সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও এক পয়সার মিশ্রী কিংবা মুড়ি অথবা বাতাসা খরিদ করিয়া আনিতেন। কোন দিন ছোলা বা কড়াই ভাজা কিনিয়া খাইতেন, এই অভ্যাস তাঁহার বয়োবৃদ্ধি কালে কলিকাতার শহরেও দেখা গিয়াছিল, স্কুলে টিফিনের সময় তিনি মিঠাই মোণ্ডা খাইতেন না, স্কুলে যাইবার কালে বাসা হইতে মিশ্রী বা বিস্‌কুট পকেটে করিয়া লইয়া যাইতেন। খাবার খাইতে বলিলে প্রকাশ করিতেন "বেশী পয়সা খরচ করিয়া না খাইলে কি পেট ভরে না? তাহাপেক্ষা এই প্রকার খাওয়া ভাল।"

"তিনি যেমন মিতব্যয়ী, তেমনি কর্ত্তব্য পরায়ণ বালক ছিলেন, এবং দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া মমতাও তাঁহার ছিল। বলিষ্ঠকায় কর্ম্মঠ ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দিতে নারাজ থাকিলেও অন্ধ এবং আতুরদিগকে বঞ্চনা করিতেন না, এবং বৃদ্ধবয়স্ক ভিক্ষুক কিছু যাচ্ঞা করিলে ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ দান করিয়া আহ্লাদিত হইতেন। উপযুক্ত প্রার্থী পাইলে নিজের পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। কোন দরিদ্র যদি ক্ষুধিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করিত, তবে অন্ন প্রস্তুত থাকিলে নিজে বসিয়া তাহার ক্ষুধানল নিবৃত্তি করাইতেন। আবার দরিদ্র স্কুলের ছাত্র দেখিলে, শ্রীমানের বড়ই হৃদয়াকৃষ্ট হইত। তাঁহার স্কুলের কোন একটি বালকের নিকট তিনি সময় সময় অঙ্কবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন, ঐ বালকটীর সাংসারিক অবস্থা মন্দ ছিল, তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, নিশিভূষণ ঐ বালকের দুঃখে বড়ই কাতর হইতেন, এবং তাঁহার জননীর নিকট ঐ বালককে বস্ত্র বিনামা ইত্যাদি খরিদ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, গৃহে যে দিবস কোন মিষ্টান্ন বা ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইত, প্রায়ই নিশিভূষণ ঐ বালককে সাদরে ডাকাইয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। একদা আমাদিগের

কোন একটী নিম্নস্থ কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। নিশিভূষণ কর্ম্মচারীটী না বুঝিয়া ঐ কার্য্য করিয়াছে, সুতরাং কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহার অশেষ কষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া তাহাকে কর্ম্ম প্রত্যর্পণ করাইবার জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে তাহাকে আহার দিয়া বিদায় দিবার জন্য তাঁহার জননীর নিকটে প্রস্তাব করেন, কিন্তু অতিরিক্ত অন্ন প্রস্তুত না থাকায় প্রস্তুত অন্নের নিজাংশ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া বিষণ্ণ মনে তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। এপ্রকার অনেক সহৃদয়তার পরিচয় তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইয়াছিল।"

ভাই করুণাচন্দ্র।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

[১]

আবার কি বজ্রপাত বজ্রাহত শিরে!
আবার কি শুনি আজ দয়িদ্র কুটীরে!
প্রাণের করুণা নাই, আজি কি শুনিতে পাই
শোকের প্রবাহ বহে অন্তরে অন্তরে!
নয়নে সবার আজ তীব্র অশ্রু ঝরে!

[২]

প্রাণের করুণা নাই কি শুনিতে পাই!
বিরলে বিজনে আজ কাঁদরে সবাই,
সেই মুখচ্ছবি হায়, দেখিতাম সদা যায়,
আচার্য্যের মুখছবি মুখেতে যাঁহার,
নাই সেই সুন্দর মূর্ত্তি মরধামে আর!

[৩]

প্রাণের করুণা নাই কি শুনিতে পাই!
নীরব নিস্তব্ধ সবে—মুখে কথা নাই!
নীরব ভগিনীগণ, কন্যা পুত্র বন্ধুজন!
নীরব—নীরব আজ কমলকুটীর!
নীরব ও পরিবার শোকেতে অধীর!

[৪]

কমলকুটীরবাসী আজ সে কমল
চলিলেন ত্যজি আজি এই মরুস্থল,
চলিলেন আজি তথা, আচার্য্য কেশব যথা
ভগিনী 'মোহিনী' মাতা 'জগৎ মোহিনী'
চলিলেন তথা আজ ত্যজিয়া ধরণী।

[৫]

তাঁদের আত্মায় আজ আত্মার মিলন,
তাঁদের ভস্মেতে আজ ভস্মের মিশ্রণ,
তাঁদের সনেতে আজি, নশ্বর শরীর ত্যজি
চলিলেন সেই স্থানে ইঙ্গিতে তাঁহার,
ইহ পরলোক যথা হয় একাকার।

[৬]

সিন্ধুপার হ'তে আজি ব্যাকুল অন্তরে,
না দেখি পিতারে আজ কমলকুটীরে,
স্নেহের 'সুনন্দ' হায়, শোকে মর্ম্মাহত প্রায়,
না জানি কেমনে তাঁর কোমল অন্তর
করিবে বহন এই শোক ভয়ঙ্কর!

কলিকাতা, } শোকসন্তপ্ত
১।১২।০৭ } শ্রী—

কেশব-জননী।

কি দেখিনু আজ ভারতশ্মশানে!
দেবী-মূর্ত্তি আজ ফুলের মালায়
শোভিত, সজ্জিত, কেন রে এখানে
এমূর্ত্তি বল না? চলেছে কোথায়?

এই শ্মশানেতে ভক্ত "কেশবের"
এই শ্মশানেতে ভগিনী "মোহিনী"
এই শ্মশানেতে "প্রতাপচন্দ্রের"
এই শ্মশানেতে "জগৎ মোহিনী"
এই শ্মশানেতে ভ্রাতা "করুণার"
এই শ্মশানেতে ভকত জনের
দেহ ভস্ম হায়! হয়েছে সবার
কেবল শ্মশানে আজি এ দলের?
দেখেছিনু এঁরে এই পরিবারে
যোগিনীর মত বসিয়া বিজনে,
তপ যপে রত সাজিতে তাঁহারে
দেখি সমাহিত নীরবে শ্মশানে।
যোগীর জননী আমাদের তাই
ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ পিতামহী মত
দেখিতাম যাঁরে আজি তিনি নাই
কি বলিব আজ কাঁদি অবিরত।
"করুণার" ভস্ম প্রোথিত যেমন,
না হইতে শেষ শোক দুর্ণিবার,
দুঃখী পরিবারে বজ্রের মতন
দহিল আবার পরাণ সবার।
দেহ ভস্মীভূত পবিত্র চিতায়,
নাহে ভস্মীভূত জীবন তাঁহার,
প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা পরম পিতায়
রবে তাঁর চির অক্ষুণ্ণ অপার।
রবে চিরদিন প্রার্থনা তাঁহার,
রবে চিরদিন সে শান্ত মূরতি,
রবে চিরদিন তপ, জপ তাঁর,
রবে চিরদিন প্রেম পুণ্যমতি।
যা ছিল যাবার গিয়াছে কেবল,
ধূলার শরীর মিশিল ধূলায়,
কিন্তু সেই আত্মা পবিত্র নির্ম্মল
পুত্র-আত্মা সহ মিলিল তথায়।
মাতা সহ পুত্র "মেরীর" মতন
স্বর্গধামে আজ শঙ্খনাদ হয়,
দেবগণ আজ মিলিয়া এখন
কহিছেন সবে "বিধানের জয়"
যাও মাতা "মেরী" যাও না তথায়,
যাও তুমি যাও দেবনিকেতনে,
যাও তুমি যাও কেশব যথায়,
রও তথা "কৃষ্ণ" "নবীনের" সনে।
শান্তির আলয়ে শান্তির ক্রোড়েতে
শান্তিধামে রও চির সমাহিত,
শান্তি সুধা পানে শান্তির বারিতে
রও চিরদিন তাঁহাতে মিলিত।

স্নেহের সেবক,
শ্রীগৌরী প্রসাদ।

মহিলাদিগের রচনা।

নিশীথে।

জাগে নাই যবে একটি মানব
গায়না পাখীরা ললিত তানে
সমস্ত জগত নিস্তব্ধ নীরব
প্রকৃতি আছেন গভীর ধ্যানে।

এখনও চাঁদিমা আকাশে হাসে
রজত কিরণ ছড়ায়ে ধরা,
এখনও তারা মধুর প্রকাশে
যায়নি নিবিয়া একটী ওরা।

শান্ত যামিনীর কি মধুর ছবি
মরম পরশী তুলিছে তান।
সাধনা সঙ্গীত নীরবেতে সবি,
নীরবেই আহা মগন প্রাণ।

এ হেন সময়ে আছিনু নিদ্রায়
খুলে দিলে কে গো আঁখির পাতা

সুপ্ত এ জগত, বহে নৈশ বায়
সম্মুখে শয়ান নিদ্রিতা মাতা।

আঁখি মেলি চাহি দেখিনু সুন্দর
শান্তির ত্রিদিব ওঁর এ ধরা
বহিল হৃদয়ে প্রীতির নির্ঝর
হে দেব, ওঁর মধুরূপে ভরা।

আভাষ।*

[১]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
পূরবে জলদঘটা
কৃষ্ণবর্ণ মেঘচ্ছটা
এবার ডুবিল বুঝি বঙ্গীয় আবাস!
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[২]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
হু হু করে ছুটে বায়ু
নিঃশেষ হয়েছে আয়ু
বুঝি এই বার জগতের মহা নাশ
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৩]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
শঙ্কাকুল প্রাণ মন
শুধু বিষাদ বেদন
শস্য ছাড়ি হয় বুঝি মানবের চাষ,
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৪]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
কোথায় শরতকালে
রবি-শশী-রশ্মিজালে
ঘুচাবে মানবতাপ পূরি অভিলাষ
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৫]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
দিবা-নিশী একাকার
সবি আঁধার আঁধার
হায় হায় একি দেব! হ'ল সর্ব্বনাশ!
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৬]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
গভীর জলদ তায়
সকলি নাশিতে চায়
কেমনে পড়িল হায় এ আশ্বিন মাস
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ

[৭]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
যেদিকে চাহি'ছি পিত!
জলভারে আবরিত
দেখেছি সকলে যেন গলে-রজ্জু ফাঁস
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৮]

ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
সন্তান-কুশল ভাবি
ক্রোধ পরিহর দেবি!
রক্ষা কর জীব জন্তু দাও গো আশ্বাস
ঘনায়ে এলো যে দেবি! দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৯]

ঘনায়ে এলো যে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
জল ঝড় এক রথে
আসিতেছে এক পথে
আসিছে আসিছে দেবি! দেখ গো আভাষ
ঘনায়ে এলো যে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[১০]

রক্ষা কর মাতঃ তুমি বঙ্গীয় আবাস
হু হু করে ছুটে জল
কিবা কি বলিব বল
রক্ষা কর রক্ষাময়ি! দিইয়া আশ্বাস
বাঁচাও মানব প্রাণী জীব অভিলাষ!

---

* ১৩০৭ সালের প্রবল ঝড় বৃটির প্রথম আভাষে লিখিত।

প্রলয়ে। *

[১]

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া
ঝম্ ঝম্ রব ক'রে
সতত সলিল ঝরে
দিন রাত অবিরাম আকাশ ভেদিয়া
ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ চূড়া
হ'য়ে গেল গুঁড়া গুঁড়া
তবুও মিটে না আশ দেখ গো চাহিয়া
গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া।

[২]

গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া
হায় হায় একি দায়
সকলি ভাঙ্গিয়া যায়
তোমার সাধের বিশ্ব গেল যে ভাঙ্গিয়া
দেখ দেব দেখ চেয়ে!
দশ কোটি ছেলে মেয়ে
ঊর্দ্ধ মুখে ঊর্দ্ধ নেত্রে রয়েছে চাহিয়া
গেল যে তোমার ধরা পবনে উড়িয়া

[৩]

গেল যে তোমার বিশ্ব সসিলে ডুবিয়া
কিবা কি দেখিব বল
ব্রহ্মাণ্ডে ছেয়েচে জল
শত শত প্রাণী যায় স্রোতেতে ভাসিয়া
বুঝে না মানবমন
তাই খুলিয়া নয়ন
দেখিতেছে বারে বার ঊরধে চাহিয়া
গেল যে তোমার বিশ্ব পবনে উড়িয়া।

[৪]

গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া
"রেল" পথ হ'য়ে চূর্ণ
শুষ্ক স্থান জল পূর্ণ
হায় হায় একি খেলা দিতেছ আনিয়া
মাতারে জড়ায়ে শিশু
কিবা নর কিবা পশু
ক্ষণে ক্ষণে উচ্চরবে উঠিছে কাঁদিয়া
গেল যে তোমার বিশ্ব পবনে উড়িয়া।

---

* ১৩০৭ সনের আশ্বিনের জল ঝড়ে লিখিত।

পথিক।

১

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
এই যে বিশাল ধরা
পিতা মাতা সুত দারা
চিরদিন কারো কিছু রবে না সংসারে
আমার স্বগণ যত
ভাবি মোরা অবিরত
দুদিনের পরে সব ফুরাবে অচিরে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে।

২

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
সংসারের যত আশ
সকলি হইবে নাশ
থাকিবে না কভু আর চিরদিন তরে
সুখের যৌবন কাল
থাকিবে না চিরকাল
যাহা যাবে তাহা আর আসিবে না ফিরে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে।

৩

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
প্রভাতে তপন দেব,
পড়িয়া লোহিত বেশ
বিতরিছে আলোরাশি যত মানবেরে
সেও চিরদিন তরে,
থাকিতে নাহিক পারে
যামিনীর আগমনে পালায় সত্বরে।
আমরাও আসিয়াছি দুদিনের তরে

৪

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
এই যে সুনীলাকাশে
চাঁদ আর তারা হাসে
তারাও প্রভাতে হলে সরে যায় দূরে
ছয় ঋতু আসে যায়
কেহ না থাকিতে পায়,
এ জগত মাঝে হায় চির দিন তরে
আমরাও আসিয়াছি দুদিনের তরে।

৫

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
এই যে সুখের গেহ,
আত্মীয় স্বজন কেহ
রবে না মোদের হায় চিরদিন তরে
না বুঝি কিছুই মোরা
মিছে ভেবে হই সারা,
না বুঝিয়ে ভ্রমনদে ঝাঁপ দেই পড়ে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে

৬

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
সামান্য ধনের লোভে
পরমার্থ ধন কূপে
ফেলে দিতে কভু ভয় না ভাবি অন্তরে
জীবনের পরিণাম
মনেতে না দেই স্থান
অহঙ্কার ভরে প্রভু না ডাকি তোমারে
ভাবি না এসেছি মোরা দুদিনের তরে

৭

এসেছি জগতে প্রভু দুদিনের তরে
দেও মতি ভগবান্
যত দিন থাকে প্রাণ
পাপেতে ডুবিয়ে যেন না ভুল তোমারে
আমরা অবোধ অতি
নাই প্রাণে ভক্তি প্রীতি
শিখাও ধর্ম্মের নীতি পাপী সন্তানেরে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে

৮

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
আমাদের পাপ আশ
সকল হইবে নাশ
যেতে হবে ত্বরা সেই মহাসিন্ধুতীরে
তাই ডাকি দীননাথ
প্রসারি স্নেহের হাত
রাখ মোরে প্রলোভন হতে অতি দূরে
পথিক এসেছি মোরা দুদিনের তরে।

সংবাদ।

গত ২৮শে অগ্রহায়ন শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭টার সময় পরম ভক্তভাজন আচার্য্য কেশব সেন মহাশয়ের বন্দনীয়া মাতৃদেবী নূন্যাধিক ৯০ বৎসর বয়সে নিমোনিয়া রোগে কলুটোলাস্থ ৫৯। ৩নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট ভবনে স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই দিন অপরাহ্ণে ৩টার সময়ে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ তাঁহার ব্রাহ্ম ও হিন্দু আত্মীয়গণ বহন করিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন। পরম বন্দনীয়া মাতা অতিশয় সেবাপরায়ণা মধুরপ্রকৃতি ধর্ম্মানুরাগিণী ভক্তিমতী পরম দয়াবতী ছিলেন। আমরা আগামীতে তাঁহার পবিত্র জীবন কাহিনী প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

বারিষ্টার এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ-বিদ্রোহিতাসূচক বক্তৃতার জন্য ধৃত হইয়া বিচারাধীন ছিলেন, তিনি আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, অব্যাহতি না পাইলে বারিষ্টরী হারাইতেন। সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারাধীন ছিলেন, বিচারনিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রিণ্টার ও ম্যানেজার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মুক্তি পাইছেন। স্বদেশী বক্তা লিয়াকত হোসেন এক বক্তৃতার জন্য বরিশালে ধৃত হইয়া জামিন দিয়া বিচারাধীন আছেন, তিন আর সভা সমিতি না করেন তাঁহার প্রতি মাজিষ্ট্রটের এইরূপ আদেশ ছিল, সেই আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁহার ৬ মাসের জন্য কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতা জেইল হইতে বক্সার জেইলে প্রেরিত হইয়াছেন।

মহিলার ত্রয়োদশ বৎসরের ৫ মাস অতীত হইয়াছে, যাঁহারা দ্বাদশ বৎসরের মূল্য এ পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই, অন্ততঃ সেই বৎসরের মূল্য অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন উৎকৃত করেন এই প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে আমাদের সময় ও অর্থ ক্ষতি হয়।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

গার্হস্থ্যস্বাস্থ্যরক্ষা। *

জীবনধারণ করিতে হইলে স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রধান দরকারী জিনিষ। প্রত্যেকেরই ইহা জানা থাকা প্রয়োজন যে কি প্রকারে সেই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহার উপায় জানা না থাকিলে নানা রকম রোগ ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের হিন্দু প্রচলিত প্রথা জানা আছে, অন্যান্য দেশীয় প্রচলিত প্রথা আমরা তত জানি না, হিন্দুরা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, ইহার প্রতি একটু মনোযোগ করিলে দেখা যায় যে, এক একটা পদ্ধতিতে এমন আশ্চর্য্য বিষয় আছে যে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, বৈধব্যাবস্থায় ধর্ম্মবিষয় চর্চ্চা ও কিরূপে তাহা লাভ করা যায় এ বিষয় চিন্তা করাই উচিত; এই জন্যই তাহারা বিধবাদের প্রতি নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাতে দুইটী উপকার হয়, প্রথমতঃ এক বেলা নিয়মিত রূপে আহার করিলে পেটের অসুখ প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা কম; দ্বিতীয়তঃ মাছ, মাংস প্রভৃতি আহার করিলে শরীর উত্তেজিত হয়, নিরামিশ আহারে তা হয় না, এবং কতক পরিমাণে চিত্ত সংযত থাকে, মনে ধর্ম্মভাব জাগরূক থাকে। জীবনধারণ করিতে দুইটী জিনিষ প্রধানতঃ দরকার—বায়ু ও জল জল না হইলে কতক্ষণ তবুও থাকা যায়, কিন্তু বায়ু না হইলে এক দণ্ডও বাঁচিতে পারা যায় না। অথচ ইহা জানা থাকা চাই যে সেই বাতাস অতি বিশুদ্ধ বাতাস হওয়া চাই; আমরা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তাহাতে বায়ু দূষিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বৃক্ষ লতার এমন শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহারা সেই দূষিত পদার্থ টানিয়া লইয়া বায়ু শোধিত করিয়া দেয়। যে বাড়ীতে যে ঘরে আমরা বাস করি তাহাতে যাহাতে সুন্দররূপে বায়ুসঞ্চালন থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। মাছকে যেমন এক বোতল জলে রাখিলে সে বাঁচিতে পারে না, মানুষের পক্ষেও বদ্ধ ঘরে থাকিলে তাই। বায়ু সঞ্চালন বন্ধ করিয়া ঘরে বাস করা যে কত পাপ তাহা প্রকাশ করা যায় না, এবং ইহাতে যে কত প্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে! নৈসর্গিক নিয়মে বায়ু সঞ্চালিত হয়, মাটী হইতে ১০।১৫ ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বাতাস দূষিত, কারণ যত প্রকার পচা ভিজা জিনিষের কাটানু ঐ বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়। বর্ষাকালে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী; কারণ সব জিনিষ ভিজা থাকে, স্বাস্থ্যের পক্ষে দ্বিতল বাড়ীই ভাল। হিন্দু জাতি জলকে মহা মান্য করিতেন, এবং যে জল খাইয়া প্রাণধারণ করা যায় তাহা যিনি দিয়াছেন সেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করিতেন। তাদের একটা প্রথা আছে যে, পুষ্করিণীর ৫০ হাত দূরে যত আবর্জ্জনা ময়লা ফেলিবে আর প্রত্যেকে স্নান করিবার সময় ডুব দিয়ে এক আঁজলা করিয়া মাটী তুলিয়া আনিবে। ইহারও একটী সুন্দর অর্থ আছে, বৃষ্টিতে এবং নানা কারণে যে সব দূষিত পদার্থ জলে পড়ে পুষ্করিণী ক্রমে ভরিয়া আসে, ঐ রকম করিয়া যদি সকলে মাটী তুলিয়া আনে, তবে আর ভরিয়া আসিতে পারে না। পরিষ্কার জল যে দরকারী সে বিষয় আর বোধ হয় বেশী বলিয়া দিতে হইবে না।

জল ও বাতাসের পরে দরকার আহার। বয়স অনুসারে আহারের প্রভেদ। শারিরীক অবস্থা ও পরিশ্রমের পরিমাণের উপরে আহার নির্ভর করে, এবং অভ্যাসের

* ২০শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ রায় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।